



এইযে আজ্জার নানারঙের দিনগুলি

ইএসডিও'র তিনযুগ পূর্তির প্রকাশনা

ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)



ইএসডিও'র তিনযুগ পূর্তির প্রকাশনা

যেই আজার নানারঙের দিনগুলি



ইএসডিও'র তিনযুগ পূর্তির প্রকাশনা
সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর, ২০২৪

সম্পাদনা উপদেষ্টা
ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জ জামান
ড. সেলিমা আখতার

সম্পাদনা পরিষদ
নির্মল মজুমদার
সন্তোষ কুমার তিগ্যা
সৈয়দ মাহবুবুল আলম
মো: আইয়ুব আলী
একরামুল হক মন্ডল
মোঃ নাদিমুল ইসলাম

প্রচ্ছদ
কাদিমুল ইসলাম যাদু

মুদ্রণ
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশিত লেখাসমূহে উল্লিখিত তথ্য ও মতামত লেখকের নিজস্ব,
যা ইএসডিও'র মতামতের প্রতিফলন নয়।

আমাদের কথা

আজ থেকে তিন যুগ পূর্বে বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জনপদ ঠাকুরগাঁও জেলা শহরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ মেধাবী ছাত্র মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের নেতৃত্বে একদল তরুণের সম্মিলিত প্রয়াসে ভয়াবহ বন্যা মোকাবেলায় ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল। আজ সংস্থাটি তিনযুগ পূর্তি উৎসব উদযাপন করছে। এটি নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এ সময়ের মধ্যে ইএসডিও বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে প্রায় সারা দেশে প্রান্তিক, পিছিয়ে পড়া বিশেষত নারী, শিশু ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর কাছে। ইএসডিও সূচনালগ্ন থেকেই স্বপ্ন দেখে একটি পারস্পরিক ভেদাভেদমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার, সেক্ষেত্রে বিগত তিন যুগে ইএসডিও কতটুকু ভূমিকা রাখতে পেরেছে সে বিচার করতে পারবেন ইএসডিও'র কর্মসূচি সহযোগীবৃন্দ এবং উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি কোন একটি প্রকল্প তো নয়ই, কোন একক প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও সম্পূর্ণ রূপে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, দারিদ্র্যের বহু মাত্রিকতা রয়েছে; আয় ও মানবীয় দারিদ্র্য দুটোকেই একসাথে বিবেচনায় না নেয়া গেলে সামগ্রিক স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা কঠিন। অপরদিকে, গণকেন্দ্রিক ও গণ অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে কোন উন্নয়নই অর্থবহ হয় না। উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া অথবা জনমত উপেক্ষা করে তথাকথিত উন্নয়নের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই কম-বেশি আছে। অপরদিকে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সরকারি-বেসরকারি এবং প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয় থাকাও একান্ত জরুরি। এ-প্রসঙ্গে আমরা বিনয়ের সাথে বলতে চাই, সকল স্টেকহোল্ডারদের নিবিড় সমন্বয়ের ফলশ্রুতিতে বিগত তিন যুগে ইএসডিও তৃণমূল মানুষের উন্নয়নে বেশ কিছু ভালো উদাহরণ তৈরি করেছে। উদাহরণ হিসাবে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে সমষ্টিভিত্তিক পরিবীক্ষণ কৌশল, সমতলের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ভূমি উদ্ধার, কৃষি ভেল্যু চেইন, জলবায়ু সহিষ্ণু ফসল, মোজারেলা চীজ উৎপাদন, প্রান্তিক নারীদের মাধ্যমে দেশে সর্ব প্রথম টিউলিপ ফুল চাষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল উদ্যোগ আরও বিস্তৃত হয়ে প্রান্তিক মানুষের মুক্তিকে অগ্রগামী করেছে।

ইএসডিও সাধারণ মানুষের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে দুই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে; প্রথমত নির্দিষ্ট মেয়াদি প্রকল্প এবং দ্বিতীয়ত দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প। সংস্থার দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ইকো ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, ইএসডিও শিশু ও কমিউনিটি হাসপাতাল, লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর, অরগি হ্যাভিট্রাফটস, অরগি সামাজিক ব্যবসা প্রকল্প ইত্যাদি। যেগুলোর সেবা মানুষ দীর্ঘদিন ধরে পেতে থাকবেন।

ইএসডিও'র মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমতাভিত্তিক ভেদাভেদমুক্ত বৈষম্যহীন একটি সমাজ গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে সংস্থার নিরন্তর পথচলা। প্রান্তিক মানুষের মুক্তির জন্য ইএসডিও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের মূল কর্ম এলাকা ঠাকুরগাঁওয়ের নৃগোষ্ঠী এবং দলিত সম্প্রদায় ইএসডিওকে আজ তাদের নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে মনে করেন, যা ইএসডিও'র জন্য একটি সফল এবং তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন।

এভাবে সমাজের প্রান্তিক মানুষের সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে ইএসডিও খাদ্য নিরাপত্তা, অধিকার ও সুশাসন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, হাইজিন ও স্যানিটেশন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলা, বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও কল্যাণসহ ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে এবং যাবে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, সংস্থা প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নে শুধুমাত্র অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, অর্থাৎ সংস্থার উন্নয়ন কর্মীবৃন্দ তৃণমূল মানুষকে কেবল তাঁদের নিজেদের উন্নয়ন নিজেরা কীভাবে করতে পারবে সেই পথ দেখায় মাত্র। মূলকথা হলো তৃণমূল মানুষেরা তাঁদের ভাগ্যের উন্নয়ন নিজেরাই কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে করে থাকেন।

তিনয়ুগ পূর্তির শুভক্ষণে আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি উন্নয়ন সহযোগীদের কথা, যাঁদের সহায়তায় আমরা কাজগুলো করতে পেরেছি এবং করে যাচ্ছি। আমরা কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় অতিথিবৃন্দ এবং সুধীমণ্ডলীকে যাঁরা কষ্ট করে এবং তাঁদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে তিনয়ুগ পূর্তিতে এখানে এসেছেন এবং প্রকাশনায় যুক্ত হয়ে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সংস্থার সাধারণ পরিষদে এবং নির্বাহী পরিষদে যাঁরা ছিলেন এবং আছেন-তাঁদের পরামর্শ এবং প্রচেষ্টায় ইএসডিও'র এই পথচলা। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংস্থার নিবেদিত প্রাণ উন্নয়ন কর্মীবৃন্দকে, যাঁরা প্রত্যন্ত চর এলাকাসহ সেইসব অঞ্চলে যেখানে বিদ্যুৎসহ ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবা নেই-দিনের পর দিন স্থানীয় মানুষের সাথে অবস্থান করে কাজ করেন। সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইএসডিও'র সকল কর্ম এলাকার সরকারি প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দসহ স্থানীয় পর্যায়ে সুধীবৃন্দকে যাঁরা আমাদের উন্নয়ন কর্মীদের সর্বক্ষেত্রে সহায়তার হাত সব সময়ে বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন।

বার বার প্রফ দেখার পরেও কিছু বানান ভুল থেকে যেতে পারে, ভাষার দুর্বলতা থেকে যেতে পারে, এই সীমাবদ্ধতা আমাদের। আশা করি, সকলে এই বিষয়টি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

পরিশেষে, সবাইকে জানাই তিনয়ুগ পূর্তির শুভেচ্ছা ও অভিবাদন।

উৎসর্গ পত্র

বিগত তিনযুগে আমরা যাঁদের হারিয়েছি-
নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মুহম্মদ খলিলুর রহমান
প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য আলহাজ্ব মোঃ জয়নাল আবেদীন
নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোঃ ইকবাল
সাধারণ পরিষদ সদস্য বিকাশ সরকার
সংস্থার চীফ প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর কে. এন. সরকার
বিগত ৩৬ বছরে ইএসডিও'র যে সকল উন্নয়নকর্মী চির বিদায় নিয়েছেন
তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

শুভেচ্ছা বাণী: বাংলাদেশ সরকার

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, মাননীয় উপদেষ্টা, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	১১
জাকির আহমেদ খান, চেয়ারম্যান, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	১২
জালাল আহমেদ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিএআরসি)	১৩
মোঃ সাইদুর রহমান, সচিব, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৪
মোঃ রেজাউল আহসান, (সাবেক সচিব), চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	১৫
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি	১৬
মোঃ ইউনুছ আলী, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	১৭
মোঃ আনোয়ার হোসেন, মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়,	১৮
মোঃ ফজলুল কাদের, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	১৯
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মিজানুর রহমান, এনডিসি প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা প্রতিরক্ষা শাখা, বাংলাদেশ দূতাবাস, প্যারিস, ফ্রান্স	২০
ইশরাত ফারজানা, জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও	২১
শেখ জাহিদুল ইসলাম, পিপিএম, পুলিশ সুপার, ঠাকুরগাঁও	২২
Md. Anisul Wahab Khan, Project Director, Promoting Resilience of Vulnerable through Access to Infrastructure, Improved Skill and Information (PROVATI3) Project LGED, Dhaka, Bangladesh	২৩

শুভেচ্ছা বাণী: জাতিসংঘ

Arnous Hameleers, Country Director, Bangladesh Asia and the Pacific Division Programme Management Department, International Fund for Agricultural Development (IFAD)	২৫
Sarder M. Asaduzzaman, Assistant Resident Representative, UNDP Bangladesh	২৬
Syeda Munira Sultana, National Project Coordinator, International Labour Organization (ILO), Bangladesh	২৭

শুভেচ্ছা বাণী: আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী ও উন্নয়ন সহযোগী

Ram Das, Country Director, CARE Bangladesh	২৯
Kabita Bose, Country Director, Plan International Bangladesh	৩০
Hasin Jahan, Country Director, WaterAid Bangladesh	৩১
Shameema Akhter Shimul, Regional Coordinator, Enfants du Monde (EdM)	৩২
Dora Chaudhuri, Country Director, HEKS/EPER	৩৩
Abdul Hamid, Country Director, EDUCO Bangladesh	৩৪
Mizanur Rahman Bhuiyan, Country Director, Stromme Foundation Bangladesh	৩৫
Sumitra Mukherjee, Operations Director Asia Region and Country Director, Danish Refugee Council, Bangladesh	৩৬
Selim Reza Hasan, Country Manager- Bangladesh, Solidaridad Network Asia	৩৭
Nurun Nahar, Country Director, Heifer International Bangladesh	৩৮
Md. Mahbub ul Alam, Country Director, Pathfinder International, Bangladesh	৩৯
Sajid Raihan, Country Manager, Start Fund Bangladesh	৪০
Riad Imam Mahmud, Co-Founder Country Director, Expansion and Innovation, Max Foundation Bangladesh	৪১
Md. Wahidul Amin, Country Coordinator, HarvestPlus Bangladesh	৪২
Zareen Khair, Ph.D, Country Director, Muslim Aid-UK Bangladesh	৪৩
Md. Farhad Zamil, Executive Director, Sustainable Agriculture Foundation Bangladesh, (SAF Bangladesh)	৪৪
Wahida Anjoom, Country Coordinator, FINISH Mondial WASTE advisers on urban environment and development	৪৫
Md. Abu Aslam, Portfolio Lead, Financial Institutions, South Asia, Water.org	৪৬
Ayatullah Al-Mamun, Project Manager HELVETAS Swiss Intercooperation Bangladesh	৪৭
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, আহবায়ক, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ এবং সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)	৪৮
Shaheen Anam, Executive Director, Manusher Jonno Foundation (MJF)	৪৯

বিদেশী বন্ধুদের শুভেচ্ছা বাণী

ইউকে থেকে: Professor Joe Devine, Associate Pro Vice Chancellor, University of Bath, England (UK)	৫১
নেদারল্যান্ড থেকে: André de Wit, Pum expert, The Netherlands	৫২
সুইজারল্যান্ড থেকে: Beata Godenzi, Secretary General, Enfants du Monde	৫৩
ইন্দোনেশিয়া থেকে: Windi Arini, Country Director, Indonesia (a.i.) Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law	৫৫
ভিয়েতনাম থেকে: Phạm Thị Hồng, Executive Director, CEDC, Ha Noi	৫৬
কেনিয়া থেকে: Joyce Nyaboga – Otieno, Senior Network Development Adviser, (Design and Infrastructure), Start Network	৫৭

নেপাল থেকে: Tilottam Paudel, President, Jagriti Child and Youth Concern Nepal (JCYCN) Executive Member, National Youth Council, Government of Nepal	৫৮
নেপাল থেকে: Abhinav Kumar Chaudhary, Chairman, Land Our Future	৫৯

গুণিজনের কথা

পারভিন মাহমুদ, নারী সংগঠক ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, দি ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ বাংলাদেশ (আইসিএবি)	৬১
হানিফ সংকেত, জাতীয় গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব	৬২
Dewan A H Alamgir, International Development Expert	৬৫
Sarwar Mahmud, Former chairman, National River Conservation Commission	৬৬
ড. তুহিন ওয়াদুদ, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর	৬৭
প্রফেসর ড. রায়হান হাবিব, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	৬৯
ড. মিজানুর রহমান নাসিম, সম্পাদক, মননরেখা	৭১
মাহবুব সিদ্দিকী, বিশিষ্ট নদী গবেষক ও লেখক	৭৩

ইএসডিও পরিবারের স্মৃতিচারণ

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, সাবেক চেয়ারম্যান, ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)	৭৬
মো. সফিকুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিষদ, ইএসডিও	৭৭
ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জ্বল, নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও	৭৮
ড. সেলিমা আখতার, অবৈতনিক পরিচালক (প্রশাসন) ইএসডিও ও অধ্যক্ষ ইকো কলেজ	৮২
Parimal Sarker, সাবেক উন্নয়ন কর্মী, ইএসডিও ও Portfolio Management Expert, ADB BRM & (Joint Secretary, on Lien Ministry of Public Administration.)	৮৫
মোঃ রেজাউল করিম, সাবেক সদস্য, সাধারণ পরিষদ, ইএসডিও (বর্তমানে নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত)	৮৮
জয়ন্ত কুমার বসু, উন্নয়ন সংগঠক, (ইএসডিও'র সাবেক উন্নয়ন কর্মী)	৮৯
যামিনী কুমার রায়, হেড অফ প্রোগ্রাম, ইএসডিও	৯১
মোঃ সৈয়দ আলী, হেড অফ ফিন্যান্স, ইএসডিও	৯৭
মো: আইনুল হক, হেড অফ ইনকুসিভ মাইক্রোফিন্যান্স, ইএসডিও	৯৯
কাজী মোঃ সেরাজুস সালেহীন, প্রকল্প সমন্বয়কারী ইএসডিও-গ্রাইড প্রকল্প	১০০
মো. আব্দুল মান্নান, প্রজেক্ট ম্যানেজার, ইএসডিও আইএসপি-সিএনও, এসপি ও জেএনও-ওয়াশ প্রজেক্ট	১০২

মোঃ মাহাবুবুল হক, হেড অফ প্রোগ্রাম, ইএসডিও ও প্রজেক্ট ম্যানেজার, সিএনএইচএ	১০৩
গোলাম ফারুক, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ইইপি, ইএসডিও	১০৫
মো: আল-আমিন, টেকনিক্যাল অফিসার, ইন্টিগ্রেটেড স্পন্সরশীপ প্রজেক্ট, জলঢাকা, নীলফামারী	১০৬
মো. আশরাফুল আলম, টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর ইসিডি, আইএসপি প্রজেক্ট, জলঢাকা, নীলফামারী	১০৮
বাবুল বণিক, হেড অফ প্রোগ্রাম (এগ্রিকালচার), ইএসডিও প্রধান কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও	১০৯
মো: লিটন, টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর, ইএসডিও-আইএসপি প্রোগ্রাম-সিএনও, জলঢাকা, নীলফামারী।	১১০
মো: মশিউর রহমান, হেড অফ প্লানিং এ্যান্ড ক্লাইমেট একশন, ইএসডিও	১১১
নিশি কান্ত রায়, টেকনিকেল কোর্ডিনেটর ইন্টিগ্রেটেড স্পন্সরশীপ প্রজেক্ট, জলঢাকা নীলফামারী	১১২
সজীব কুমার, উপজেলা কো-অর্ডিনেটর, ইন্টিগ্রেটেড স্পন্সরশীপ প্রজেক্ট, জলঢাকা, নীলফামারী	১১৩
মোহা: জেসমিন প্রধান, জেভার এন্ড ইনকুশন কো-অর্ডিনেটর ইন্টিগ্রেটেড স্পন্সরশীপ প্রোগ্রাম, জলঢাকা, নীলফামারী	১১৫
মো: আব্দুল মতিন, মনিটরিং, ইভালুয়েশন, একাউন্টবিলিটি এন্ড লার্নিং অফিসার ইএসডিও-এসআরএসপি প্রজেক্ট	১১৬
Shaswoto Zaman Team Leader Youth Engagement & ICT, ESDO	১১৭

ইএসডিও উন্নয়নের ধ্রুবতারা ১১৯

আলোকচিত্রে ইএসডিও

ইএসডিও'র বিগত ৩৬ বছরের ধারাবাহিক কিছু আলোকচিত্র	১৪৪
আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইএসডিও'র উপস্থিতি	১৬৪
ইএসডিও'র নিজস্ব স্থাপনা সমূহ	১৮৮
আলোকচিত্রে ইএসডিও'র কার্যক্রম	২০০
Our Supporters: আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা	২২৮



শুভ্ৰুচ্ছা বাণী:
বাংলাদেশ সরকার



ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ
উপদেষ্টা
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভচ্ছা বণী

ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র তিনযুগ পূর্তিতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ইএসডিও'র কার্যক্রমের সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিগত দুই দশকের অধিক সময় ধরে পরিচিত। বিশেষত: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ)'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকাকালীন ও পরবর্তী সময়ে আমি ইএসডিও'র মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছি।

সংস্থাটি বাংলাদেশের ৫৩টি জেলার ৪০৮টি উপজেলায় সরকার ও বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় মাইক্রোফিন্যান্স, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ নানামুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশ গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। বিশেষত: বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ইএসডিও'র কার্যক্রম ব্যাপক প্রশংসনীয়।

আমি ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র তিনযুগ পূর্তিতে সংস্থার সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই এবং সংস্থাটির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ)



জাকির আহমেদ খান

চেয়ারম্যান

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

শুভচ্ছা বর্ণি

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর অন্যতম সহযোগী সংস্থা ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) তিন যুগ পূর্ণ করলো। এ উপলক্ষ্যে আমি ইএসডিও'র সাধারণ পরিষদ, নির্বাহী পরিষদ, প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান-সহ সকল স্তরের উন্নয়নকর্মী, সকল কর্মসূচি সহযোগী ও উন্নয়ন সহযোগীদের প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাই। দেশের পিছিয়ে পড়া মানুষদের এগিয়ে নেয়ার ব্রত নিয়ে টেকসইভাবে কর্মরত একটি প্রতিষ্ঠানের তিন যুগ পূর্তি দেশের জন্যে একটি আনন্দের খবর। এ সাফল্য উৎসব করে উদযাপনযোগ্য।

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, পিকেএসএফ-এর হাত ধরেই ১৯৯১ সালে ইএসডিও'র প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। বিগত তিন যুগে ইএসডিও উত্তরের প্রান্তিক জেলা ঠাকুরগাঁও থেকে এর ঋণ কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত করে দেশের ১৯টি জেলার ৯৮টি উপজেলায় প্রসারিত করেছে। বর্তমানে সংস্থাটি ২.২১ লক্ষ আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের প্রত্যক্ষ উন্নয়নে নানান ধরনের সেবা দিচ্ছে। ১৯৯১ সনে পিকেএসএফ হতে মাত্র ৫০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে অর্থায়ন কার্যক্রম শুরু করে বর্তমানে ইএসডিও'র এ কার্যক্রমের বার্ষিক কলেবর দাঁড়িয়েছে ২০০০ কোটি টাকার বেশি। ঋণ কার্যক্রমের সুউচ্চ গুণগতমান বজায় রেখে দেশে পিকেএসএফ-এর আরো অন্যান্য সহযোগী সংস্থাদের মত ইএসডিও আর্থিক খাতে অনুকরণীয় সুউদাহরণ সৃষ্টি করেছে। এজন্যে আমি ইএসডিওকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাই। আর্থিক সেবার সাথে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্যে খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা, গর্ভবতী মা ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রউদ্যোগের ভ্যালু চেইনে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ কর্মকাণ্ডকে সংযুক্ত করার মাধ্যমে ইএসডিও সফলভাবে কাজ করছে যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

আমি ইএসডিও'র উত্তরোত্তর উন্নতি ও সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

Zakir Ahmed Khan
২০১২/২৮

(জাকির আহমেদ খান)



জালাল আহমেদ

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিএআরসি)

শুভচ্ছা বানী

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র তিনয়ুগ পূর্তিতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সংস্থাটি বাংলাদেশের ৫৩টি জেলার ৪০৮টি উপজেলায় এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থার অর্থায়নে দারিদ্র বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও পুষ্টিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সুনামের সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সমাজের পিছিয়ে পড়া ও অতি-দরিদ্র মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। ঠাকুরগাঁও জেলার জেলা প্রশাসক থাকাকালীন সময়ে ইএসডিও'র কার্যক্রম নিবিড়ভাবে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে।

এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেইপ) প্রকল্পের নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক থাকাকালীন সময়ে সেইপের আওতায় ইএসডিও বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক ট্রেনিং প্রশিক্ষণ সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করেছে এবং সেইপ থেকে 'Good Performance Award' অর্জন করেছে। আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, ইএসডিও বর্তমানে দেশের ২৯টি জেলায় বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এবং ইতিমধ্যে ষাট হাজারেরও অধিক যুব-তরুণের কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করেছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে সামাজিক সহায়তা সেবা, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, উন্নত কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরোধ, নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন, অধিকার এবং সুশাসন, অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিত্তহীন নারীদের উন্নয়ন ইত্যাদি প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে অগ্রণী ভূমিকা চালাচ্ছে তা খুবই প্রশংসনীয়।

আমি আশা করি ইএসডিও'র সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও কার্যকর পরিকল্পনা আগামীতে সুবিধাবঞ্চিত এ সব অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে এবং পাশাপাশি দরিদ্র মানুষের সার্বিক উন্নয়নকে আরো ত্বরান্বিত করে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

ইএসডিও'র তিনয়ুগ পূর্তিতে আমি ইএসডিও'র সুযোগ্য নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জ জামান ও সকল উন্নয়ন কর্মীবৃন্দকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

(জালাল আহমেদ)



মোঃ সাইদুর রহমান

সচিব

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভ্ছা বণী

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) জাতীয় পর্যায়ে একটি সুপরিচিত সংগঠন। ইএসডিও প্রতিষ্ঠার ‘তিনযুগ’ উদযাপন করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পুষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, অধিকার ও সুশাসন এবং খাদ্য নিরাপত্তার মতো জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়াবলিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে ইএসডিও’র কার্যক্রম।

পেশাগত দায়িত্বের অংশ হিসেবে আমি একাধিকবার ইএসডিও’র নানামুখী কার্যক্রম পরিদর্শন করেছি। তাদের কার্যক্রমের মান ও দক্ষতা প্রশংসার দাবিদার।

সংস্থাটির সাফল্যের মূল রূপকার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জ জামান-যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সংস্থার নিবেদিত প্রাণ উন্নয়ন কর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বহুবিধ কল্যাণমুখী কার্যক্রম সুবিধাভোগীদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।

ইএসডিও’র তিনযুগ পূর্তিতে আমি সংস্থার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি এবং ইএসডিও পরিবারের সকলকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(মোঃ সাইদুর রহমান)



মোঃ রেজাউল আহসান

(সাবেক সচিব)

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

শুভ্চ্ছা বণি

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) দেশের একটি শীর্ষ স্থানীয় বে-সরকারি উন্নয়ন সংস্থা। ইএসডিও বর্তমানে ঠাকুরগাঁও জেলাসহ বাংলাদেশের ৫৩ জেলার ৪০৮টি উপজেলায় বিভিন্ন দাতা সংস্থার অর্থায়নে বহুবিধ উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম সুনামের সাথে বাস্তবায়ন করছে। সংস্থাটি দীর্ঘদিন যাবৎ দেশের অর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে সামাজিক সহায়তা সেবা, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, উন্নত কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরোধ, নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, অধিকার এবং সুশাসন, অবকাঠামো নির্মাণ ও বিত্তহীন নারীদের উন্নয়নসহ ইত্যাদি প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রনী ভূমিকা রাখছে যা অত্যন্ত প্রশংসার দাবী রাখে।

সংস্থাটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) এর আর্থিক সহায়তায় ২০০৭ সাল থেকে Protection and Promotion of Human Rights (PPHR), ভেষজ বাগানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম, গ্রামীণ তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন তথ্য সেবা প্রদান, ষ্ট্রবেরী চাষের মাধ্যমে প্রান্তিক চাষীদের স্বাবলম্বীকরণ, কৃষি পণ্যের ভ্যালু চেইন কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গৃহস্থালি বর্জ্য থেকে জৈব সার (কেঁচো সার) উৎপাদন ও বিপণন, দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প ও টীজ (পনির) উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যতা হ্রাস কার্যক্রম, গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্প, আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি ও কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাত উজ্জীবন ঋণ প্রদান কার্যক্রমসমূহ অদ্যাবধি সুচারুভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

আমি বিশ্বাস করি ইএসডিও'র সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও কার্যকর পরিকল্পনা আগামীতে সুবিধাবঞ্চিত এ সব অঞ্চলের পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে এবং পাশাপাশি ইএসডিও দরিদ্র মানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ইএসডিও আগামী দিনে আরও ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। ইএসডিও'র সর্বসঙ্গী উন্নয়ন ও উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) প্রতিষ্ঠার ০৩ (তিন) যুগপূর্তিতে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জামান, ইএসডিও'র সকল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মী ও ইএসডিও'র সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর পক্ষ হতে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(মোঃ রেজাউল আহসান)



অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন
এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি

শুভ্ৰচ্ছা বাণী

দেশের দারিদ্রতা দূরীকরণ ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)-এর সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এমআরএর সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ‘ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)’ অন্যতম। ইএসডিও ২০০৮ সালে সনদ লাভের পর হতে দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ইএসডিওর ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কর্মসূচি আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা তৈরিতে অবদান রাখছে। এছাড়া হতদরিদ্রদের জন্য পরিচালিত ঋণ কর্মসূচি প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসহায় জনগণের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরনের আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা কর্মসূচি, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ উন্নয়ন ও চর্চা, মাদক বিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি, স্যানিটেশন ইত্যাদি কার্যক্রম দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে পরিচালনা করছে।

প্রান্তিক মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক সুরক্ষায় ইএসডিও আজ তিনযুগ পূর্তি উদযাপন করতে যাচ্ছে। ৩৬ বছর পূর্তিতে এমআরএর পক্ষ থেকে ইএসডিও-তে কর্মরত সকল নিবেদিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, সদস্য ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি ইএসডিওর কার্যক্রমের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ ও সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন)



মো: ইউনুছ আলী
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

শুভ্রচ্ছা বণী

ইএসডিও'র তিন যুগ পূর্তি উদযাপনের এই বিশেষ মুহূর্তে, আমি সংস্থাটির সকল সদস্য, অংশীদার এবং উপকারভোগীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ১৯৮৮ সালে যাত্রা শুরু করা ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) গত তিন যুগ ধরে বাংলাদেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে একাগ্রভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

১৯৯৩ সাল থেকে ইএসডিও'র উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (BNFE)-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে আসছে। বিশেষ করে ঝরেপরা শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি, প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বিস্তৃত করা এবং নারী শিক্ষার প্রসারে ইএসডিওর অবদান অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বর্তমানে সংস্থাটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আর্থিক সহায়তায় রাজশাহী, রংপুর এবং ঠাকুরগাঁও জেলায় ১১৮০ টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪১,৪০০ জন ঝরেপরা শিক্ষার্থীদেরকে পাঠদান দিয়ে আসছে। তাদের এই নিরলস প্রচেষ্টা আমাদের শিক্ষা খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৭ সালে (BNFE) থেকে জাতীয় পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বেসরকারি সংস্থা'র সম্মাননা অর্জন করেছে।

ইএসডিও'র কার্যক্রম শুধু আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেই সীমাবদ্ধ নয়। সংস্থাটির কার্যক্রম বাংলাদেশের ৫৩টি জেলায় ৪০৮ টি উপজেলায় সরকার এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও কৃষি, স্বাস্থ্য, কারিগরি প্রশিক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ পানীয় জল ও স্যানিটেশন, মাইক্রোফাইন্যান্সসহ নানামুখি বিশেষায়িত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে যা এসডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

তিন যুগ সফল পথচলায় ইএসডিও যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তা অন্যান্য সংস্থাসহ সবার জন্য অনুকরণীয়। আমি আশা করি, সংস্থাটি ভবিষ্যতেও সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ চালিয়ে যাবে এবং আরও বড় সাফল্য অর্জন করবে।

ইএসডিও'র তিনযুগ পূর্তিতে আমি সংস্থার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে,

(মো: ইউনুছ আলী)



মোঃ আনোয়ার হোসেন
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভ্রচ্ছা বাদী

‘ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)’ সংস্থাটি এদেশের উন্নয়ন ধারাকে গতিশীল ও কার্যকর করার জন্য সরকার এবং এনজিও যৌথভাবে কাজ করার সদিচ্ছা, পারস্পারিক সহযোগিতা এবং আন্তঃসম্পর্ক, সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, শুদ্ধাচার রীতি চর্চা করে থাকে। সংস্থার তিনয়ুগ পূর্তিতে একটি সুভেনিয়র প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দেশের সার্বিক উন্নয়নে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহের অবদান অপরিসীম। বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, সংস্কৃতি, নারীর ক্ষমতায়ন, সার্বিক সাক্ষরতা কার্যক্রম, টিকাদান, এইচআইভি এইডস, সচেতনতা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, শিশু অধিকার সুরক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ, দুর্যোগ মোকাবিলা, সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা প্রশংসার দাবীদার। আমি আশাকরি, তাদের সুভেনিয়র সরকারি-বেসরকারি স্বচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ ও তাদের উপকারভোগীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাজে সহায়ক হবে এবং সরকারের এসডিজি গোল ২০৩০ বাস্তবায়নে ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।

আমি “ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)” প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ আনোয়ার হোসেন)



মোঃ ফজলুল কাদের

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

শুভচ্ছা বণি

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সনে। ইএসডিও পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসাবে কাজ শুরু করে ১৯৯১ সনে অর্থাৎ ইএসডিও পিকেএসএফ-এর প্রথম দিকের একটি সহযোগী সংস্থা। আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, পিকেএসএফ-ই ইএসডিওর প্রথম উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং ইতোমধ্যে ইএসডিও ৩৬ বছর সুনামের সাথে অতিক্রম করেছে।

পিকেএসএফ থেকে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করেছিল ইএসডিও। কালের পরিক্রমায় আজ সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি ১১৬৯ কোটি টাকারও বেশি। পিকেএসএফ ইএসডিও-কে জাগরণ, অগ্রসর, বুনিনাদ, সুফলন, সাহস, সমৃদ্ধি, লিফট, এলআইসিএইচএসপি, পেইস লিজিং ফাইন্যান্সিং, স্যানিটেশন উন্নয়ন ঋণ-এর আওতায় মোট ১১৫২ কোটি টাকারও বেশি ঋণসহ অন্যান্য অ-আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। সংস্থাটি উক্ত অর্থ ঘণায়মান তহবিল হিসেবে ব্যবহার করে ৯০৬৪ কোটি টাকারও বেশি জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ১,৬২,৬২৮ জন বিত্তহীন মানুষকে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করেছে।

ক্ষুদ্রঋণের সাথে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের বিভিন্ন অনুসঙ্গকে সংযুক্ত করে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পিকেএসএফ কাজ করেছে। সেই ধারাবাহিকতায় ইএসডিও পিকেএসএফ-র সহায়তায় দরিদ্রদের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিসহ বিভিন্ন আর্থিক এবং অ-আর্থিক সেবা প্রদান করেছে যার মধ্যে গবাদিপশু সুরক্ষা সেবা কার্যক্রম (LRMP); নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প; 'ইকোলজি বান্ধব নিরাপদ সবজি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ' ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প; 'উচ্চ মূল্যের ফল-ফসলের জাত সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ' শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প; 'দেশের উত্তরাঞ্চলে টিউলিপ ফুল চাষ সম্প্রসারণের উপযোগীতা নির্ণয়' শীর্ষক ভ্যালু চেইন পাইলট প্রকল্প; Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP-EU); 'অতিদরিদ্র খানা পর্যায়ে উন্নত জাতের ল্যান্স উৎপাদনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প; কৈশোর কর্মসূচি; সমন্বিত কৃষি ইউনিট; তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস সৃষ্টি শীর্ষক প্রকল্প; দারিদ্র্যতা দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচি; প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; সম্প্রসারিত কমিউনিটি জলবায়ু পরিবর্তন প্রকল্প বন্যা ও খরা; বাংলাদেশ মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (BD Rural WASH) প্রকল্প; রিকভারি এন্ড এ্যাক্সেসমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট (রেইজ) প্রকল্প; SMART এর আওতায় Eco-Friendly construction Materials Project এবং ফ্লিস ফর এম্প্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)-এর আওতায় কর্মক্ষম যুব সমাজের দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সুনামের সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। দেশের বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের মঙ্গা এখন ইতিহাস। সফলভাবে মঙ্গা দূর করতে পিকেএসএফ-র সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইএসডিও-র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।

অর্থায়ন কার্যক্রমের সাথে সাথে সংস্থাটি অন্যান্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বহুমুখী দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আগামী দিনগুলোতে দারিদ্র্য বিমোচনে ইএসডিও আরো কার্যকর অবদান রাখবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

ইএসডিও-র ৩৬ বছর পূর্তিতে আমি সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আগামী দিনে দেশে উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ইএসডিও বাতিঘরের মতো সু-উদাহরণ হয়ে উঠবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

(মোঃ ফজলুল কাদের)



বিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মিজানুর রহমান
এনডিসি প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা
প্রতিরক্ষা শাখা, বাংলাদেশ দূতাবাস, প্যারিস, ফ্রান্স

শুভচ্ছা বাণী

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)-এর আসন্ন ৩৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আনন্দঘন মুহূর্ত এবং এই গৌরবময় দিনে আমি সংস্থার কর্ণধার, সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ ও এর সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। একইসাথে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সংস্থাটির প্রাক্তন, প্রয়াত ও জীবিত সকল সদস্যদের যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মত্যাগে বলীয়ান হয়ে ইএসডিও আজ তার গৌরবোজ্জ্বল ও সম্মানজনক বর্তমান অবস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে। ইএসডিও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) অনুসরণ করে এবং উন্নয়নের বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে যে উচ্চমানের সফলতা অর্জন করেছে তা সকল মহলে ভূয়সী প্রশংসার দাবিদার।

ইএসডিও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের মাধ্যমে দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত সমাজ গঠন, সামাজিক উন্নয়নে অংশীদার, বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন এবং নেটওয়ার্কিং খাতে বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করে যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে তার মূল দিক নির্দেশক ও পরিকল্পনাকারী হিসাবে আপনার অবদান সর্বদাই প্রশংসনীয়। এছাড়াও সংস্থার সকল পর্যায়ের সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে অংশীদারি, বনায়ন ইত্যাদিতে ইএসডিও উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছে, যা উত্তরবঙ্গের তথা ঠাকুরগাঁয়ের পুণ্যভূমিতে আপনার সুদূরপ্রসারী ও উপযুক্ত পরিকল্পনা ও নেতৃত্বে বেড়ে আজ মহিরুহ হওয়ায় আমি অন্যান্যদের ন্যায় একজন সাধারণ ঠাকুরগাঁওবাসী হিসেবে অত্যন্ত গর্বিত ও আনন্দিত।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর গৌরবময় ও মহতী এই দিনকে লক্ষ্য করে ইএসডিও তার অর্জিত এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা ভবিষ্যতেও বজায় রাখবে বলে আমি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করছি। পরিশেষে ইএসডিও-এর সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সদস্যদের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি। মহান আল্লাহ্‌তায়ালার আমাদের সকলের সহায় হউন। আমিন।

(মোঃ মিজানুর রহমান)



ইশরাত ফারজানা
জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও

শুভ্ৰচ্ছা বাণী

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র প্রতিষ্ঠার তিনযুগ উদযাপন করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

ইএসডিও দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বিশেষ করে ঠাকুরগাঁও জেলা ও উত্তরবঙ্গসহ দেশের ৫৩টি জেলার ৪০৮টি উপজেলায় বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে বহুবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে যা প্রশংসনীয়। আমি বিশ্বাস করি, এ ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

ইএসডিও প্রতিষ্ঠার তিনযুগ পূর্তির এই শুভক্ষণে ইএসডিও'র সাধারণ পরিষদ, নির্বাহী পরিষদ, প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালকসহ উন্নয়ন কর্মী, উপকারভোগী ও উন্নয়ন সহযোগীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিবাদন। আমি ইএসডিও'র উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করি।

(ইশরাত ফারজানা)



শেখ জাহিদুল ইসলাম, পিপিএম
পুলিশ সুপার, ঠাকুরগাঁও

শুভচ্ছা বাণী

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) গত ৩৬ বছর ধরে বাংলাদেশের ৫০টি জেলায় উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের দারিদ্র্যপীড়িত অবহেলিত জনগণের পাশে যেভাবে আর্থ-সামাজিক সহায়তা, খাদ্য, নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, কিশোর-কিশোরীদের সংগঠিত করে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন, কৃষকদের মধ্যে উন্নত কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম প্রতিরোধ, অধিকার ও সুশাসন ইত্যাদি প্রকল্পসহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্ম এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।

উত্তর জনপদের জেলা ঠাকুরগাঁও-এ ইএসডিও ৩ এপ্রিল ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীতে এর কার্যক্রমের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার মতো প্রচলিত উন্নয়ন কার্যক্রমের বাইরে ইএসডিও'র নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ড, যেমন: লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য যাদুঘর, ইকো পাঠশালা ও কলেজ এলাকাবাসীর নজর কেড়েছে।

৩৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই শুভলগ্নে ইএসডিও'র প্রতিষ্ঠাতা নিবাহী পরিচালকসহ ইএসডিও'র সংশ্লিষ্ট সকলকে ঠাকুরগাঁও জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

(শেখ জাহিদুল ইসলাম, পিপিএম)



Md. Anisul Wahab Khan

Project Director

Promoting Resilience of

Vulnerable through Access to

Infrastructure, Improved Skill and Information

(PROVATⁱ³) Project

LGED, Dhaka, Bangladesh

MESSAGE

Heartfelt congratulations to ESDO on 36 years of extraordinary dedication to uplifting vulnerable communities, particularly in the north-central region of Bangladesh. Over these decades, ESDO has firmly established itself as a transformative force, empowering marginalized groups and driving sustainable development.

Our partnership with ESDO under the PROVATⁱ³ project has been highly productive. Together, we have achieved significant progress in vocational skill-building for youth in the Teesta-Brahmaputra River basin and in transforming the livelihoods of LCS households through the GALS approach. These achievements are a testament to ESDO's innovative, flexible, and dynamic management, which consistently delivers meaningful and lasting results.

Under the exemplary and visionary leadership of Dr. Md. Shahid Uz Zaman, ESDO has become an invaluable partner to the government, as well as national and international development agencies, exemplifying strategic excellence and unwavering commitment.

As we celebrate this remarkable milestone, we honour ESDO's enduring legacy and look forward to its continued contributions toward building a brighter, more equitable, and sustainable future for all.

(Md Anisul Wahab Khan)



শুভ্রচ্ছা বানী
জাতিসংঘ



Investing in rural people

21 March 2024

Subject: My Recent Visit to Thakurgaon

Shahid,
Dear Dr Zaman,

I am writing to express my sincere thanks to you and your amazing team for hosting such a scintillating visit for me and my family this week. It was indeed a pleasure for me, and more so for my family, to witness some of the amazing initiatives ESDO is implementing and changing the lives of thousands of people in so many ways.

As I prepare myself to embark onto the next chapter of my professional life, this visit allowed us to create lifelong memories, which will be cherished very dearly by all of us. The sites we visited, and the activities which were shown to us, are a true testament of how passionate and driven the entire ESDO team has been in ensuring that you are delivering the impacts in some of the most vulnerable areas and communities. I am sure that your work will always be considered as an example by the Bangladesh country programme of IFAD.

Lastly, please extend our sincere thanks and appreciation to your wonderful team, who had worked relentlessly, during this holy period of Ramadan, and have made us feel at home throughout this time.

Thank you,

Arnoud Hamelers
Country Director, Bangladesh
Asia and the Pacific Division
Programme Management Department

Dr. Md. Shahid Uz Zaman
Executive Director
Eco Social Development Organization
Dhaka, Bangladesh



Bangladesh Office: House - 74, Road - 18, Block - J, Banani, Dhaka - 1213, Bangladesh
Tel. +88 09609 140140;
International Fund for Agricultural Development Via Paolo di Dono, 44 00142 Rome, Italy
Tel.: +39 06 54591 Fax: +39 06 5043463 E-mail: ifad@ifad.org Web site: www.ifad.org



Sarder M. Asaduzzaman

Assistant Resident Representative

UNDP Bangladesh

Message

On the auspicious occasion of the 36th founding anniversary of the Eco-Social Development Organization (ESDO), I convey my heartfelt congratulations and warmest wishes to the entire ESDO team.

ESDO has been at the forefront of transformational change for over three decades, steadfastly addressing the challenges of poverty, social inequality, and environmental sustainability. Your relentless dedication has significantly contributed to Bangladesh's advancement toward achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), empowering countless individuals and fostering resilience in vulnerable communities.

The longstanding partnership between UNDP Bangladesh and ESDO exemplifies the power of collaboration in driving meaningful impact. You have championed inclusive development, strengthened community capacities, and introduced innovative solutions for sustainable progress. ESDO's commitment to people-centered approaches and its pioneering efforts continue to set benchmarks for development excellence.

As ESDO embarks on its next chapter of growth and impact, I am confident that your work will continue to inspire, innovate, and transform lives, paving the way for a more equitable and prosperous future.

Congratulations once again on this remarkable milestone. May your journey ahead be as impactful as the legacy you have built over the past 36 years.

(Sarder M. Asaduzzaman)



Syeda Munira Sultana

National Project Coordinator

International Labour Organization (ILO), Bangladesh

Message

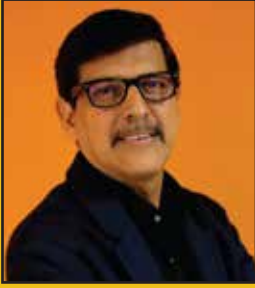
ESDO holds a special place in my heart, as their commitment to socio-economic development and human rights is truly inspiring. I have been fortunate to support their mission of empowering communities through my professional roles with various UN agencies, such as IOM and ILO.

My relationship with ESDO began over two decades ago, and I have always admired their dedication to creating lasting impact, often quietly transforming the lives of millions. Most recently, I had the privilege of working with ESDO on a successful project to eliminate child labor in Thakurgaon, which stands as a model of community-driven change. I deeply value my collaboration with ESDO and hope to continue contributing to their efforts to bring about meaningful change in Bangladesh.

(Syeda Munira Sultana)



শ্রুতচিহ্ন বানী
অন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী
ও উন্নয়ন সহযোগী



Ram Das
Country Director
CARE Bangladesh

Message

It is my great pleasure to congratulate one of CARE Bangladesh's longest standing partners Eco-Social Development Organization (ESDO) on their 36th Anniversary. CARE and ESDO began their journey 26 years back with the in July 1998 with began its journey with RSTP project.

He highlighted youth as key to shaping the future and reaffirmed ESDO commitment to empowering young voice in climate action social justice, and workforce development for a sustainable future.

Since its establishment in 1988, ESDO has set a benchmark for themselves to advocate for sustainable development. They continue to show their commitment to building a sustainable, secured, and resilient livelihood for the underprivileged communities in the country. ESDO's growth from a humble organization working in the north to expanding to most parts of the country is a testament to their commitment.

CARE has partnered with ESDO in several projects in areas of livelihood improvement, poverty eradication, women empowerment, disaster mitigation, climate action, youth engagement, emergency response and more. This partnership has ensured extensive transformation of the hard-to- reach communities, while empowering them with knowledge of social and economic rights through self-reliance and community-led development initiatives.

On this special occasion, I extend my heartiest congratulations to the ESDO team for their dedication, resilience, and passion to serve. We look forward to continuing this journey together, strengthening our partnership to build a brighter future for the communities we serve.

Congratulations on 36 years of legacy and best wishes for the years to come!

(Ram Das)



Kabita Bose

Country Director

Plan International Bangladesh

Message

On behalf of Plan International Bangladesh, I am delighted to congratulate the Eco-Social Development Organization (ESDO) on its 36th anniversary. Over these past decades, ESDO has exemplified dedication to humanitarian and development work, driving progress across communities through innovation and unwavering commitment.

Since its founding in 1988, ESDO has tirelessly supported marginalized communities in northern Bangladesh, helping build a fairer and more inclusive society. Today, ESDO stands as a trusted partner for international NGOs and development organizations, inspiring positive change throughout Bangladesh.

More than 86 years, Plan International has been working with children and girls in over 80 countries to help create a world where we are all equal. We are honored to partner with ESDO in Rangpur, Thakurgaon, Nilphamari, Jhalokhati, and Lalmonirhat districts collaborating on over 15 impactful projects together. These include the Integrated Sponsorship Programme, projects on adolescent well-being, and numerous initiatives focused on education, health, and child protection. Together, we have implemented vital programs like Joint Action for Nutrition Outcomes (JANO), Empowering Adolescent Girls to End Child Marriage (EAGECM), and Quality Inclusive Education and Sexual Reproductive Health rights Project (QIESDP).

On this special occasion, I want to extend my best wishes to ESDO's leadership and team. We look forward to a continued partnership built on shared vision and commitment to a brighter, equitable and more inclusive future for all.

(Kabita Bose)



Hasin Jahan

Country Director

WaterAid Bangladesh

Message

On behalf of WaterAid Bangladesh, I extend our warm congratulations to ESDO on their 36th Anniversary.

Over the years, ESDO has demonstrated exceptional leadership and innovation in addressing critical challenges, particularly in the areas of WASH (Water, Sanitation, and Hygiene), environmental conservation, health, education, and livelihood development. Their efforts have not only transformed individual lives but have also contributed significantly to building resilient communities across the country. We are particularly proud to collaborate with ESDO, particularly on strengthening public sanitation services and public service delivery in Bangladesh's Integrated Water Resource Management (IWRM) and Solid Waste Management (SWM) sectors. This partnership reflects ESDO's unwavering commitment to fostering sustainable solutions for some of the most pressing issues faced by vulnerable populations.

Heartiest congratulations once again to ESDO on celebrating their impactful work! Their unwavering commitment to empowering communities, advancing WASH services, and addressing climate challenges has been truly transformative.

Wishing ESDO continued success in the years ahead. Together, we will keep making a difference!

(Hasin Jahan)



Shameema Akhter Shimul
Regional Coordinator
Enfants du Monde (EdM)

Message

We extend our heartfelt respect and warm congratulations to all the founders, members, staff, and well wishers of ESDO, who have contributed to the remarkable journey of this organization over the past thirty Six years.

For the last 36 years, ESDO has been dedicated to poverty alleviation, education, healthcare, women's empowerment, and various developmental initiatives with unwavering commitment and determination. This extraordinary journey of progress and impact is truly commendable and inspiring.

Your relentless efforts have significantly advanced the development path of Bangladesh. We firmly believe that ESDO will continue to expand its initiatives in the coming years, making meaningful contributions to improving lives and creating lasting change.

On behalf of Enfants du Monde, we extend our sincere best wishes and congratulations to the ESDO family. **May ESDO's future be bright and prosperous!**

(Shameema Akhter Shimul)



Dora Chaudhuri
Country Director
HEKS/EPER

Message

It is with pleasure I write this note to congratulate Eco-Social Development Organization (ESDO) on completing 36 years in the development sector. ESDO has been a long-standing and trusted partner of HEKS Bangladesh, and we acknowledge their dedication to our shared vision, notably in championing inclusive growth, addressing critical socio-cultural and economic challenges and empowering communities. Together, we have witnessed the transformative impact of ESDO's work on the countless lives it has touched.

As ESDO celebrates this landmark achievement, we reaffirm our shared commitment towards sustainable development and social justice.

Over the years, ESDO has steadfastly dedicated itself to improving the well-being of the vulnerable and marginalised communities including the plainland ethnic minorities and the Dalits. With its diverse programs in poverty alleviation, education, health, environmental sustainability and humanitarian assistance, ESDO has established a reputation for excellence, transparency, and meaningful impact.

We look forward to ESDO's continued success and extend our warmest wishes for further accomplishments in the years ahead.

Warm regards.

(Dora Chaudhuri)



Abdul Hamid
Country Director
EDUCO Bangladesh

Message

Warm congratulations to ESDO on their 36th Anniversary of operations in Bangladesh. Over the last 30 years, I, personally know the ESDO and have been witnessing their remarkable growth and success – It’s amazing. ESDO is a highly valued and dedicated partner of EDUCO, as our partnership is based on a deep mutual respect and shared passion for transforming the lives of children and communities we work alongside. We applaud their unwavering commitment and the exceptional leadership and vision they show on all facets of their work. Best wishes ESDO!!

(Abdul Hamid)



Mizanur Rahman Bhuiyan

Country Director

Stromme Foundation Bangladesh

Message

On behalf of Stromme Foundation Bangladesh, I extend my heartfelt congratulations to Eco-Social Development Organization (ESDO) on reaching the remarkable milestone of 36 years of impactful service in Bangladesh. This is not just a celebration of years, but a celebration of the unwavering commitment, tireless efforts, and exemplary achievements that ESDO has demonstrated in uplifting the lives of the poor and marginalized communities.

Since its inception in 1988, ESDO has remained a persistent advocate for sustainable development. For over three and a half decades, ESDO's unwavering commitment to building a sustainable, secured, and resilient livelihood for the underprivileged has set a benchmark in the field of community development. Your efforts to empower communities in the most underserved regions have not only brought transformative changes but also fostered an environment of ownership and participation. You are now a beacon of hope for the poor and marginalized people.

As a trusted partner of Stromme Foundation, ESDO implements the 'Socio Economic Empowerment with Dignity and Sustainability (SEEDS)' program using a rights-based approach. The SEEDS empowers marginalised communities to realise their social and economic rights through self-reliance and community-led development. Sustainable community structures are established to improve access to education, enhance incomes and create jobs for youth. Your exemplary work with Stromme Foundation in the areas of livelihood improvement, youth employment, education, back to school, early childhood development, adolescents & women's empowerment, and community engagement reflects a deep-rooted commitment to ensuring holistic development and people's ownership to positive change.

On this special occasion, we commend the entire ESDO team for their dedication, resilience, and passion to serve. We look forward to continuing this journey together, strengthening our partnership to build a brighter future for the communities we serve.

Congratulations on 36 years of excellence and best wishes for the years to come!

(Mizanur Rahman Bhuiyan)



Sumitra Mukherjee

Operations Director Asia Region and
Country Director Bangladesh

Message

On behalf of the Danish Refugee Council (DRC), I extend our heartfelt respect and warm congratulations to ESDO on its remarkable 36-year journey. This milestone is a testament to the dedication, vision, and tireless efforts of ESDO's incredible legacy.

Since July 2021, DRC has been privileged to collaborate with ESDO on impactful initiatives such as zero-waste management, circular economy, waste-related livelihood development, alternative livelihoods, and CBO development. ESDO's groundbreaking innovations, such as black soldier fly cultivation and pioneering floor mat production through waste recycling in the Rohingya camps, are a testament to its commitment to sustainable and transformative solutions. Together, ESDO and DRC have successfully enhanced livelihoods and strengthened climate resilience among community groups through innovative waste management practices.

ESDO's multidimensional expertise and its ability to deliver high-quality projects efficiently on the ground have consistently stood out. Currently operating in 53 districts across Bangladesh and 8 camps in Cox's Bazar, ESDO continues to exemplify excellence in addressing diverse community needs.

I wish ESDO continued success and expansion, bringing its invaluable contributions to even more communities across the nation.

Warm regards,

(Sumitra Mukherjee)



Solidaridad

Selim Reza Hasan
Country Manager- Bangladesh
Solidaridad Network Asia

Message

Eco-Social Development Organization (ESDO) is one of the pioneering organization contributing to the social, economic and environmental development in Bangladesh. Under the stewardship of Dr. Md. Shahid Uz Zaman, ESDO has been playing a pivotal role to address poverty, and improving social and economic justice for the farmers, workers and the small entrepreneurs. The key approach of the organization is to improve livelihood resiliency of the rural and urban poor, especially targeting women and youth through creating income and employment opportunities.

Through promoting nature based and climate smart economic model, ESDO is improving the living conditions of the farmers and workers in agriculture and other economic sectors. This has been contributing not only on the economic benefits, but also impacting on the overall social and environmental wellbeing for of the families and the communities. The organization is addressing social and economic inequality through leveraging investment in education and capacity development support to graduate millions of households out of poverty and giving them a dignity of life.

ESDO has developed numerous innovating economic models for improving the agricultural productivity and small businesses those are creating enterprises and green jobs. One of very important contribution of ESDO is to improve livelihood resiliency of the economic distress people through sustainable financing.

Solidaridad Asia is proud of working with ESDO to promote sustainable agricultural production practices and to develop inclusive supply chain and fair value distribution among farmers, workers and the market actors. Together with, we are promoting supply chain governance to have shared benefits for the producers, entrepreneurs and the supply chain actors. We are working with the farmers'/workers and their associations, private sector and industry associations, research agencies, and the relevant local and national authorities for the adoption of sustainable agricultural/industrial practices. Our collective work has been contributing to reduced inequality and poverty, through inclusive and systemic transformation of the local supply chains that enable sustainable livelihoods of the farmers and workers, and women and youth are increasingly having decent green jobs.

We look forward the togetherness with ESDO to scale the inclusive economically and environmentally sustainable solutions in the agricultural and industrial landscape for the prosperity of the farmers, workers and the enterprises.

(Selim Reza Hasan)



Nurun Nahar

Country Director

Heifer International Bangladesh

Message

On behalf of Heifer International Bangladesh, I would like to extend our warmest congratulations to you on the momentous occasion of your 36th anniversary. This milestone is a testament to the incredible dedication, resilience, and tireless work you have done over the years to uplift communities, drive meaningful change, and create a lasting impact across the country.

For more than three decades, ESDO has been a beacon of hope, inspiring change and advocating for the rights and well-being of the most vulnerable. The work you do has touched countless lives, and your commitment to building sustainable solutions to complex challenges is truly admirable. We, the Heifer International Bangladesh have been privileged to work alongside you, and we value the enduring partnership that has grown between our organizations over the years.

Together, we have accomplished so much, from improving smallholder farmer livelihoods, reducing hunger and poverty, to promoting social equity and addressing climate change. Our collaboration has been built on shared values and a common vision for a better future. The synergy between our teams has been instrumental in achieving impactful results, and we look forward to continuing this journey together, deepening our cooperation and expanding our collective efforts to address the evolving needs of the communities we serve.

As you celebrate this significant anniversary, I want to recognize not only the milestones you have achieved but also the passion and commitment of your entire team. It is your hard work, vision, and dedication that have made this work possible, and I am confident that the next 36 years will see even greater success.

Once again, congratulations on your 36th anniversary, and thank you for your partnership. We look forward to continuing our shared mission to create a more just, inclusive, and sustainable world for all.

With warmest regards and best wishes for the future.

(Nurun Nahar)



PATHFINDER

Md. Mahbub ul Alam

Country Director

Pathfinder International, Bangladesh

Message

I would like to express my heartfelt congratulations to Eco-Social Development Organization (ESDO) for completing their incredible thirty-six years' journey of serving marginalized communities in Bangladesh. ESDO stands as a pioneering force in Bangladesh's socioeconomic and climate-cultural development landscape, tirelessly championing in women empowerment, expanding economic and livelihood options, improving health services and service seeking behavior, climate resilience, disaster risk reduction, youth leadership and others. ESDO's journey from its foundation to becoming a leading force for sustainable development remains as a beacon of inspiration for all those who have committed to ensure economic, environmental, and social justice for the people of Bangladesh.

Since its inception, ESDO has been at the forefront to address multifaceted complex challenges and has expanded its reach into critical sectors such as health, education, economic empowerment, and community development. Their community-based initiatives emphasizing young people's engagement and enhancement of their knowledge, skills and agency greatly contribute to the development agendas of many international organizations including Pathfinder International.

Pathfinder International has been a long-standing partner of ESDO and collaborated in several transformative and enduring initiatives in Bangladesh including the USAID Shukhi Jibon project that focused on locally led, equitable and innovative activities to increase young people's agency towards preventing child marriage, improving access to better sexual and reproductive health, and changing community norms. Our partnership is built on shared values and visions, and it underscores our mutual commitment to enhancing the quality of life for individuals and ensuring that development is both inclusive and sustainable.

Over last five decades, there were many organizations worked for the development now visible in Bangladesh and, among them, ESDO's contribution to uplift the lives of the millions especially in the northern parts of Bangladesh is simply remarkable. Let this anniversary commemorate the achievements, renew the ambitions, energize the spirits, and enliven stronger partnerships for the path ahead. Let's continue to strive together for a world where development and sustainability go hand in hand, creating lasting benefits for generations to come.

(Md. Mahbub ul Alam)



Sajid Raihan
Country Manager
Start Fund Bangladesh

Message

On behalf of Start Bangladesh, I would like to extend our heartfelt congratulations to the entire ESDO team on the occasion of your 36th anniversary. Over the years, ESDO has made a significant impact in fostering sustainable development and empowering communities across Bangladesh, and we deeply admire your dedication to positive change.

Your commitment to improving the lives of marginalized communities, advocating for social justice, and promoting environmental sustainability continues to inspire all of us in the development sector. We are proud to stand alongside ESDO as partners in building a better, more equitable future for all.

We look forward to further collaboration and wish you many more years of success, growth, and meaningful contributions to society.

Warm regards,

(Sajid Raihan)



Riad Imam Mahmud

Co-Founder Country Director
Expansion and Innovation
Max Foundation Bangladesh

Message

Since its inception in 1988, Eco-Social Development Organization (ESDO) has been a beacon of hope and transformation for the marginalized populations of Bangladesh. Its unwavering commitment to holistic development across diverse areas—ranging from health, education, nutrition, and water and sanitation to livelihood, skill development, and human rights—continues to make a remarkable impact. ESDO's dedication to building an equitable society free from poverty is truly inspiring.

Max Foundation has had the privilege of working with ESDO since 2011, starting with a WASH and health project in the remote islands of the Padma River in Chapainawabganj. Together, we expanded our efforts to Kurigram municipality, where we served 22 slums and urban communities, ensuring sustainable maternal and child care, hygiene promotion, sanitation, and access to piped water supply for slum dwellers. In 2023, our partnership further evolved with the implementation of the Max Healthy Villages approach in Lalmonirhat municipality and its surrounding rural areas, a journey that will continue until 2026.

Our collaboration with ESDO has been a rewarding experience, especially in advancing innovative solutions for child health through the empowerment of young women entrepreneurs. ESDO's dedication to creating lasting change resonates deeply with Max Foundation's mission.

On behalf of Max Foundation, we extend our heartfelt congratulations to ESDO on its 36th anniversary. We wish ESDO continued success and growth in its incredible journey of serving those in need and making a profound difference across Bangladesh.

Warm regards,

(Riad Imam Mahmud)



Md. Wahidul Amin
Country Coordinator
HarvestPlus Bangladesh

Message

It is with great pleasure and honor that I congratulate Eco-Social Development Organization (ESDO) to celebrate its three-decade milestone.

HarvestPlus strategy to increase biofortification worldwide is based on partnerships. We work with thousands of partners worldwide in a variety of industries who are all committed to enhancing the livelihoods, health, and nutrition of marginalized rural and urban people. We have greatly increased the production and distribution of biofortified crops through strong research relationships with national agricultural research and extension systems (NARES) and CGIAR crop breeding institutions, as well as strategic partnerships with governmental, corporate, and civil society players. The commitment and enthusiasm of our team members, partners, donors, and supporters is evident in this success.

We appreciate the HarvestPlus-ESDO partnership in the project “Realizing Gender Equality, Attitudinal Change and Transformative Systems in Nutrition” for improved nutrition, nutrition-related rights and gender equality for the poorest and most marginalized people, especially women, adolescent girls and children under 5 years of age. We are grateful for the significant progress we have made in advancing our purpose over the years together. There are many opportunities to increase impact and improve the lives of millions of people in the future, fostering additional innovation and realizing our goals of reducing global malnutrition.

I am confident that together, we can continue to impact significant nutritional improvements of vulnerable people in Bangladesh.

(Md. Wahidul Amin)



Zareen Khair, Ph.D

Country Director

Muslim Aid-UK Bangladesh Country Office

Message

As the Eco-Social Development Organization (ESDO) proudly celebrates its 36th anniversary, we take a moment to reflect on the extraordinary journey that has shaped our mission and impact. For over three decades, ESDO has been a trailblazer in driving social and environmental change, tirelessly working to uplift marginalized communities and build a brighter future where sustainability and social justice are intertwined.

From leading the way in eco-friendly solutions to empowering communities through education, healthcare, and economic opportunities, ESDO's steadfast dedication to creating a more equitable and sustainable world has touched and transformed countless lives. This milestone is not just a celebration of the past, but a powerful reaffirmation of our commitment to a better tomorrow.

We extend our deepest gratitude to our partners, supporters, and the vibrant communities we serve, whose trust and collaboration have been the foundation of our success. Together, we are making lasting change-one that will continue to inspire future generations to act with compassion, resilience, and hope.

Here's to 36 years of meaningful impact, and to countless more years of growth, innovation, and shared success. Congratulations, ESDO, for your enduring vision and invaluable contributions that continue to shape a better world for all!

(Zareen Khair, Ph.D)



Md. Farhad Zamil
Executive Director
Sustainable Agriculture Foundation Bangladesh
(SAF Bangladesh)

Message

It is my privilege to extend our warmest congratulations to the Eco-Social Development Organization (ESDO) on celebrating the remarkable milestone of its 30th anniversary! This celebration not only marks three decades of dedicated service but also stands as a testament to ESDO's lasting impact on the communities it serves. Your steadfast commitment to agriculture and rural development, poverty alleviation, education, health, nutrition and community empowerment has set a commendable benchmark in the development sector, inspiring countless others to pursue meaningful change.

Our former organization, Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture Bangladesh (SFSA Bangladesh), partnered with ESDO in 2018 with the launch of Surokkha project, aimed at promoting weather-based crop insurance for smallholder farmers in the north-west region of Bangladesh. This was followed by further partnerships on two transformative projects: the Farmers' Hub Agri Marketing Enterprises (FHAME) in 2020, and the Nutrition in City Ecosystem (NICE) project in 2021. Our renewed organization, Sustainable Agriculture Foundation Bangladesh (SAF Bangladesh), continues this commitment and collaboration to this day.

We are proud to stand alongside ESDO in advancing climate-smart solutions in agriculture, nutrition, and food systems. Together, we have made strides toward our shared vision of resilient and prosperous communities, and we look forward to many more years of impactful collaboration.

Congratulations once again on this exceptional milestone. I wish ESDO continued success in all its future endeavors.

(Md. Farhad Zamil)



Wahida Anjoom

Country Coordinator

FINISH Mondial

WASTE advisers on urban environment and
development

Message

On behalf of the FINISH Mondial Bangladesh team, I extend my sincere congratulations to ESDO and its dedicated team on the remarkable achievement of thirty years of unwavering service to the people of Bangladesh.

For three decades, ESDO has exemplified leadership in community development, demonstrating an extraordinary commitment to driving sustainable and impactful change across critical sectors, including health, education, and social empowerment. Your resilience and dedication have not only elevated the standard of development work but have also significantly improved the lives of countless individuals and families.

The partnership between ESDO and FINISH Mondial has been pivotal in addressing Sustainable Development Goal 6, particularly target 6.2, which emphasizes access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all. Together, we have made substantial progress in implementing safely managed sanitation systems and effective Waste Management in cities, thereby ensuring that vulnerable communities have access to essential resources.

Aligned with FINISH Mondial's diamond approach, our collaboration underscores the critical importance of integrating sanitation, hygiene, and financial inclusion to develop sustainable, market-based sanitation systems. This comprehensive strategy not only enhances community resilience but also fosters circular economy practices that optimize resource utilization and promote environmental sustainability.

As ESDO commemorates this significant anniversary, we at FINISH Mondial remain committed to deepening our partnership. Together, we will continue to drive transformative change, engage effectively with government stakeholders, and work towards a healthier, more inclusive future for all communities in Bangladesh.

In conclusion, I extend my profound congratulations to ESDO and the entire team on this outstanding achievement. Your steadfast commitment and relentless pursuit of excellence serve as an enduring inspiration to all involved in this vital work.

(Wahida Anjoom)



Md. Abu Aslam

Portfolio Lead, Financial Institutions,
South Asia, Water.org

Message

ESDO is a well-known organization at national level. I am very happy to know that ESDO is going to celebrate '36 Anniversary' of establishment.

ESDO's activities revolve around livelihoods such as education, health, agriculture, nutrition, climate change adaption, safe water and sanitation, rights and good governance, and food security.

As part of my professional duties, I have visited ESDO's operations on several times. The quality and efficiency of their activities is extraordinary and deserve praise.

I like ESDO's innovative mindset and approach. In particular, ESDO has been working with the target population very earnestly and extensively to ensure safe water and sanitation, to accelerate the achievement of Sustainable Development Goals (SDG) 6.0 and SDG 13.0 and Government solutions.

We are already impressed by ESDO's safe water and hygienic latrines villages, WASH connections and service centers, women entrepreneur's, local entrepreneur's and climate action initiatives. So their efforts have not only transformed individual lives but have also contributed significantly to building resilient communities across the country.

Really, we are particularly proud to collaborate with ESDO.

I wish the organization continued success on 36 Anniversary of ESDO and heartiest congratulations to all the ESDO family.

(Md. Abu Aslam)



Ayatullah Al-Mamun
Manager-Water, Food and Climate.

Message

On the occasion of ESDO's 36th year of remarkable accomplishments, HELKETAS Bangladesh extends its heartfelt congratulations to the entire ESDO team.

May our development collaboration mark a promising new chapter as we integrate a climate-sensitive approach in development. ESDO's commitment to following a lifecycle approach in its field activities is an exemplary model for achieving sustainable development. By implementing multifaceted program initiatives in the same area, ESDO has demonstrated its capacity to ensure the sustainability of projects, leveraging its robust legacy and proven methodologies.

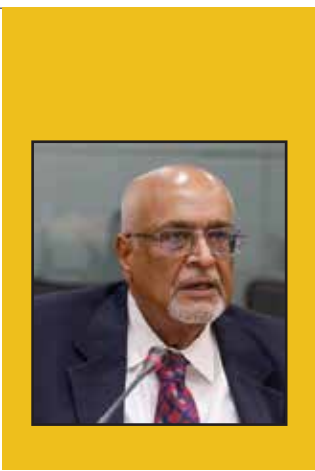
We deeply value ESDO's innovative approaches, which promote localization, nature-based solutions, and the preservation of indigenous knowledge. Such efforts are vital in addressing the challenges of today while safeguarding the resources and wisdom of tomorrow.

As HELKETAS embarks on this collaborative journey with ESDO, we look forward to expanding our shared vision and achieving greater milestones together. May ESDO continue to thrive nationally and internationally, inspiring communities and organizations alike.

Wishing ESDO continued success and greater heights in its 36th year of transformative impact.

Warm regards,

Ayatullah Al-Mamun



নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ও ESDO -এর যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ ধারক হলেন জনাব ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জামান যাকে আমরা সবাই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে জামান ভাই বলে সম্বোধন করি। ESDO প্রতিষ্ঠা ও এর দীর্ঘ পথচলায় তৃণমূল মানুষের পক্ষে তিনি যে নেতৃত্ব দিয়েছেন এতে তাঁর সাংগঠিক দক্ষতা ও নীতিনিষ্ঠতা প্রকাশ পায়। একইসাথে প্রকাশ পায় তাঁর দেশপ্রেম ও দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ। তাঁর নেতৃত্বে ESDO স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। আমি আশা করি দেশের এই ক্রান্তিকালে ESDO এর কাজ আরো জোড়ার হবে। তিন দশক পূর্তিতে ESDO পরিবার ও সহকর্মীদের নাগরিক প্ল্যাটফর্মের পক্ষে থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

এবং

सह-निर्देशक: प्रोफेसर बर नृपति झा (मिडिल), JNU
 फोन: (+91 02) 8681908, 8622080, 00002207 ईमेल: www.bdpplatform4djs.net E-mail: coordinator@bdplatform4djs.net

Secretary at: Centre for Policy Dialogue (CPD), Dhaka
 Telephone: (+8 02) 9141734, 4818090, 55001185 Web: www.bdpplatform4djs.net E-mail: coordinator@bdplatform4djs.net



Shaheen Anam

Executive Director

Manusher Jonno Foundation (MJF)

Message of Congratulations

Heartiest congratulations to Eco-Social Development Organization (ESDO) on completing three decades of remarkable success! As a leading and impactful regional NGO in Bangladesh, ESDO has played a significant role in empowering marginalized and disadvantaged communities and impacting society.

The long-standing partnership between ESDO and MJF has been more than just project-based collaboration; it has been a joint journey towards fostering sustainable change and development. Over the years, MJF has worked with ESDO on various projects, and our collaboration continues through the ongoing CREA project, further strengthening our partnership.

ESDO's three decades of dedicated work demonstrate how aligning with local needs can bring about transformative and sustainable change in society. On behalf of MJF, I extend my heartfelt congratulations to ESDO and express our commitment to working together on future initiatives that promote development and social justice.

May ESDO's incredible journey of success continue, inspiring others and contributing to meaningful change in the years to come.

Warm regards,

(Shaheen Anam)



ইসমডিও'র বিদেশি বন্ধুদের
শুভেচ্ছা বাণী



Professor Joe Devine

Associate Pro Vice Chancellor
University of Bath
England (UK)

Message

ESDO celebrates 36 years of success and impact. It has been tireless in its support for those most in need, and in its commitment to change the structures in society that result in poverty, marginalisation and discrimination. In short, ESDO has had the courage to speak truth to power and then had the creativity to develop practical solutions that address societal injustices. In 2024, ESDO's mission is to build "an equitable society free from all discriminations". As Bangladesh looks to a future that promotes the wellbeing of all its citizens, it can take inspiration from the passion and vision of ESDO. I wish ESDO every success in the future.

A handwritten signature in black ink that reads "Joe Devine".

(Professor Joe Devine)



André de Wit
Pum expert
The Netherlands

Message

I am glad to hear you are oke and your organisation also. It is a long time 36 years for your organisation to exist. You all can be proud about that!

My experience with Esdo in Bangladesh is very good. The people picked me up at the airport of Saidpur and bring me to Tetulia. In Tetulia Esdo has a very nice Hotel where I did stay for 2 weeks. The question to me was or I could help to bring the Tulp flowers to a higher level. Over there every day they picked me up and bring me to the place where I want to go to. Most of the time I want to go to the farm and the land. I wanted to see their land and I want to see their plant material. Everybody was very nice and they showed me what I want. After some days we started to plant the bulbs from the year before. Thes bulbs were not the best quality but the most imported thing was that I want to show them how I want to plant the Tulp bulbs. So, when the new Tulp bulbs will arrive, they know how to plant them. It was a group of farmers and they did a very good job. We planted a couple of days and after that we covered the ground with rice straw because it can be hot in December and January and by doing this it stays cooler. The new bulbs did arrive in the first half of December.

When I was away the farmers did do a great job by making a fence against the wind and a roof against the sun. They planted the new bulbs and I did show them how to give water on a better way so later on I saw the foto's and the quality was good. They showed me also, by foto's, a lot of people did come to look at the Tulp flowers. So I think I did go a good job also and I am very happy about it.

I found it very nice to help the farmers in Bangladesh and let them make a good quality of tulp flowers.

I did also gave some advice for the furure. For example: how to transport the flowers to Dhakka and the need to build a coulstore for keeping the flowers and the bulbs in a good condition.

Thank you very much for the great cooperation in Bangladesh!

André de Wit



Rue de Varembo 1
CH-1202 Genève



Eco-Social Development Organization
Dr. Md. Shaid Uz Zaman
Baliadangi Road
Thakurgaon
Bangladesh

Geneva, December 9th, 2024

Dear Dr. Zaman, dear ESDO Family,

On the joyous occasion of ESDO's 36th anniversary, I would like to extend my heartfelt congratulations and deepest respect to the founders, members, staff, and well-wishers who have contributed to this incredible journey.

For the past 36 years, ESDO has been a symbol of resilience, dedication, and compassion. Its unwavering commitment to poverty alleviation, education, healthcare, women's empowerment, and community development has transformed countless lives and made a significant impact on the development landscape of Bangladesh.

This milestone is a reflection of the hard work, unity, and shared vision that have guided ESDO through its extraordinary journey. It is truly inspiring to witness the meaningful contributions ESDO has made toward building a brighter future for the communities it serves.

As we celebrate this remarkable achievement, let us look ahead with optimism and determination to continue this mission of creating lasting change. I have every confidence that ESDO will reach even greater heights in the years to come.

1

www.edm.ch | +41 22 798 88 81 | info@edm.ch
IBAN: CH 50 0900 0000 1200 0415 4

Offrir un meilleur avenir grâce à la santé et à l'éducation

Durch Gesundheit und Bildung eine bessere Zukunft bieten

At this special occasion, we express our wish to develop a high-quality partnership that highlights the skills and the past and present successes of ESDO and of EdM in the field through impactful activities, and in mobilising resources of stakeholders. In doing so we will work together to contribute to the sustainable change which the world needs.

Congratulations once again on this significant milestone. May ESDO's future be filled with even greater success and prosperity!

Warm regards,



Beata Godenzi
Secretary General
Enfants du Monde





Windi Arini

Country Director, Indonesia (a.i.)

Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and
Humanitarian Law

Message

On behalf of the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI), I am honored to commemorate the 36th anniversary of the Environment and Social Development Organization (ESDO).

RWI is a Swedish-based independent academic institution dedicated to promoting and advancing human rights globally. Through education, research, and capacity building, RWI collaborates with local actors, governments, civil society organizations, and academia to enhance the understanding and implementation of human rights principles.

In the context of Asia and the Pacific, RWI recognizes the crucial role of integrating a human rights- based approach (HRBA) into local policies and programs. As part of this effort, RWI organized a series of Blended Learning Courses for local actors on HRBA and the Sustainable Development Goals (SDGs). Through this BLC in 2022, we had a chance to support a transformative project, "Reducing and Eliminating Hazardous Child Labor in Thakurgaon Municipality" led by Dr Md. Shahid Uz Zaman of ESDO. The project demonstrated how integrating an HRBA into local governance can address child labor's root causes, strengthen community resilience, and promote inclusive development.

Through RWI's knowledge products and ESDO's on-the-ground advocacy, Thakurgaon established the Women and Child Standing Committee, a critical mechanism for addressing child labor at the policy level. This institutional milestone not only ensured dedicated attention to children's rights but also positioned the municipality as a leader in promoting a child-labor-free urban environment. The success of the Thakurgaon project underscores the power of partnerships in achieving sustainable and rights-based development. ESDO's local expertise and community networks, combined with RWI's human rights framework and capacity-building support, created a holistic model for tackling complex social challenges.

As we reflect on this achievement, we celebrate ESDO's remarkable journey over the past 36 years and reaffirm our commitment to fostering partnerships that champion human rights and build inclusive, sustainable futures for all.

Windi Arini



Phạm Thị Hồng, MPH
Executive Director

CENTER FOR EDUCATION AND COMMUNITY DEVELOPMENT-CECD

Office: +84 432373640 Fax: +84 432373640

Add: No 68 Nguyen Chi Thanh street, Ha Noi

Website: <https://cecd.vn>

Message

I am delighted to hear that Eco-Social Development Organization(ESDO) is celebrating 36 years of its development journey.

All my best wishes to Zaman Bhai, Dr. Selima and ESDO team.

Phạm Thị Hồng, MPH



Joyce Nyaboga - Otieno

Senior Network Development Adviser
(Design and Infrastructure)

Message

The Bangladesh Hub is built on the principles of locally led and equitable partnerships. ESDO is one of the leading local organisations supporting the development process of the Hub by providing its leadership and systems in the capacity of a host organisation to support the Hub in the incubation process. ESDO's contribution to the hub development offers great examples for other local partners and hubs beyond Bangladesh. Congratulations to ESDO on its 36th anniversary!

Joyce Nyaboga - Otieno



Tilottam Paudel

President,

Jagriti Child and Youth Concern Nepal (JCYCN)

Executive Member,

National Youth Council, Government of Nepal

Message

Greetings from JCYCN.

I want to congratulate you on reaching the remarkable milestone of 36 years of dedicated service and impactful work to ESDO! Your contributions to community development and humanitarian efforts are truly commendable.

Since 2008, our bond has been truly inspiring. Your ongoing support, knowledge sharing, and exchange of experiences have been instrumental in strengthening our relationship. We are especially grateful for your unwavering support during the 2015 Nepal earthquake. Your timely assistance during such a critical period made a profound difference, and we deeply appreciate your efforts.

As we celebrate your achievements, we look forward to continuing our collaboration in the future. We are eager to share experiences and learn from each other, implementing the best practices that have made ESDO so successful. Together, we can achieve even greater heights.

Wishing you continued success and many more years of positive impact.

Warm regards,

Tilottam Paudel



Abhinav Kumar Chaudhary
Chairman
Land Our Future

Message

On behalf of Land Our Future, Nepal, we extend our heartfelt congratulations to the Eco-Social Development Organization (ESDO) on reaching the extraordinary milestone of 36 years of dedicated service and excellence in promoting sustainable development.

The remarkable achievements of ESDO stand as a testament to its relentless hard work, innovation, and unwavering commitment. This success is a reflection of the visionary leadership of Founder Executive Director Dr. Md. Shahid Uz Zaman, complemented by the exceptional efforts of the dynamic ESDO team. Your steadfast dedication to social and environmental transformation is truly commendable and inspiring. Beside of Bangladesh ESDO is working in Nepal. We take pride in the strong relationship between our organizations. ESDO's inclusive support to Nepal, especially during the aftermath of the devastating earthquake, was invaluable. Furthermore, our collaboration in the eco-tourism sector has been a shining example of cross-border partnership. Over the past year, we successfully facilitated the exchange of three teams from Nepal visiting Bangladesh and two teams from Bangladesh visiting Nepal under this initiative, fostering mutual learning and cooperation.

As we look to the future, we anticipate strengthening this partnership to achieve greater socio-economic transformations in both Bangladesh and Nepal. By working together on innovative initiatives such as archaeological and agro-tourism, combating desertification, addressing climate change, and advancing environmental conservation, we can create a lasting impact and inspire others to join our shared vision of a sustainable and equitable world.

Once again, we extend our heartfelt congratulations to ESDO on this momentous occasion. We wish you continued success and look forward to many more years of fruitful collaboration. Thank you for being valued partners and steadfast allies in our journey toward a better future.

Warm regards,

(Abhinav Kumar Chaudhary)



গুণীজনদের কথা।



নিরন্তর শুভ কামনা

পারভীন মাহমুদ

নারী সংগঠক ও

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, দি ইনস্টিটিউট অফ

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ বাংলাদেশ (আইসিএবি)

দিগন্তজোড়া টিউলিপ ফুটে আছে, যদিকে তাকাই টিউলিপের মায়ায় জড়িয়ে যাই;

৭০ এর দশকে লন্ডনে টিউলিপ ফুলের সাথে আমার প্রথম দেখা, তারপর মাননীয় ডাচ রানির জন্মদিনের সংবর্ধনায় নেদারল্যান্ড দূতাবাসে টিউলিপ ফুলের সাজসজ্জার সৌন্দর্য আমায় বিভোর করেছে বারবার। ফুলের বিশাল সাম্রাজ্যে টিউলিপ মাঠ দেখার ইচ্ছে আমার সবসময়। যদিও বেশ কয়েকবার নেদারল্যান্ডে গিয়েছি কিন্তু পূর্ণ প্রস্ফুটিত উজ্জ্বল টিউলিপ মাঠের মোহনীয় সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য সেরা সময়টিতে আমার যাওয়া হয়নি।

তবে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে বহু ক্রোশ দূরে আর যেতে হবে না কারণ বর্ণিল টিউলিপ মাঠ এখন আমার দেশেই আছে।

"যারা চেষ্টা করবে তাদের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নেই।" ...

অভিনন্দন! ESDO -এমন দারুণ একটা উদ্যোগ নেয়ার জন্য। সেই সাথে PKSF-কেও ধন্যবাদ জানাই এমন সুন্দর একটি প্রকল্পে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

আমি একজন দেলোয়ার চাচার কথা জানি, যিনি নাসরীন জমিরের বাবা, -বাগানের প্রতি ভীষণ উৎসাহী ছিলেন। বিদেশ থেকে বাব্ব এনে চেষ্টা করেছিলেন তিনি কিন্তু সফল হননি। সম্ভবত টিউলিপ ফুল অনেক ঠান্ডায় উৎপাদন করতে হবে, যার জন্য উত্তরবঙ্গই উপযুক্ত।

ড. মুহম্মদ শহিদ উজ জামানের নেতৃত্বে ESDO ঠাকুরগাঁওয়ে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমবারের মতো টিউলিপ ফুল ফুটেছিল।

ESDO - Eco Social Development Organization- ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় উত্তরবঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষকে সাহায্য করার লক্ষ্যে একদল সুশিক্ষিত ও সমাজমনস্ক তরুণের হাত ধরে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানটি এখনও পর্যন্ত সমাজের সুবিধাবঞ্চিত, ভূমিহীন, বিত্তহীন বিশেষ করে অনগ্রসর নারী ও শিশুদের সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা ও তাদের খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা তথা আর্থসামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে এবং ৩৬ বছরের দীর্ঘ সাফল্যমণ্ডিত যাত্রার এক অসাধারণ মাইলফলকে পৌঁছেছে। এই দীর্ঘ সময়ে ESDO-এর যে অবিশ্বাস্য উন্নতি এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে, তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

সেদিনের তরুণ প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ শহীদ উজ জামান -আজকের ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান; তাঁর স্ত্রী ড. সেলিমা আক্তার মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন এবং তাঁদের যৌথ পরিচালনায় ESDO শক্তিশালী টিম স্পিরিট নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

'লোকায়ন'- প্রতিষ্ঠার জন্যও ESDO-কে জানাই সাধুবাদ ঐতিহ্যগত জীবনধারা এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যথাযথভাবে প্রদর্শন করার জন্য।

৩৬ বছর ধরে যে কঠোর পরিশ্রম এবং দায়িত্ববোধের সঙ্গে সমাজের প্রতি যে অবদান রেখে চলেছে, তা সত্যিই গর্বের।

এই দীর্ঘ ৩ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র নানান প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এমন নয় বরং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটি একটি অনুপ্রেরণার গল্প, যা আগামী প্রজন্মের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

একটি টিউলিপ যেমন তার পাপড়ি মেলে সূর্যের আলোকময় পথ দেখায় তেমনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি উদ্যোগ যেন প্রস্ফুটিত হয়, প্রতিটি পদক্ষেপে সৌন্দর্য ও আশার রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে;

টিউলিপ ফুল যেমন বিভিন্ন রঙে প্রকৃতিকে শোভিত করে, তেমনি এই প্রতিষ্ঠানও তার অসীম সৃজনশীলতা এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি কোণে সৌন্দর্যমণ্ডিত, আলোকিত ভবিষ্যতের বার্তা পৌঁছে দিক।

এই সুবর্ণ সময়ে, আমি ESDO-কে জানাই আন্তরিক শুভকামনা। ESDO-এর কর্মমুখী ধারায় যে সৌন্দর্য, ঐক্য ও প্রগতি রয়েছে, তা যেন আরো বর্ধিত হয় এবং সাফল্যের নতুন শিখরে পৌঁছাতে পারে।

নিরন্তর শুভকামনা

পারভীন মাহমুদ



অস্তিত্বের সন্ধানে-শিকড়ের টানে

হানিফ সংকেত

শিকড় ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না, তেমনি শিকড় না চিনলে বাঁচে না মানুষের সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়। আমাদের এই দেশটি যেমন ছায়া সুনিবিড় তেমনি পিতামাতা, ভাই-বোন, বন্ধুর মায়ায় ভরা। আর এই ছায়া-মায়া ঘেরা মাটি থেকেই জন্ম নিয়েছে আমাদের সংস্কৃতি। বটবৃক্ষের শিকড়ের মতো আমাদের শিকড়ও যেন এই মাটিতেই বিস্তৃত থাকে। দীর্ঘদিন থেকেই আমরা ইত্যাদি-কে স্টুডিয়ার চার দেয়াল থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও দৃষ্টিনন্দন গৌরবময় স্থানগুলিতে গিয়ে ধারণ করছি ইত্যাদি। উদ্দেশ্য নিজেকে জানা, নিজের শিকড়ের অনুসন্ধান করা। যেহেতু কাল বয়ে চলে তাই আজ যাকে বলছি একাল কিছুদিন পর সেটাই হয়ে যাবে সেকাল। কাল যেমন বদলায় তেমনি কালের সঙ্গে বদলায় অনেক রীতিনীতি, বদলায় সংস্কৃতি-সম্প্রীতি, এমনকি স্মৃতিও হয়ে যায় বিস্মৃতি, পাশাপাশি চলে ইতিহাস বিকৃতি। অর্থাৎ এই সংস্কৃতির সুকৃতির মধ্যে অকৃতি-দুষ্কৃতি মিশিয়ে নিষ্কৃতি মিলেছে অনেকের। আবার নিষ্ঠা এবং শিষ্টাচারের কারণে কারও কৃতি হয়েছে পথিকৃতির মতো। তেমনি একজন মানুষ হচ্ছেন ঠাকুরগাঁও জেলার ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জ্বল জামান। যিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রায় সাড়ে তিন একর জায়গা জুড়ে গড়ে তুলেছেন এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রমী জাদুঘর। নাম ‘লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য জাদুঘর’। জাদুঘর বলতে আমরা যা বুঝি এটি ঠিক তেমন নয়। কারণ জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ‘অস্তিত্বের সন্ধানে-শিকড়ের টানে’।

কবিগুরু তার ‘ঐকতান কবিতায় লিখেছেন,-
‘চামি ক্ষেতে চলাইছে হাল,
তাঁতি ব’সে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল-
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি’ পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।’

গুণু আমাদের দেশ-ই নয়, সমস্ত বিশ্ব সংসার এইসব শ্রমজীবী মানুষের কর্মের উপর ভর করে চলেছে। আমরা শহর-নগর-বন্দর যে যেখানেই বসবাস করি না কেন আমাদের রসদ যোগায় এই প্রান্তিক কর্মজীবী মানুষ। কিন্তু এইসব মেহনতি মানুষের রক্ত, ঘামে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য সবসময়ই থাকে উপেক্ষিত। এই মানুষগুলোর সঙ্গে আমাদের ক’জনের, বিশেষ করে এই প্রজন্মের ক’জন মানুষের পরিচয় আছে? ক’জন চিনি আমাদের সেই নিজস্ব শিকড়? সেই শিকড়ের টানেই ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে ইত্যাদির টিম নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম ঠাকুরগাঁও জেলার পূর্ব আক্চা গ্রামে। যেখানে গড়ে তোলা হয়েছে এই ব্যতিক্রমধর্মী জাদুঘর।

জাদুঘর প্রাঙ্গণে গিয়ে মনে হলো সত্যিই যেন আমরা এক ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়ে এসেছি। নানান প্রজাতির ফল ও ঔষধি গাছে ঘেরা বিশাল চত্বর। গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে সুন্দর সাজানো বসার ঘর। বসার জন্য গাছের গুঁড়ি এবং বাঁশ দিয়ে তৈরী করা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন চেয়ার-টেবিল। পাখির কলকাকলিতে মুগ্ধ এই জাদুঘরে এলে মনে অন্যরকম প্রশান্তি আনে। কথা প্রসঙ্গে জাদুঘরের উদ্যোক্তা, একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, জনাব ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জ্বল জামান জানান-‘লোকায়ন’ কোনো আভিধানিক শব্দ নয়। লোকজ সংস্কৃতি ও শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা ও সংগ্রামে ব্যবহৃত বিচিত্র সব উপকরণ ভিত্তিক এই জাদুঘর লোকজ মানুষের জন্য-তাই এর নামকরণ করা হয়েছে লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য জাদুঘর।’

লোকায়ন জাদুঘরে আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও গৌরবকে সমন্বয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি মনে করেন, যাদের রক্ত-ঘামে আজকের এই সভ্যতা তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শিকড় না জানলে প্রকৃত শিক্ষা অর্জন সম্ভব নয়। ‘অস্তিত্বের সন্ধানে-শিকড়ের টানে’ প্রতিষ্ঠিত এই জাদুঘরে রয়েছে চারটি স্বতন্ত্র গ্যালারি,-‘ভূগমূল লোকজ গ্যালারি’, ‘নদী গ্যালারি’, ‘নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী গ্যালারি’ ও ‘মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি’। শহীদ উজ্জ্বল জামান জানান, ‘লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য জাদুঘর’-এর সংগৃহীত কোন উপকরণই কেনা নয়, সংস্থার কর্মীরা এবং বিভিন্ন ব্যক্তির দান করা উপকরণ দিয়েই সাজানো হয়েছে এই জাদুঘর।

প্রথমেই গেলাম তৃণমূল লোকজ গ্যালারিতে। অভিতূত হলাম। গ্যালারিটি সাজানো হয়েছে আমাদের প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষের অর্থাৎ আমাদের মূল চালিকাশক্তি কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি, লোকশিল্পীসহ নানান শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবন-জীবিকা, কর্ম, হাসি-কান্না-বিনোদনের নানান দুর্লভ উপকরণ দিয়ে। যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কৃষিজ উপকরণ থেকে শুরু করে চিকিৎসা, বাদ্যযন্ত্র, বিভিন্ন সময়ের মুদ্রা, অলংকার, ধর্মীয়, গৃহস্থালী, খেলাধুলা, এমনকি দলিল ও প্রাচীন নথিপত্রের নমুনাও রয়েছে এখানে। যেমন-লাঙ্গল-জোয়াল, গাঁহিত, ডুলি, জলা, খুন্টি, বিভিন্ন আকৃতির রেডিও, হামানদিস্তা, তাবিজ-কবজ, কাড়া-নাকাড়া, একতারা-দোতারা, আকড়াই। সুলতানি আমল থেকে শুরু করে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ের মুদ্রা, প্রচলিত কথায় আমরা যেটাকে ‘ফুটা পয়সা’ বলে থাকি তাও বিশেষভাবে রাখা হয়েছে এখানে। এই ট্যাব, মোবাইল আর আইপ্যাডের যুগে এখানে এলে শিশুরা দেখতে পায়-নাটাই, গুলতি, লাটিম, ঘুড়ি, মার্বেল, ডাং-গুলি ইত্যাদি খেলার নানান সামগ্রী। এসব দেখলেই এক নিমেষেই মনের পর্দায় ভেসে উঠে ছেলেবেলার নানান স্মৃতি। নস্টালজিয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন অনেকেই। এছাড়াও রয়েছে নানান আকৃতির টর্চ লাইট, হ্যাজাক বাতি, হারিকেন। একসময় গ্রামে যাদের বাড়িতে বড় টর্চ লাইট থাকত তাদেরই বলা হতো বিত্তশালী। দর্শনাধীদের মাঝে চমৎকারভাবে এই বিষয়গুলো তুলে ধরেন গাইড। গ্যালারির মাঝখানে চমৎকার একটি শো-কেসে সাজানো রয়েছে নানান ধরনের দলিলপত্র, মানি-অর্ডার ফর্ম, খাজনা আদায়ের রশিদ, মৌজা ম্যাপ। রয়েছে মাটির তৈরীর সানকি, চাঙুর, হাঁড়ি-পাতিল, বাসন-কোসনসহ পিঠা বানানোর নানান উপকরণ। এই সময়ে শহরের বাড়িঘরে সেভাবে পিঠা তৈরি না হলেও বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে কিংবা বাজারে ভ্যানের উপর পিঠা বানানোর পসরা সাজিয়ে বসেন অনেকেই। আমাদের এই ষড়ঋতুর দেশে হেমন্তের শেষে শীত আসে। এই শীত নিয়েও নানারকম বচন আছে। যেমন- ‘মাঘের শীতে বাঘ কাঁপে’। বিশ্ব উষ্ণায়নের এই যুগে মাঘ মাসে বাঘ আর কতদিন কাঁপবে তা যেমন জানি না, তেমনি আমরা যেভাবে শিকড় ভোলার খেলায় মেতেছি তাতে ‘শীতকালে গীত গায়-আতপ চাইলের পিড়া খায়’ এই বচনই বা কতদিন থাকবে তাও বলা মুশকিল।

লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য জাদুঘরের একটি ব্যতিক্রমী গ্যালারি হচ্ছে নদী গ্যালারি। পৃথিবীর আর কোথাও এ ধরনের গ্যালারি আছে কিনা আমার জানা নেই। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। আমাদের জীবনের এক বৃহৎ অংশই নদী নির্ভর। যদিও বহু নদীর অস্তিত্বই এখন আর নেই-তবুও প্রায় দুই শত নদীর পানি সংরক্ষিত আছে এই নদী গ্যালারিতে। কাঁচ দিয়ে নির্মিত বিশেষ ধরনের পাত্রে এই পানি সংরক্ষণ করা হয়েছে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, আড়িয়াল খাঁ, কীর্তনখোলা, রূপসা থেকে শুরু করে আরও অনেক নাম না জানা নদীর পানি। যারা কল্পবাজারে ধারণ করা ইত্যাদির ২০১৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর প্রচারিত পর্বটি দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই দেখেছেন-নদীর পানি সংরক্ষণ করা কাঁচের পাত্রগুলো কত সুন্দরভাবে দর্শনাধীদের জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বোতলের গায়ে নদীর নাম এবং নদী সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সকল তথ্যই রয়েছে। যেসব নদীর অস্তিত্ব এখন নেই অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হারিয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতেও হারিয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে-তেমনি হারিয়ে যাওয়া অনেক নদীর পানিও এখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে। শুধু নদীর পানিই নয়-রয়েছে বেশকিটি মহাসাগরের পানি। আরব সাগর, নীল সাগর থেকে শুরু করে বঙ্গোপসাগরের পানি। রয়েছে ৭ টি মহাসাগরের বালিও।

শুধু নদী বা সাগরের পানিই নয়-নদী ভিত্তিক নানান তথ্য উপাত্ত ও উপকরণ রয়েছে এখানে। অর্থাৎ বাংলাদেশের নদ-নদীর পূর্ণাঙ্গ তালিকা এবং এ সংক্রান্ত তথ্য, নদী ভিত্তিক নানান উৎসব, নৌকা, নৌকাবাইচ, গান, বন্যা, জেগে ওঠা চর, মৎস্য সম্পদ, জলজ উদ্ভিদ, জেলে সম্প্রদায় সম্পর্কিত নানান তথ্য এবং রয়েছে মাছ ধরার প্রাচীন ও বর্তমান আমলের নানান উপকরণ। এই গ্যালারিতে এসে দর্শনাধীরা পরিবেশ সচেতনতার মাধ্যমে খাল-বিল-নদী নালা রক্ষায়ও উদ্বুদ্ধ হবে।

এই জাদুঘরের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্যালারি হচ্ছে সমতলে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী গ্যালারি। সাঁওতাল, গুঁরাও, মুন্ডা ইত্যাদি নৃ-গোষ্ঠীর ব্যবহৃত কৃষি, বাসস্থান, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, শিকার, নৃত্য-গীত বাদ্যের নানান উপকরণ রয়েছে এই গ্যালারিতে। দৃষ্টিনন্দন এই গ্যালারিটি তৈরিও করেছেন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কর্মীরা।

লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য জাদুঘরের একটি বিশেষ গ্যালারি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি। যেটি উদ্বোধন করা হয়েছে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ থেকে শুরু করে ‘৪৭ সালের দেশ ভাগ’, ‘৫২’র ভায়া আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান এবং সর্বশেষ ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের অর্জন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ও ইতিহাস-আলোকচিত্র, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে এই গ্যালারিতে। মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারিতে সংরক্ষণ করা হচ্ছে দেশের সকল স্বীকৃত বধ্যভূমির মাটি এবং সংশ্লিষ্ট ইতিহাস ও মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন স্মারক। এখানেও বিশেষভাবে নির্মিত কাঁচের পাত্রে বধ্যভূমির মাটি সংরক্ষণ করা হয়েছে। নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস উপস্থাপন করাই এই গ্যালারির মূল লক্ষ্য।

এখানেই শেষ নয়-আমাদের ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যের সঙ্গে মিলিয়ে কৃষিভিত্তিক ছয়টি উৎসব পালন করা হয় এই জাদুঘরে। বর্ষায়-বর্ষামঙ্গল উৎসব, শীতে পিঠা উৎসব, অগ্রহায়ণে নবান্ন উৎসব, মঙ্গাকাল অর্থাৎ প্রতি বছর বাংলা কার্তিক মাসে মঙ্গার স্মৃতিভিত্তিক অনুষ্ঠান এবং বছর শেষে চৈত্র সংক্রান্তি অর্থাৎ বর্ষ বিদায় এবং বর্ষবরণ অনুষ্ঠানও করা হয়।

এসব অনুষ্ঠানে আমাদের গ্রামীণ লোকজ গান, ধামের গান, ভাওয়াইয়া গান ও কবিগানের আসর বসে। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এসে উপভোগ করেন এইসব অনুষ্ঠান। প্রতি মাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে এখানে বেড়াতে আসা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন লোকায়নের উদ্যোক্তা ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান নিজেই। পাশাপাশি দেখানো হয় শিশুতোষ চলচ্চিত্র।

এ ধরনের জাদুঘর তৈরির কারণ জানতে চাইলে, জনাব শহীদ উজ জামান বলেন-‘আমাদের যেহেতু মূল অস্তিত্বই হচ্ছে গ্রামে। তাই গ্রামের সঙ্গে শহরের ব্যবধানটা দূর করা এবং আমাদের নবীন প্রজন্মকে অস্তিত্বের টানে এই শিকড়ের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যেই এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠার চিন্তা মাথায় আসে। গ্রামের কাছে রয়েছে আমাদের অনেক ঋণ আর গ্রামই হচ্ছে আমাদের শিকড়।’

জানতে চেয়েছিলাম, ‘এই জাদুঘরে কেমন সাড়া পাচ্ছেন অর্থাৎ শিকড়ের টানে কেমন দর্শনার্থী আসছেন?’

হেসে বলেন, ‘সবারই কমবেশি শিকড়ের টান আছে। সুতরাং তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারলে নিশ্চয়ই আসবে। আমার এই জাদুঘরে পর্যায়ক্রমে দর্শনার্থীদের সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষ করে অনেক শিক্ষার্থীই নিয়মিত এখানে আসেন ঘুরে ঘুরে দেখেন-পরিচিত হন আমাদের শিকড়ের সঙ্গে’।

জনাব শহীদ উজ জামানের আশা, আজকের এই প্রজন্ম লোকায়নের এইসব উদ্যোগের মাধ্যমে ‘অস্তিত্বের সন্ধানে-শিকড়ের টানে’ আরো গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হবে। তিনি তাঁর এই উদ্যোগগুলোকে আরো বেশি সম্প্রসারিত করতে চান। যা আগামী দিনে এই দেশের চেতনাকে আরো বেশি ধারণ করবে। কথায় আছে, ‘যার নেই অনুভব-তার সবই সম্ভব’। এই সব সম্ভবের ব্যবসা শুধু পৈয়াজ-রসুনে নয়, শিল্প সংস্কৃতিতেও ঢুকে পড়েছে। যে কারণে শহীদ উজ জামানদের মতো নীরবে নিভূতে কাজ করে যাওয়া প্রচার বিমুখ মানুষদের মূল্যায়ন হয় না। যারা কাজ করেন নিজের দায়িত্ববোধ থেকে। যাদের দ্বারা ‘সব সম্ভব’ নয়।

আমাদের রয়েছে নিজস্ব শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। আছে আন্দোলন-সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য। অথচ আজকাল অনেকেই সংস্কৃতি চর্চাকে ফ্যাশনে রূপান্তরিত করে সংস্কৃতির প্রকৃতিকে বিকৃতির দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। অথচ আকাশ সংস্কৃতির দাপটে অস্থির এই যুগে জনাব ড. শহীদ উজ জামান কী নিষ্ঠার সঙ্গে ধরে রেখেছেন আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

তাঁর সৃষ্টি অস্তিত্বের টানে শিকড়ের সন্ধানে লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর সত্যিই এক বিস্ময়কর সংগ্রহশালা। যেখানে গেলে হাজার বছরের জীবন বৈচিত্র্যের সন্ধান যেমন পাওয়া যায়, তেমনি অন্তরে অনুভব করা যায় শিকড়ের টান। ঠাকুরগাঁও জেলার এক নিভূত পল্লিতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিলাসবহুল বাগানবাড়ি বা রিসোর্ট তৈরি না করে জনাব শহীদ উজ জামান আমাদের লোকজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধরে রাখার যে জাদুঘর তৈরি করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই জাদুঘরের নতুন সংযোজন মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারিতে সংরক্ষিত বিভিন্ন বধ্যভূমির মাটি ও স্মারক, দর্শনার্থীদের বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে। আমরাও আশা করছি, দেশের নানান প্রান্ত থেকে অস্তিত্বের সন্ধানে শিকড়ের টানে এখানে ছুটে আসবে নবীন প্রজন্ম। আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক-দেশ ও দেশের মাটিকে ভালোবাসা-সবাই মিলে দেশের সমৃদ্ধির জন্য এগিয়ে আসা।



Dewan A H Alamgir
International Development Expert

Message

It is a great honor to extend my heartfelt congratulations to the Eco-Social Development Organization (ESDO) on its 36th Anniversary. I have had the privilege of knowing ESDO since the early 1990s when it was a very small organization, and I have supported its activities over the years. I also personally know its founder, Dr. Md. Shahid Uz Zaman, and deeply admire his visionary leadership and unwavering commitment. Over the past decades, ESDO has exemplified a commitment to uplifting communities and driving impactful change across Bangladesh. This milestone is a testament to its unwavering dedication to improving the lives of millions, particularly women, children, and underprivileged families.

ESDO's diverse programs—spanning microfinance, agri-business development, microenterprise development, education, skill development for young people, climate change adaptation, and initiatives on the social and cultural fronts—highlight its holistic approach to development. Each of these areas reflects an understanding of the intricate challenges faced by communities and an innovative drive to provide sustainable solutions. The organization's efforts have not only empowered individuals but have also built resilient communities prepared for a better future.

I am particularly inspired by ESDO's leadership in addressing climate change and its integration of this critical issue into its broader development agenda. In a world where climate impacts are felt disproportionately by the most vulnerable, ESDO's work ensures that marginalized communities are equipped to adapt and thrive. Equally commendable is the organization's role in fostering education and skill development, which lay the foundation for long-term socio-economic progress.

As a prominent partner of PKSF, ESDO has set a benchmark for collaboration, effective implementation, and innovation in development. Its ability to bring together stakeholders and resources reflects a shared vision for a brighter and more equitable future for all.

On this momentous occasion, I extend my gratitude to ESDO's leadership, staff, and partners for their tireless efforts. Your dedication and resilience inspire us all. As you celebrate 36 years of transformative work, I am confident that ESDO will continue to chart new paths in sustainable development and bring hope to countless lives. It is befitting to mention that ESDO's vision is similar to all Bangladeshis who aspire to have prosperous, peaceful and dignified life.

Congratulations once again, and I wish ESDO continued success in all its endeavors.



Sarwar Mahmud

Former chairman
National River Conservation Commission

Message

On the eve of completion of three duo decennials, I would like to congratulate Eco-Social Development Organization (ESDO) for reaching new height. ESDO started its journey as social development organization, in late eighties, when Bangladesh facing various challenges in development arena. The organization gradually became a vibrant one by dint of hard work, professionalism, dedication and patriotism. The founder ED, Mr. Md. Shahid Uz Zaman Ph.D lead the organization from front with vision and competency. They became successful in reaching the poor, marginalized sections of the country who were remained inaccessible to change their destiny. ESDO joined hands with the government of Bangladesh and development partners to make the underprivileged million's dreams come true. In touch with the development efforts, the millions found their pathway to change their fortune. In this process, by enhancing the capacity, the target groups achieved awareness, upliftment of socioeconomic status, formation of capital in terms of social and physical of the target groups.

ESDO acquired invaluable knowledge, experiences and skills by doing daunting tasks in different fronts. Pursuing the motto 'leaving no one behind', they pull the less fortunate sections of the societies and mainstreaming them to the development endeavour. Socio-economic developments of nationwide beneficiaries are the proud outcome of relentless efforts. Host of dedicated, experience and competent workforce is the strength of this organization. Prudent and visionary leadership of Mr Zaman help them achieve the ambitious targets/goals of the organization; they developed some core values which are the strength of advancement. These competencies and values help to unleash the potentials of marginalized and less advantaged population of the country. Policy support of the government and assistances from the development partners were helpful to implement joint venture development project. Meanwhile ESDO has undertaken reforms and innovative measures to cope with the changing circumstances of the globe.

ESDO is focusing its endeavours on the new frontiers where it can lift the targeted people of the organization to a new state of happiness where there will be no sense of deprivation, discrimination and people live with dignity and honour. Long live ESDO with the hope of millions.

Sarwar Mahmud



গ্রন্থাগারগুলো পাঠকের অপেক্ষায়

ড. তুহিন ওয়াদুদ

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

মানুষ কতটা গ্রন্থাগারমুখী সেটি সরেজমিন দেখার ইচ্ছে ছিল। সেই অভিজ্ঞায় থেকে রংপুর বিভাগের যে পাঠাগারগুলোতে পর্যাপ্ত বই আছে, পড়ার পরিবেশ আছে, ভালো ব্যবস্থাপনা আছে এরকম কয়েকটি গ্রন্থাগার ঘুরে দেখেছি। এই কয়েকটি গ্রন্থাগারের চিত্রের মাধ্যমে সারাদেশের পাঠকদের সার্বিক ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে করি।

রংপুর বিভাগে সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তি উদ্যোগে অনেক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তার মধ্যে অল্পসংখ্যক গ্রন্থাগারের অবকাঠামোগত অবস্থা এবং পড়ার পরিবেশ ভালো। এ বিভাগের অনেক পুরনো গ্রন্থাগারের অবস্থা পরিচর্যার অভাবে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়ে আছে। রংপুর একই সাথে মহানগর, বিভাগীয় শহর, মেট্রোপলিটন শহর, দেশের পুরনো জেলাগুলোর একটি। এই শহরে পুরোনো গ্রন্থাগার আছে। রংপুর সরকারি গণগ্রন্থাগারের পাশে এমন আরেকটি গ্রন্থাগার যেন কঙ্কালসার হয়ে আছে। শুধু কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পড়ার জন্য কিছু পাঠক আসে। অথচ সমৃদ্ধ পাঠাগার ছিল এটি। এখানে বিপুল সংখ্যক বই ছিল। এখন সেই বইও কমে যাচ্ছে। রংপুরের আদি শহর মাহিগঞ্জ। সেখানেও একটি অনেক পুরোনো গ্রন্থাগার ছিল। এখন শুধু সেই গ্রন্থাগার ভবনের ঠিকানাটুকু আছে।

কারমাইকেল কলেজে একটি গ্রন্থাগার আছে। যেমন পুরাতন তেমন বইয়ের দুর্লভ সংগ্রহ। বিপুল পরিমাণ বইয়ের সম্ভার আছে। বই আছে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনাও ভালো। পরিচর্যাও আছে। কেবল পাঠকের অভাবেই এখানে গ্রন্থাগার মলিন।

দিনাজপুর শহরে একটি পুরনো পাঠাগার আছে। এই পাঠাগারে এখনো অনেক পুরোনো দুর্লভ বই আছে। সেসব বইয়ের প্রকৃত পরিচর্যার খুবই অভাব। অবহেলা আর অযত্নে সেগুলো ধ্বংস হতে বসেছে। দিনাজপুর শহরেই এক ব্যক্তি ব্যক্তি-উদ্যোগে নিজ বাড়িতে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার গড়ে তুলেছেন। সেটির অবস্থা ভালো। প্রতিষ্ঠাতা কয়েক বছর হলো মারা গেছেন। পাঠাগারটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। রংপুর বিভাগের যে ক'টি লাইব্রেরি খুব ভালো চলছে তার মধ্যে অন্যতম হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার। এখানে পাঠকে ভরা থাকে গ্রন্থাগারটি।

কুড়িগ্রাম জেলা শহরে গণগ্রন্থাগার ছাড়াও দুটি পুরাতন গ্রন্থাগার আছে। পুরাতন শহরে একটি গ্রন্থাগার আছে। পাঠকের অভাব আছে সেখানে। আরেকটি আছে কলেজ মোড়েই। এখানেও পাঠকের উপস্থিতি নগণ্য। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য জনবলেরও সংকট আছে। সব মিলে এ দুটি গ্রন্থাগারের অবস্থা ভালো নেই।

গাইবান্ধা জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি বেসরকারি গ্রন্থাগার আছে। জেলা পৌর পার্কের ভেতরেই এর অবস্থান। গ্রন্থাগারটিতে প্রচুর পুরনো বইয়ের সংগ্রহ আছে। কিন্তু এসবের ওপর ধুলোবালি জমেছে। অনেকগুলো তাক খোলাই হয় না। পঞ্চগড় শহরে একটি পুরোনো বেসরকারি গ্রন্থাগার আছে। এই গ্রন্থাগারে সাধারণত যারা আসেন তারা পত্রিকা পড়তেই আসেন। গ্রন্থাগারের ভেতরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি হয়।

নীলফামারী সরকারি গণগ্রন্থাগারের সামনে আরেকটি বেসরকারি গণগ্রন্থাগার আছে। সেটি দুর্বল ব্যবস্থাপনা আর পাঠক স্বল্পতার কারণে তার অতীত ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। এখন পাঠকও কম, যত্নও সেরকম নেই।

এসব পুরনো গ্রন্থাগার ছাড়াও নতুন গড়ে ওঠা অনেক গ্রন্থাগারও আছে। এগুলোর মধ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। গাইবান্ধা জেলা সদর এর ফুলছরি উপজেলায় বেশ কয়েকটি গ্রন্থাগার স্থানীয়রা গড়ে তুলেছেন। সেই গ্রন্থাগারগুলো ভালো চলছে। বই সংখ্যাও অনেক কম। রাজনৈতিক দল বাসদের পরিকল্পনায় এগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পাঠক সীমিত হলেও অন্যান্য গ্রন্থাগারের তুলনায় বইয়ের স্বল্পতা সত্ত্বেও ভালো চলছে।

রংপুর বিভাগে মোট ৮টি জেলা। এই আটটি জেলায় ৮টি জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার রয়েছে। এই ৮টি গণগ্রন্থাগারের অধীনে দুই শতাধিক নিবন্ধিত গ্রন্থাগার আছে। সরকারি কলেজগুলোতে আছে একটি করে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

বেসরকারি কলেজগুলোতেও গ্রন্থাগার আছে। বেসরকারি কলেজে যখন স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয় সেখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক বই না থাকলে কোর্স চালুর অনুমতি দেওয়া হয় না। অনেক স্কুলেও গ্রন্থাগার আছে। উল্লিখিত গ্রন্থাগার ছাড়াও স্থানীয়দের উদ্যোগে অনিবন্ধিত আরও অনেক গ্রন্থাগার আছে। গ্রন্থাগারের সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে স্থানীয়ভাবে তরুণদের উদ্যোগে বেশ কিছু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

জেলাভিত্তিক সরকারি গণগ্রন্থাগারগুলোতে উপযুক্ত কাঠামো আছে। জনবলের মাধ্যমে প্রকৃত পাঠব্যবস্থাপনাও এগুলোতে বিদ্যমান। হয়তো কোথাও কোথাও জনবল সংকট আছে। সেই সংকটের কথা বাদ দিলে পাঠক চাইলে উপযুক্ত পরিবেশে তারা গ্রন্থাগারগুলোতে পড়তে পারেন। গ্রন্থাগারগুলোতে যে গ্রন্থাগারিক আছেন তারাও পাঠকের সন্ধান করেন। গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অধিকাংশই চেষ্টা করেন পাঠক আসুক পাঠগ্রহণ করতে।

কোভিড এর সংক্রমণের আগে আমি রংপুর বিভাগের গণগ্রন্থাগারগুলো পরিদর্শন করেছি। সেই সময়ে গ্রন্থাগারগুলোতে যে সংখ্যক বই পেয়েছি তার চেয়ে বর্তমানে খুব বেশি বই বেড়েছে বলে মনে হয় না। সে সময়ের সরকারি গণগ্রন্থাগারগুলোর চিত্র এখানে তুলে ধরিছি।

	বইয়ের সংখ্যা	দৈনিক পত্রিকা	পাঠক (প্রায়)	ইস্যু (মাসিক)
ঠাকুরগাঁও	২৭০০০ টি	১১ টি	৪৫০০ জন	১০ টি
কুড়িগ্রাম	৩২০০০ টি	১১ টি	৪৫০০ জন	১০০ টি
নীলফামারী	৩০০০০ টি	১১ টি	২৫০০ জন	৫০ টি
রংপুর	৫০০০০ টি	১৩ টি	৫৫৫০ জন	৫০০ টি
গাইবান্ধা	২৬০০০ টি	১১ টি	৩৫০০ জন	১০০ টি
দিনাজপুর	৩৬০০০ টি	১১ টি	৫২০০ জন	৫০ টি
পঞ্চগড়	৩৩০০০ টি	১১ টি	৫০০০ জন	২০ টি
লালমনিরহাট	৩৪০০০ টি	১১ টি	৪৫০০ জন	১৫ টি

রংপুর বিভাগের সরকারি গণগ্রন্থাগারগুলোর পাঠকের শ্রেণিবিন্যাস পর্যালোচনা করলে কোন শ্রেণির পাঠক কেমন আসছে বই পড়তে তার একটি ধারণা পাওয়া যায়। বই পড়তে আসা পাঠকের মধ্যে পুরুষ পাঠকের সংখ্যা সব জেলার সরকারি গণগ্রন্থাগারে বেশি পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে শিশু। তৃতীয় স্থানে আছে নারী।

পত্রিকার পাঠকদের শ্রেণিবিন্যাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় পুরুষ পাঠকের সংখ্যা বেশি। নারী পাঠকের সংখ্যা পত্রিকার পাঠকের তালিকায় দ্বিতীয়। এবং তৃতীয় অবস্থানে আছে শিশু। এর কারণই হলো পত্রিকা পড়ার মতো শিশুরা হয়ে ওঠেনি। মোট পাঠকের প্রায় অর্ধেক পাওয়া যাচ্ছে পুরুষ। তিন কিংবা চারভাগের এক ভাগ হচ্ছে শিশু। বাকিরা নারী পাঠক। শিশুরা মূলত স্কুলের শিক্ষার্থী। কলেজের শিক্ষার্থীও কম। এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমেও অনেকে পড়তে আসেন। এই সংখ্যা গ্রন্থাগার বিশেষে এবং মাসের তারতম্য অনুযায়ী ২০ জন থেকে ১৫০ জন পর্যন্ত হচ্ছে।

মোবাইল/কম্পিউটার এর যুগে এসে যে পাঠকের সংখ্যা কমেছে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। বই বিক্রির দোকানগুলোতে থেকেও জানা যায়, পাঠক ক্রমে ক্রমে কমেছে। কথা ছিল— যেহেতু দেশে সাক্ষরতার হার বাড়ছে, প্রতিষ্ঠানমুখী মানুষের সংখ্যা বেশি, তাই পাঠকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা ছিল। বাস্তবে ঘটছে তার উল্টোটা। বাড়ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাড়ছে শিক্ষিতের হার। আর কমেছে পাঠক সংখ্যা। মোবাইল/কম্পিউটারের প্রতি অত্যধিক মাত্রায় আসক্তিও পাঠক সংখ্যা কমাচ্ছে বলেও অনেকে মনে করছেন।

বর্তমানে স্কুল-কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা পাঠগ্রহণের পরিবর্তে ফলাফল ভালো করার চেষ্টায় থাকে বলে গ্রন্থাগারভিত্তিক পাঠকের সংখ্যা খুবই কমে আসছে। শিশুদের পাঠগ্রহণের স্বাধীনতা থাকলে সে হয়তো গ্রন্থাগারমুখী হতে পারতো। কিন্তু অভিভাবকদের চাপেও অনেক সময় স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা নিজেদের পাঠক্রমভুক্ত বইয়ের মধ্যে বন্দি রাখতে বাধ্য হয়। আর এই বয়সে পাঠাভ্যাস গড়ে না ওঠার কারণেও তথাকথিত শিক্ষিতজনেরা গ্রন্থাগারমুখী হননা। সরকারি গণগ্রন্থাগারগুলোতে বৈচিত্র্যপূর্ণ বইয়ের সমাহার। সেই বৈচিত্র্যপূর্ণ বইও পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারছে না। বিচিত্র স্বাদের পাঠকগণ চাইলে সেখানে নিজেদের পছন্দের বই পড়তে পারেন। তারপরও পাঠক উপস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক।

আমাদের সমাজে যত নৈরাজ্য তার মূলে মানুষের শিক্ষা না থাকা। শ্রেণিকক্ষের পাঠ হয়ে উঠেছে সনদনির্ভর। গ্রন্থাগারগুলো আমাদের আলো দেখাতে পারতো। কিন্তু জ্ঞাননির্ভর সমাজ নির্মাণে রাষ্ট্রীয়-সামাজিক-পারিবারিক কোনো চেষ্টা না থাকার কারণে আমরা গ্রন্থাগার বিমুখ হয়েছি। একটি সুস্থ জাতি গঠন করতে হলে আমাদের গ্রন্থাগারমুখী তথা পাঠমুখী হওয়ার কোনো বিকল্প নেই।



ইএসডিও-এর সাথে আমার পথচলা

প্রফেসর ড. রায়হান হাবিব
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ

প্রথম পরিচয়

২০১৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র আমন্ত্রণে ঠাকুরগাঁও এর চাঁজ প্রস্তুতকারকদের অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য প্রথম বারের মতো আমার ইএসডিও-তে আসা। ঢাকা থেকে দীর্ঘ পথযাত্রা শেষে রাত্রি ১০ টা নাগাদ যখন আমি ইএসডিও এর মেধাবিকাশ কেন্দ্রে পৌঁছাই তখন এক রাশ ভালোলাগা ও বিস্ময় নিয়ে আমার স্নেহের শাহরিয়ার হায়দার, বর্তমানে ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ এর কাছে জানতে পারি যে, ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক সর্বজন শ্রদ্ধেয় ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জামান আমার জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন, সেই সন্ধ্যা থেকে। এই উষ্ণ-হৃদয়, বিনয়ী মানুষটির মধুর আলিঙ্গনে আমার পথের ক্লান্তি নিমেষেই দূর হয়ে গেল। আমাকে প্রথমেই আপ্যায়ন করা হয় ইএসডিও এর ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকারের হালকা নাস্তা যেমন কলার চিপস, চানাচুর, মটর ভাজা ইত্যাদি দিয়ে, যার স্বাদ আজও মুখে লেগে আছে। ড. জামান (যাকে জামান ভাই বলে সম্বোধন করতাই এখন বেশি ভালো লাগে) আমাকে অনতিবিলম্বে নৈশভোজের জন্য নিয়ে যান তিনতলা বিশিষ্ট মূল ভবনের নিচে অবস্থিত ডাইনিং কক্ষে। ইএসডিও'র সাততলা নতুন ভবনটি তখনও নির্মাণাধীন। তাই থাকার ব্যবস্থা ছিল মূল ভবনের তিনতলার একটি কক্ষে। জানিয়ে দেওয়া হলো যে, পর দিন সকালেই আমাকে রোজকার এসেম্বলিতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে হবে। প্রথম রাতটি ভালো ভাবেই কেটে গেল।

দেশপ্রেম দিয়ে শুরু

সকালে নাস্তা শেষে আমাকে অফিসের সামনের চত্বরে নিয়ে যাওয়া হয়। ইতোমধ্যেই অফিসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হয়েছেন। কম করে হলেও ৮০ জন হবেই। ড. জামান জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। তারপরে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত। স্কুল জীবনের পর এভাবে সকলের সাথে “আমার সোনার বাংলা” গেয়ে ওঠার স্বাদ আবার নতুন করে পেলাম। যেই প্রতিষ্ঠানে কর্মদিবস শুরু হয় দেশকে ভালোবাসার জয়গান দিয়ে, সেই প্রতিষ্ঠান যে দেশের জন্য কাজ করেছে নিশ্চিত হয়ে গেলাম। পরবর্তীতে এর প্রমাণ পেয়েছি পদে পদে।

সততা, শৃঙ্খলা ও সুপরিকল্পনার সমাহার

ইএসডিও হলো প্রথম এনজিও (পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা) যাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ আমার হয়েছে (এখন অবশ্য অনেক পার্টনার অর্গানাইজেশনের সাথেই আমি কাজ করি)। কিন্তু ইএসডিও এখনও অনন্য। এ যেন প্রথম প্রেম! আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো সংস্থার বিভিন্ন শাখা ও কর্মকাণ্ডের সাথে। আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী জনাব আইনুল হক, প্রোগ্রাম ফোকাল। এই সর্বসহা মানুষটি এখনও আমার কাছে ইএসডিও এর টোকস কর্মীবাহিনীর এক অত্যন্ত চর্চনমুণা হয়ে আছেন। বিস্মিত হলাম বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা, অটুট শৃঙ্খলা ও সর্বক্ষেত্রে কর্মীদের সং কর্মপ্রয়াসের সাথে। আমার আত্মপলঙ্কির নতুন দুয়ার খুলে গেল। মাত্র ৩০ বছরেই একটি এনজিওর পক্ষে এতটা বিকশিত হওয়ার ইতিহাস অবিস্ম্য মনে হলো। কিন্তু এটা ছিল বাস্তব। উপলব্ধি করলাম এর পেছনে রয়েছে তুখোড় একটি মাথা এবং যোগ্য নেতৃত্ব। জানতে পারলাম প্রধান নির্বাহী ড. জামানের আপোসহীন ব্যক্তিত্ব এবং কোমল হৃদয়ের কথা। দুঃখ হলো বাংলাদেশের জন্য। হায়! সমগ্র বাংলাদেশটা যদি এভাবে পরিচালিত হতো! কিছু সময় পরে দূরগত শিশু কিশোরদের কলরবের কারণ জিজ্ঞেস করতেই জানতে পারলাম ইএসডিও পরিচালিত দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ইকো-পাঠশালা ও কলেজের কথা।

এনজিও পর্যায়ে এত সুন্দর একটি স্কুল ও কলেজ পরিচালনা আমাকে অভিভূত করে। জেনে সুখী হলাম ড. জামানের সুযোগ্য সহধর্মিণী ড. সেলিমা আখতার এই বিদ্যায়তনের প্রিন্সিপাল। এ যেন মানিক জোড়। বিস্ময়ের পর বিস্ময়!

মাঠ সফর ও এক রাশ ভালোলাগা

বিকলে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় ইএসডিও এর বিভিন্ন স্থাপনায়। পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় তাদের সেবাধন্য বিভিন্ন চীজ প্রস্তুতকারীদের সাথে। বিশেষভাবে মনে পড়ে ঠাকুরগাঁও এর কিংবদন্তি মাসুমা খানমের কথা যিনি বাংলাদেশে মোজারেলা চীজ শিল্পের পথিকৃৎ। মাসুমা খানম অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেন ইএসডিও'র সহযোগিতার কথা। পরবর্তীতে এই স্বীকারোক্তি আমি বহুবার শুনেছি বিভিন্ন সেবাগ্রহীতার কাছ থেকে। পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থাগুলোর মাঝে ইএসডিও এর বিশেষ গ্রহণযোগ্যতার কথাও জেনেছি। পরিবেশ রক্ষায় এবং দেশের পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ইএসডিও কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর' এক কথায় ছিল অনন্য। এই জাদুঘর দেশের একমাত্র স্থান যেখানে বাংলাদেশের সকল নদীর পানির নমুনা সংরক্ষিত রয়েছে। বিস্মিত হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি, অভিভূত হয়েছি বারংবার। ধন্যবাদ, জামান ভাই! ধন্যবাদ, ইএসডিও-এর সুযোগ্য কর্মীবাহিনী! আপনারা এগিয়ে যান। বাংলাদেশ আপনাদেরকেই চায়।

বিস্ময় দিয়ে শেষ

প্রথম সফরের পরে ফিরে যাই নিজ কর্মক্ষেত্রে। এর পরে ইএসডিও এর ডাকে সাড়া দিয়ে মানব সম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিতে ছুটে এসেছি বারংবার। প্রথমবারের মত দূরের পথ আর কখনোই মনে হয় নাই। জানি যে পথের শেষে অপেক্ষায় আছে ইএসডিও, ভ্রমণ শেষে বিশেষ প্রাপ্তি একরাশ ভালোলাগা। সর্বাস্তবকরণে কামনা করি ইএসডিও দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনুক, প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে নিয়ে যাক অনন্য উচ্চতায়। পরম করুণাময়ের কাছে বিনীত প্রার্থনা, জামান ভাই ও তাঁর পরিবার দীর্ঘজীবী হোক। এমন কর্মবীর যেন জন্ম নেয় বাংলাদেশের ঘরে ঘরে।

পরিশেষে বলতেই হয়, ইএসডিও আজও আমার কাছে এক বিস্ময়। এই বিস্ময়ের শেষ নেই! আছে কী?



ইএসডিওর তিন যুগের অভিযাত্রা

ড. মিজানুর রহমান নাসিম

সম্পাদক, মননরেখা

সমাজের ক্যানভাসে কিছু করার ভাবনা, সমূহ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা এবং সেটি বাস্তবায়ন করার কাজটি বাস্তবে অনেক কঠিন। ড. জামান উত্তরবঙ্গের ভূগোল ও জীবনধারা সম্পর্কে বিশ্লেষণী ধারণা রাখেন। নইলে দেশের পিছিয়ে পড়া এক প্রান্তিক অবস্থান থেকে তিনি তাঁর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু করে তাকে দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় সংস্থায় পরিণত করতে পারতেন না। বলা যত সহজ, কাজটি তত সহজ ছিল না। আমার ধারণা প্রতি পদে পদে প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই এই সংস্থাকে এগোতে হয়েছে। ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সংস্থাটির দীর্ঘ পথের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে টিকে থাকা ও সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে তার বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কাজটি দৃষ্টান্তস্থানীয়। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতার ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষেত্রে যে নিজের উপর আত্মবিশ্বাস, দক্ষ, কর্ম-উদ্দীপনা ও নিখুঁত পরিকল্পনা ছিল তা প্রশংসনীয়। বর্তমানে এই সংস্থা দেশের পঞ্চাশের অধিক জেলায় তার কর্মপরিসর বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছে। পরিসংখ্যানটি ড. শহীদ উজ্জ্বল জামান ও তাঁর টিমের সাফল্য প্রমাণ করে।

ইএসডিও-র উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বহুমুখী। তার অনেক পলিসি প্রচলিত এনজিও ভাবনার দর্শনেই পরিচালিত। নিম্ন আয়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, দলিত শ্রেণি, আদিবাসী সম্প্রদায়কে নিয়ে এই সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলায় রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা আদিবাসী জনগোষ্ঠী। তাদের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলাদেশের মূল্যবান সাংস্কৃতিক সম্পদ। এখানকার কৃষি ও কুটিরশিল্পেও তাদের শ্রমঘন অবদান রয়েছে। ইএসডিও তাদের জীবনমান ও ঐতিহ্য বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবেশকে। বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প গড়ে তোলা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নারীদের উপার্জনশীল হতে পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদের পরিবারের সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার প্রয়াস হয়েছে। পরিবারে মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে নারীদের। তাদের সম্ভাবনা পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। ঠাকুরগাঁও এবং দিনাজপুর জেলার কয়েকটি প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রামে গিয়ে এই সংস্থার কিছু কার্যক্রম দেখার সুযোগ হয়েছিল। ওইসব এলাকায় ইএসডিও-র অর্থায়নে স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা হয়। আদিবাসী শিশুরা সেখানে শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে। গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণেও ইএসডিও-র উদ্যোগ রয়েছে। ঠাকুরগাঁও-এর রাণীশংকৈল উপজেলায় কাতিহার বাজারটি এই সংস্থার অর্থায়নে একটি দৃষ্টিনন্দন গ্রামীণ হাটে পরিণত হয়েছে যা দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

এর বাইরে ইএসডিও-র বেশকিছু উইংস আছে যেগুলো ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। যেমন: উন্নয়ন কার্যক্রমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে যুক্ত করা, উন্নয়ন বাস্তবায়নের জন্য ডাটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, কৃষক পর্যায়ে কৃষি গবেষণা সম্প্রসারণ, আউট সোর্সিং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, স্থানীয় ইতিহাস চর্চা ও সংরক্ষণ, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি প্রতিষ্ঠা, লোকায়ন নামে দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশের মাধ্যমে গণতথ্য প্রচার প্রভৃতি।

উল্লেখ্য যে, ঠাকুরগাঁও জেলায় মানসম্পন্ন শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে ২০০১ সালে ইএসডিও-র উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ। ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠানটি দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সরকারি অনুমোদন পায়। এরপর একে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়; এমনকি ইকো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেরও পরিকল্পনা তাদের রয়েছে। দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলীর মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান, উন্নত শ্রেণিকক্ষ, ল্যাব সুবিধা, অনলাইন তথ্য প্রচার কার্যক্রম ও সার্বিকভাবে আধুনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইকো পাঠশালার শিক্ষার্থীরা ঠাকুরগাঁও জেলায় প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য ফলাফল অর্জন করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন ড. জামানের সহধর্মিণী ড. সেলিমা আখতার। তিনি আশির দশকে আমার উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের কলেজ জীবনের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাভাজন মরহুম সূজায়াত আলী মিঞার কন্যা। অধ্যক্ষ স্যারের ঋজু-কঠোর ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যের কথা এখনও মনে পড়ে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তখনকার দিনে ছাত্র-শিক্ষকের মর্যাদাপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও অধ্যবসায়ী সম্পর্কই আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মূল ভিতটি তৈরি করে দিয়েছে। সেলিমা আপনার পেশাগত দক্ষতা হয়তো পারিবারিক ঐতিহ্যেই পাওয়া।

আর একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগের কথা না বললেই নয়। উত্তর জনপদের ঐতিহ্য ও ইতিহাসের সংরক্ষণে ২০০৬ সালে লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর প্রতিষ্ঠা ইএসডিও-এর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বছর দুয়েক আগে জাদুঘরটি পরিদর্শন করি এবং এর সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা দেখে মুগ্ধ হই। সেখানে গ্রামীণ মানুষের জীবন-জীবিকা পরিচালনায়

ব্যবহৃত ঐতিহ্যপূর্ণ কৃষি উপকরণ সম্ভার এবং লোকজ-সংস্কৃতি ও বিনোদনের বিভিন্ন উপকরণ সংরক্ষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি সন্নিহিত এলাকার সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত উপকরণ, নদী এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে ঐতিহ্য নমুনা সংরক্ষিত আছে আলাদা আলাদা গ্যালারিতে। এই জাদুঘর উত্তরবঙ্গের লোকজ ঐতিহ্য ও প্রাণপ্রকৃতি গবেষণায় খুবই সহায়ক হবে বলে মনে করি।

এ পর্যায়ে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। জামান ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় বছর দু'য়েক হবে। গবেষক শ্রদ্ধেয় মাহবুব সিদ্দিকী মারফত এমন এক সময় ফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয় যখন আমার জার্নালের একটি বিশেষ সংখ্যার মার্চপর্যায়ের গবেষণা কাজে ঠাকুরগাঁও যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। যাওয়ার আগের রাতে তাঁকে ফোন করি, তিনি আন্তরিক কণ্ঠে আমাকে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে স্বাগত জানান। বিগত দু'বছর থেকে বেশ কয়েকবার ঠাকুরগাঁও গিয়ে আমি জামান ভাইয়ের অকুপণ আতিথ্য গ্রহণ করেছি। প্রতিবারই তিনি নানা সহায়তা দিয়ে আমার শ্রমঘন ও সময়সাপেক্ষ কাজগুলো সহজ করে দিয়েছেন। আজকাল শিল্পসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক পাওয়া বড় দুর্লভ। জামান ভাইয়ের ভূমিকা সেক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক বটে। এমনকি প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমার অনুরোধে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে লেখা দিয়ে কৃতজ্ঞ করেছেন। তিনি একজন ভালো মানের সমাজ গবেষক ও দক্ষ সংগঠক। তিনি সমাজ গবেষণায় ডক্টর ডিগ্রি অর্জনকারী। যদিও শুধু একাডেমিক জ্ঞান নয়; উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় এমনকি দেশব্যাপী হাতেকলমে কাজ করার বিশাল অভিজ্ঞায় তিনি অভিজ্ঞ। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও অভিজ্ঞতা ও স্বীকৃতি কম কিছু নয়। সুতরাং তাঁকে সম্পৃক্ত করতে পারাটা আনন্দের। এখন আমার কাছে ঠাকুরগাঁও ও জামান ভাই সমার্থক বলে মনে হয়। ইএসডিওকে নিজের প্রতিষ্ঠানের মতোই ভাবতে পারি।

শিল্পসাহিত্য ও সমাজ গবেষণায় মার্চেঘাটে ঘুরেফিরে প্রান্তজনের দুয়ারে দুয়ারে হাজির হয়ে কাজ করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রান্তজনের জীবনঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার বয়ানই সমাজ গবেষণার মূল ভিত্তি। আশি ও নব্বইয়ের দশকে কিংবদন্তি চারণ সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন ছিলেন বাংলাদেশের মফসসল সাংবাদিকতার আধুনিক পথিকৃৎ। “পথ থেকে পথে চলা”র অনুপ্রেরণাটি তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। চেষ্টা করছি মোনাজাতের উত্তরসূরি হিসেবে উত্তরাঞ্চলের মানুষের যাপিত জীবনের সংকট ও সম্ভাবনাকে আরও বিস্তৃতভাবে তুলে ধরতে। ভাবতে ভালো লাগে যে, এই পথযাত্রায় জামান ভাইয়ের সঙ্গে একটি সুসম্পর্ক রচিত হয়ে গেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের ভার ও বৈরিতা মাথায় নিয়েই এগিয়ে যেতে হয়। আমাদের দেশে শিল্প-সাহিত্যের কাগজগুলো বছরের পর বছর ধরে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ করে যাচ্ছে। সিংহভাগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন সহায়তা নেই, না আছে রাষ্ট্র পর্যায়ের সহায়তা-স্বীকৃতি, না অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা। অথচ সামন্ত সমাজে শিল্পসাহিত্যে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। সামন্তপ্রভুরা অকুপণ সহায়তা ও উৎসাহ দিয়ে এর শক্তিশালী ভিত রচনা করে দিয়েছিলেন। সেই ভিত থেকেই আধুনিক যুগ ও উত্তর-আধুনিক যুগের অগ্রযাত্রা চলছে। অথচ সাহিত্যবান্ধব মনোভাব আমাদের দেশে তেমন গড়ে ওঠেনি।

জামান ভাই বড় মনের মানুষ— বিনয়ীও বটে। বিভিন্ন জনের কাছ থেকে তাঁর সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে নিজ এলাকায় ব্যাপক সংখ্যক মানুষ তাঁর সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। ঠাকুরগাঁওয়ের শিল্পসাহিত্য অঙ্গনে পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তিনি নিজেও একজন লেখক। কথাসাহিত্য ও সমাজ-ইতিহাস নিয়ে লেখালেখি করেন। ইতোমধ্যে তাঁর কয়েকটি বই বেরিয়েছে। সেসব বইতে উত্তরবঙ্গের অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনচিরের প্রামাণ্য তথ্য ও ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছেন। সুতরাং তাঁর কর্মক্ষেত্র ব্যাপক, কর্মকৌশল ও নিয়ন্ত্রণের দক্ষতাও ঈর্ষণীয়।

জানা যায়, পারিবারিকভাবেই জামান ভাই সামাজিক দায়বদ্ধতার সংস্কৃতির আবহে বেড়ে উঠেছেন। তাঁর বাবা সর্বজনশ্রদ্ধেয় মরহুম জয়নাল আবেদীনই পরিবারে এই দায়বোধের বীজ বপন করে গেছেন। পাকিস্তান আমলে যাটের দশকে আইয়ুব সামরিক সরকার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের এমন এক গুমোট পরিবেশ সৃষ্টি করেন যাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি, মুক্তচিন্তা ও শিল্প-সংস্কৃতির অঙ্গন সংকুচিত ও অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। জনাব আবেদীন তখন নিজ জেলা ঠাকুরগাঁয়ের রাণীশংকৈল থানায় সরকারি চাকরিতে কর্মরত ছিলেন। সেই অবস্থাতেও তিনি সেই মফসসল এলাকায় নাট্যচর্চা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অচলায়তন ভাঙার একটি সাহসী পদক্ষেপ নেন। পারফর্মিং আর্টে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। তাঁর নির্দেশনা ও পরিকল্পনায় অনেক নাটক মঞ্চায়ন হয়েছে। তিনি অফিস সময়ের বাইরে নাটক মঞ্চায়নের জন্য কলাকুশলী, আয়োজক সৃষ্টিতে সর্বাঙ্গিক প্রয়াস চালান। নিজ পরিবারের সদস্যদেরও তিনি নাটকের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিলেন। তাঁর এই অগ্রণী ভূমিকার কল্যাণেই রাণীশংকৈলের নাট্যাঙ্গন সর্ববৃহৎ হয়ে ওঠে। একের পর এক মঞ্চস্থ হতে থাকে সব জনপ্রিয় নাটক। নাটকের মাধ্যমেই তিনি বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন; মানবিকবোধের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে ঠাকুরগাঁও মহকুমা শহরে বদলি হয়ে এলে এখানেও তাঁর এই প্রয়াস অব্যাহত ছিল। এর বাইরে তাঁর সমাজসেবা ও শিল্পসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফলে তিনি ঠাকুরগাঁওয়ের সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় অভিসিক্ত হয়েছিলেন। জনাব আবেদীনের অগ্রসর চিন্তা তাঁকে একজন সফল অভিভাবকেও পরিণত করেছিল। তাঁর বংশধররা সেই উত্তরাধিকারকেই ধারণ করেছেন। বিষয়টি আমাদের সকলের জন্য সুখকর। ইএসডিও আগামী দিনগুলোতে তার নতুন নতুন উদ্ভাবনী চিন্তার প্রয়োগে উত্তরবঙ্গ তথা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাক— এই প্রত্যাশা করি। সামাজিক দায়বোধ ও মানবিকতা এই সংস্থার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ভরকেন্দ্রে থাকুক।



লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘরের প্রাণকেন্দ্র নদী গ্যালারি

মাহবুব সিদ্দিকী
শিরইল, রাজশাহী

বাংলাদেশের উত্তর জনপদ প্রাচীন শিল্প সাহিত্য ও সভ্যতার পাদপীঠ। এরই একটি উল্লেখযোগ্য অঞ্চল ঠাকুরগাঁও। টাঙ্গন, সেনুয়া, সুখ, নাগর, পুণর্ভবা, ভূগ্নী বিধৌত ঠাকুরগাঁও প্রাচীন বরেন্দ্রীর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বরেন্দ্রীর প্রাচীন ইতিহাস যেমন গৌরবময়-ঠাকুরগাঁও সেই গৌরবের অহংকার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ঠাকুরগাঁও জেলার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন ইতিহাসের অসংখ্য নিদর্শন। পাল, সেন, সুলতানি আমলের বৈচিত্র্যময় প্রত্ননিদর্শনগুলো ঠাকুরগাঁওকে সমৃদ্ধ সংস্কৃতির এক ঐতিহ্যবাহী জনপদরূপে উপস্থাপন করেছে। অসংখ্য জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত ঠাকুরগাঁও-এর বৃহত্তর জনসমাজ। এই জেলার বিভিন্ন অংশে রয়েছে প্রটো-অস্ট্রালয়েড, দ্রাবিড়, আলপাইন, মঙ্গোলয়েড, জনগোষ্ঠীর মানুষ। এদের নিয়ে নানা ধরনের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থাকলেও শেষ পর্যায়ে এরা সকলেই বাংলাভাষায় কথা বলেন এবং এদের পরিচয় বাংলাদেশের বাঙালি।

ঠাকুরগাঁয়ের লোকসংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখানকার গ্রামীণ জীবনের হাজার বছরের বিবর্তনে নিজস্ব এক বৈশিষ্ট্যময় লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এই সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতি একটি সুশৃঙ্খল বলয়ের মধ্যে সাজিয়ে উপস্থাপন করেছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন সংক্ষেপে ইএসডিও। ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলাধীন পূর্ব আকচা গ্রামে গড়ে তোলা হয়েছে অসাধারণ সৃষ্টিকর্ম “লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর”।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগের অতুলনীয় মেধাসম্পন্ন একজন ছাত্র শহীদ উজ জামান। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত হলো। নিজ মেধার বলে নিশ্চিতভাবে হতে পারতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কিংবা বিসিএস দিয়ে বড় কোন সরকারি চাকুরে। কিন্তু না দৃঢ় প্রত্যয়ী এই মানুষটি নিজের পিছিয়ে পড়া জনপদকে আলোর দিশা দেখাবেন। এই সংকল্পের বাস্তবায়ন ঘটানোর প্রত্যয় নিয়ে ১৯৮৮ সালে গড়ে তুললেন ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)। নিজ উদ্ভাবনী মেধার সঠিক প্রয়োগ ঘটিয়ে ক্ষুদ্র এই প্রতিষ্ঠানটিকে মহিরুহে পরিনতি করলেন পরবর্তী সিকি শতাব্দীর মধ্যেই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ইত্যাদি নানা বিষয়ে কার্যকর অবদান রেখে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পেল। ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের অনন্য সৃষ্টি লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৬ সালে। ইতিহাসখ্যাত টাঙ্গন নদের তীরে প্রায় ২১ একর স্থান জুড়ে নানা জাতের গাছ-গাছালি আর পাখ-পাখালির কল-কাকলিতে মুখরিত নয়নাভিরাম এক পরিবেশে স্থাপিত লোকায়ন নামক জাদুঘরটি। আসলে জাদুঘর বলতে তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের দৃষ্টি সীমায় বা মনমানসে সে চিত্র ফুটে ওঠে সেটি সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ বা উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট শ্রমজীবী মানুষের জীবনাচরণকে মোটেই তুলে ধরে না। বরং জাদুঘরে রক্ষিত হাজারো প্রত্ননিদর্শন রাজা-মহারাজা, নবাব- সম্রাট এদেরই প্রতিনিধিত্ব করে। লোকালয় জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর সম্পূর্ণরূপে আমাদের পূর্বতন ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে। এরা তুলে ধরেছেন লোকায়ত শিল্প-সাহিত্য শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সংস্কৃতি, ধর্মাচরণ ইত্যাদি বিষয়ে। এখানে নেই কোন দেব-দেবীর বিগ্রহ অথবা নবাব-সম্রাট, রাজা-মহারাজাদের জীবনাচরণের নানা উপাদান। এখানেই রয়েছে দৃষ্টিভঙ্গির এক আশ্চর্যজনক গুণগত পার্থক্য। ড. শহীদ উজ জামান ও তার সহকর্মীগণ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রাচীন এই জনপদের কৃষক, কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে, ছুতোর আর গ্রামীণ কবিরাসহ নানা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে একই আঙ্গিনায় উপস্থাপন করেছেন। এদের উৎপাদন ও উৎপাদন সামগ্রী, জীবন যাপন, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ধর্মীয় আচরণ ও বিনোদনসহ লোকজ জীবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নানা অনুষঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে এই লোকায়ন জাদুঘরে। বৈচিত্র্যময় এই লোকায়ন জাদুঘরের সবথেকে আকর্ষণীয় অংশ হলো নদী গ্যালারি। এটি জাদুঘরের প্রাণকেন্দ্র।

নদী গ্যালারিটি ২০১৬ সালে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এটি সাজানো হয়েছে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। বাংলাদেশ এবং পার্শ্ববর্তী বন্ধু রাষ্ট্রের সঙ্গে নদী বিষয়ক মতবিরোধ ও তাদের দ্বারা অভিন্ন নদীর পানি একতরফাভাবে প্রত্যাহারের ফলে অনেক নদী শুকিয়ে গেছে। এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে প্রায় বিলুপ্ত নদ-নদীগুলোর পানি এই নদী গ্যালারিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এগুলো ছাড়াও দেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীসহ প্রায় দেড় শতাধিক নদীর পানি এই গ্যালারিতে সংরক্ষিত রয়েছে।

নদী গ্যালারিতে বাংলাদেশের নদ-নদী সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য রাখা আছে। বাংলাদেশ যে একটি নদীমাতৃক ভূখণ্ড সেটি উপস্থাপিত হয়েছে অত্যন্ত নিপুণভাবে। জন্মদাত্রী মা যেমন নিজেকে উজাড় করে দিয়ে আদর সোহাগে সন্তানকে লালন করেন এবং পৃথিবীর জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন-তেমনি হাজার হাজার নদ-নদীর পলি, বালি, কাদা দ্বারা সৃষ্ট পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ। এর প্রধান অংশই আমাদের বাংলাদেশ। আমাদের নদ-নদীগুলো অকৃপণভাবে এদের পলি ঢেলে দিয়ে সৃষ্টি করেছে দিগন্ত বিস্তৃত উর্বর সমতলভূমি-সমৃদ্ধ একটি দেশ। এদেশের জনপদগুলোও গড়ে উঠেছে শত শত নদীকে কেন্দ্র করে। এই বিষয়গুলো লোকায়ন জাদুঘরের সৃষ্টিশীল কারিগরদের দৃষ্টি এড়ায়নি। এদের সৃষ্ট নদী গ্যালারিতে সেই মাতৃরূপী নদীরই যাবতীয় বন্দনা ধ্বনিত হচ্ছে। এখানে উঠে এসেছে নদী নির্ভর জনজীবনের নানান দিক। নদী ভিত্তিক পেশা, এসংক্রান্ত নানা বৃত্তি নির্ভর উপকরণ। আরও রয়েছে নদীসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উৎসবের কথা যেমন-নৌকাবাইচ, ভাটিয়ালিগান, ভাওয়াইয়া ইত্যাদি। এছাড়াও নদীর বান-বন্যা-প্লাবন, নদীর চর, নদী ভাঙ্গন, নদীর মাছ, জলজ প্রাণী ও পাখ-পাখালিসহ নদী সম্পর্কিত প্রায় সকল বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। এই গ্যালারিতে বাংলাদেশের হালনাগাদ নদ-নদীর তালিকা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য রাখা আছে।

নদ-নদীর বিষয়ে আমার গবেষণা দীর্ঘদিনের। বাংলাদেশের প্রায় সবকটি জেলাতে ঘুরে বেড়িয়েছি নদীর পেছনে। আমার অভিজ্ঞতায় কোথাও লোকায়ন জাদুঘরের মতো নদী নিয়ে সৃষ্টিশীল এ জাতীয় গ্যালারি চোখে পড়েনি। এটি সত্যিই অনন্যসাধারণ একটি প্রয়াস। এই গ্যালারিতে নদীবিষয়ক গ্রন্থের একটি সংগ্রহশালা থাকা জরুরি।



ইএমডিও পরিবারের
স্মৃতিচারণ



মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
সাবেক চেয়ারম্যান
ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট
অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

শুভেচ্ছা বানী

ইএসডিও প্রতিষ্ঠার তিনযুগ অতিক্রম করেছে। বাংলাদেশে যে কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের সাথে তিনযুগ অতিক্রম করা নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। ঠাকুরগাঁও-এ ১৯৮৮'র বন্যা মোকাবেলায় দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে ইএসডিও'র যাত্রা শুরু হয়েছিল-যার নেতৃত্বে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী তরুণ শহীদ উজ্জ্বল জামান। এরপর ইএসডিও'র অগ্রগতি বাংলাদেশের উন্নয়ন ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে পরিণত হচ্ছে। উত্তরের প্রান্তিক জেলা শহর ঠাকুরগাঁও থেকে ইএসডিও'র বিস্তৃতি ঘটেছে সারাদেশে। ইএসডিও দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা নিরসনে গ্রহণ করেছে বৈচিত্র্যময় উদ্ভাবনী উদ্যোগ। তেঁতুলিয়ায় প্রান্তিক কিশানিরা ফুটিয়েছে টিউলিপ ফুল, লক্ষাধিক ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা দারিদ্র্যকে পরাভূত করেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নেও ইএসডিও'র অবদান সর্বজন স্বীকৃত।

ইএসডিও'র এই তিনযুগ পূর্তিতে-গর্বে আমার বুক ফুলে উঠেছে। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হতে চাচ্ছে মন। ইএসডিও'র প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জ্বল জামানের প্রতি জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন। ইএসডিও'র সঙ্গে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যারা জামানের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন তাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। শুভেচ্ছা জানাই ইএসডিও'র হাজার হাজার কর্মী ভাই-বোনদের, ইএসডিও'র সাথে সম্পৃক্ত, উপকৃত লক্ষ বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষকে।

জয় হোক সংগ্রামী মানুষের।

জয় হোক ইএসডিও'র নিরন্তর সংগ্রামের।

(মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর)



ইএসডিও আশা-ভরসা-প্রাণ্ডি ও প্রত্যাশার প্লাটফর্ম

মো. সফিকুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
নির্বাহী পরিষদ, ইএসডিও

১৯৮৮ সালের ৩ এপ্রিল। একটি ধারণা থেকে একত্রিত হলো কয়েকজন কলেজ পড়ুয়া যুবক। তাদের মধ্যে তখন চরম উত্তেজনা। শুধুই কি উত্তেজনা? তাদের মধ্যে ছিল নতুন এক স্বপ্নও। ছিল অনগ্রসর এলাকার প্রান্তজনদের এগিয়ে নেওয়ার স্বপ্ন। আর ওই স্বপ্ন বাস্তবায়নে নানামাত্রিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। যাকে আমরা ‘জামান’ নামেই সম্বোধন করতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি।

রেকর্ড নম্বর নিয়ে পাশ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র লেখাপড়ার পালা শেষে হয়তো হতে চাইবেন শীর্ষস্থানীয় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, নতুবা পেতে চাইবেন বিসিএস ক্যাডারের কোনো লোভনীয় চাকুরি। কিন্তু জামান সেদিকে না গিয়ে মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ করেই ঠাকুরগাঁওয়ে চলে আসে এবং ইএসডিও’র হাল ধরে। তাঁর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় বাঁধা না হয়ে বরং সহায়ক হয়েছে দাঁড়িয়েছিল তাঁর পরিবার, বিশেষ করে তাঁর মা বাবা। আমি যতদূর জানি আর দশ জন অভিভাবকের মতো তাঁর বাবা মা কোন দিন কোন সিদ্ধান্ত তাঁর উপর চাপিয়ে দেননি, জামান সবসময় নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই গ্রহণ করেছে। সে যখন ইএসডিও’র দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন ইএসডিও’র কোন ভবিষ্যৎ আছে এ কথা ভাবতেও কষ্ট হতো। কিন্তু সেদিন আমরা বুঝতে পেরেছিলাম ঠিকই এই নড়বড়ে ইএসডিও-ই ঠাকুরগাঁওয়ে নেতৃত্ব দিবে পরিবর্তনের, সূচনা করবে উন্নয়নের নতুন এক অধ্যায়। তাই কিছুতেই হারাতে চাইনি এই সম্ভবনাময় তরুণটিকে। সে সময় তার পাশে থেকে যুগিয়েছি সাহস। যে যত ভালো স্বপ্ন দেখতে জানে, সে তত সফল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবেই - একথাটি তার ক্ষেত্রে শতভাগ সত্য। জামানকে ইএসডিও’র হাল ধরতে সাহস যুগিয়ে এক্ষেত্রে যিনি সবচেয়ে বড় ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তিনি আর কেউ নন তিনি হলেন তাঁরই সহধর্মিণী সেলিমা আখতার। ইএসডিও’র সর্বস্তরের কর্মীর পক্ষে তাঁকে কৃতজ্ঞতা।

তারপরের ঘটনা বাস্তবতাকেও হার মানিয়েছে। একের পর এক প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে ইএসডিও অর্জন করেছে ব্যাপক সুনাম। বিস্তৃত হয়েছে এক জেলা থেকে অন্য জেলায়। সফল হয়েছেন মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। তাঁর নেতৃত্বে ইএসডিও শুধু বিস্তৃত হয়নি, পেয়েছে খ্যাতি। এরই মধ্যে সে ডক্টরেট (পিএইচডি) ডিগ্রি অর্জন করে বনে গিয়েছে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। তাঁর পরশ পাথরের ছোঁয়ায় ইএসডিও হয়ে উঠেছে আশা-ভরসা-প্রাণ্ডি ও প্রত্যাশার প্লাটফর্ম।

ইএসডিও’র অতিক্রান্ত ৩৬ বছর বা তিনযুগ মহাকালের বিচারে খুবই অল্প সময়। এই সময়সীমার মধ্যে যে আপাত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, ইএসডিও তাকে কেবল ধরে রাখতে চায় না, চায় নিরন্তর সাফল্য অর্জন করে যেতে।

এর পর ইএসডিও কী হতে চায়, এখনই তার স্বপ্ন ও পরিকল্পনার ছক আঁকতে শুরু করেছেন ড. জামান। এই ছবিটি আমি দিব্য দেখতে পাই, ৩৬ বছরের ব্যবধানে ইএসডিও একটা বিশাল মহিরুহ হয়ে উঠেছে, যার শিকড় মাটির বহু গভীরে প্রোথিত। কোনো বাড়বাধুগই তার মূলোৎপাটন করতে পারবে না।

একটি সংস্থা তখনই সফল, যখন সেটা তার স্বপ্ন পূরণে সফল হয়। এক্ষেত্রে সফল হলেও আমরা পুরোপুরি সন্তুষ্ট নই। আমাদের যেতে হবে আরও অনেক দূর। অর্জন করতে হবে, ‘পারম্পরিক ভেদাভেদমুক্ত একটি সমতাভিত্তিক সমাজ’। যে সংস্থার কাণ্ডারী একজন ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, যে নতুন নতুন স্বপ্ন দেখতে শেখায়। তাঁর হাত ধরেই আমরা স্বপ্ন দেখতেই পারি পারম্পরিক ভেদাভেদমুক্ত সমতাভিত্তিক একটি বাংলাদেশের। সেদিন হয়তো আর বেশি দূরে নয়।

তিনযুগের এই শুভক্ষণে, দাতাসংস্থা, কর্মীবৃন্দ, প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী ও শুভানুধ্যায়ী - আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের নিঃস্বার্থ সংহতি ইএসডিওকে আরও বেশি মাত্রায় প্রাণিত করেছে নিষ্ঠাবান, দায়িত্ববান ও স্বচ্ছ হতে। আশা করি, অতীতের মতো ভবিষ্যতেও ইএসডিও’র সঙ্গে থাকবেন।



আমাদের ইএসডিও: স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে যাওয়ার তিন যুগের চালচিত্র

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জ জামান
নির্বাহী পরিচালক
ইএসডিও

শুরুর আগের গল্প

আমাদের শৈশব কৈশোর তারুণ্যের দিনগুলো এক অসম্ভব সুন্দর ছোট্ট, শান্ত, সুন্দর নিশ্চিন্তপুরে— যা ঠাকুরগাঁও জেলা শহর নামে পরিচিত। এই শহরের মাঝখান দিয়ে, স্বচ্ছ টলটলে জলে সমৃদ্ধ টাঙ্গন নদ প্রবাহিত। সারা বছর এক হাটু জল থাকে অথচ বর্ষাতে রক্তমূর্তি ধারণ করে টাঙ্গন। দুকূল ছাপিয়ে নতুন জলের শব্দে চেনাই যায় না টাঙ্গন নদকে।

এই ছোট্ট শহরে আমার বেড়ে ওঠা। পারিবারিক সূত্রে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে বাবার হাত ধরে সেই অতি শৈশবে অংশগ্রহণ। ধীরে ধীরে নিজেই কখন যে সমবয়সী আর ছোটদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তুলেছিলাম বুঝতেই পারিনি। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় ‘তুষার ক্লাব’, সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় ‘কিশোর কলির আসর’, নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় ‘টাঙ্গন সাহিত্য ও ক্রীড়া সংসদ’ প্রতিষ্ঠা করি। বছর জুড়ে নানা ধরনের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে আমাদের ক্লাবের সদস্যরা অংশ নিয়েছে— কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছে এমনকি জাতীয় পর্যায়েও পুরস্কৃত হয়েছে।

ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসিতে ভালো ফলাফল করায় আকা আমাকে ঢাকা কলেজে ভর্তি করে দেন। সেটি ১৯৮৪ সালের কথা। ঢাকা শহরে হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র ঠাকুরগাঁওবাসী। বন্ধ হ’লেই সেটি এরশাদ ভ্যাকেশন হোক আর রুটিন বন্ধই হোক ছুটে যেতাম ভালো লাগার প্রাণের ভূমি ঠাকুরগাঁও-এ। সে সময় প্রতিষ্ঠা করি হ-য-ব-র-ল ইনস্টিটিউট। মূলত সুধীরদার হোটলে আড্ডাকেন্দ্রিক এই ক্লাবটিতে আমরা তরুণেরা সামাজিক অনাচার (জুয়া, মাদক ইত্যাদি) প্রতিরোধে ব্যাপক কর্মকাণ্ড শুরু করি। যা সমাজের সর্বস্তরে প্রশংসা অর্জন করে।

এইচএসসিতেও ভালো ফলাফলের সুবাদে ভর্তি হই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে। সংগঠন, লেখাপড়া, সংস্কৃতি চর্চা আর সময় পেলেই ঠাকুরগাঁওয়ে ছুটে যাওয়া। হ-য-ব-র-ল ইনস্টিটিউটের কর্মকাণ্ডও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমাদের মনে হলো ঠাকুরগাঁও শহরের কলেজপাড়া এবং নিকটবর্তী পূর্ব আকচা গ্রামের দরিদ্র অসহায় মানুষগুলোর জন্য কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু কী বা করতে পারি আমরা? কতটুকুই বা আমাদের সামর্থ্য? শিক্ষার আলো বিস্তৃত করার জন্য আমরা মওলানা ভাসানী স্মৃতি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করি। শিশুদের শুদ্ধ ও সুন্দর বাংলা হাতের লেখার জন্য সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য ‘এসো কিছু শিখি’ কার্যক্রম হাতে নিই। তৎকালীন বিএডিসি-তে কৃষকদের হয়রানির প্রতিবাদে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলি। শিশু কিশোরদের বিজ্ঞান চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠা করি ‘টাঙ্গন বিজ্ঞান সংসদ’। প্রতি বছর টাঙ্গন বিজ্ঞান সংসদের উদ্ভাবিত বিজ্ঞান প্রজেক্টসমূহ বিজ্ঞান মেলায় জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কৃত হতো। শিশু শ্রমিকদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ এবং শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনের নানাবিধ কার্যক্রম শুরু করি। হ-য-ব-র-ল ইনস্টিটিউটের ১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে শিশু শ্রমিক বাদাম বিক্রোতা গুন্ডুর আলীকে উদ্ধোধক হিসেবে তাকে দিয়ে পতাকা উত্তোলন করাই। প্রচলিত ধারার বাইরে এ-ধরনের উদ্যোগে স্থানীয় সিভিল সোসাইটিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অনেকেই আমাদের সাহসিকতার প্রশংসা করেন, অনেকেই আবার নেতিবাচক মন্তব্যও করেন। ১৯৮৮ সাল। ভয়াবহ মহা প্লাবনে পুরো দেশ আক্রান্ত হয়। যদিও টাঙ্গন নদে বর্ষাকালে দুকূল ছাপিয়ে যেতো কিন্তু কখনোই সেভাবে বন্যা হতো না ঠাকুরগাঁও-এ। কিন্তু ১৯৮৮’র বন্যা ছিল ভয়াবহ। ঢাকা শহর যেমন ডুবে যায়, ডুবে যায় পুরো ঠাকুরগাঁও শহর। কলেজপাড়ার প্রায় দু’তিনশ পরিবার বাড়ি হারিয়ে টাঙ্গন নদের ব্রিজের দুপাশের রাস্তায় কোনরকমে পলিথিন টাঙ্গিয়ে মাথা গুঁজার ঠাই খুঁজছে। কিন্তু অব্যবহার্য ধারার বৃষ্টিতে সেটাও একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বাচ্চা ও নারীদের অবস্থা আরও ভয়াবহ। আমরা প্রথমত চিন্তা করলাম তাদের মাথা গাঁজার ঠাইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। ছুটলাম ঠাকুরগাঁও কলেজে।

কলেজ বন্ধ করে দুর্গত পরিবারগুলোর জন্য যদি কিছু একটা করা যায়। প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে দেখা করে প্রস্তাবটি উত্থাপন করলাম। স্যার প্রথমে রাজি হলেন না, বললেন সরকারি কলেজ-সরকারের অনুমতি ছাড়া সম্ভব নয়। আমরা অনেক অনুরোধ করলাম; বললাম, স্যার আপনি অনুমতি দিন, শিশুদের বাঁচান, নারীদের বাঁচান, দুর্গতদের বাঁচান। স্যার এক ঘণ্টা পর যেতে বললেন। গেলাম, স্যার অনুমতি দিলেন।

ইএসডিও'র সূচনা পর্ব

প্রিন্সিপাল স্যারের অনুমতি পাওয়া মাত্রই আমরা প্রায় দুইশ পরিবারকে সরকারি কলেজে সাময়িক আশ্রয়কেন্দ্র করে বসবাসের ব্যবস্থা করি। এরপরই প্রশ্ন এলো খাবারের ব্যবস্থার। এসব পরিবার একেবারেই দরিদ্র এবং শ্রমজীবী। অব্যবস্থার কারণে কোন আয়-রোজগার নেই-ফলে খাবার নেই-একেবারে নিরন্ন অবস্থা। আমরা চৌদ্দ/পনেরো জন নিজেদের জমানো টাকা, পরিবারের সহায়তা সব মিলিয়ে দুদিন চালাতে পারলাম। স্থানীয় জেলা প্রশাসন, পৌরসভা ও শহরের সম্পন্ন ব্যক্তিদের সহায়তাও ছিল কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এ অবস্থায় আমরা চতুর্দিকে ছুটাছুটি করছি।

সামাজিক একটি দাতা সংস্থা তখন দুর্গত মানুষের জন্য সহায়তা করছিল। তাদের প্রতিনিধিদের আমরা অনুরোধ করি এই দুর্গত কেন্দ্রে সহায়তা দানের জন্য। তারা আমাদের কোন এনজিও আছে কিনা জানতে চাইলেন। সে সময়ে এনজিও সম্পর্কে আমাদের তেমন কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। নিজেদের প্রতিষ্ঠান বলতে হ-য-ব-র-ল ইনস্টিটিউট। যাহোক, তাঁরা নিজেরাই বন্যা দুর্গতদের জন্য খাদ্য, জরুরি ঔষধ ইত্যাদি ত্রয় করে আমাদেরকে ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন। সতেরো দিন ক্যাম্প পরিচালনার পর এবং বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটায় সবাই যার যার বাড়িতে ফিরে যায়। কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে থাকে। তাদের অনুরোধ, সাহায্যের জন্য নয়, যথাক্ষেত্রে কৃষি কাজের জন্য ঋণের। আমরা সবাই ছাত্র। ঋণ দিব সে টাকা বা সামর্থ্য কোথায়? তাছাড়া আমাদের কোন সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানও নেই। যাহোক, আমাদের নিজের জমানো টাকা থেকে ১৪০০০/- টাকা ধান উঠলে পরিশোধ করবে মর্মে ৫০০/- টাকা হারে ২৮টি পরিবারকে ঋণ প্রদান করি। একই সময়ে সরকারি অনুমোদনের জন্য এনজিও প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অনেকগুলো নাম নিয়ে ভেবে চিন্তে 'ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) নামকরণ করি। সেসময় ঠাকুরগাঁও জেলার সমাজসেবা অফিসারের দায়িত্বে ছিলেন আমার ঠাকুরগাঁও জেলা স্কুলের শিক্ষক হাফিজউদ্দিন স্যার। স্যারের সাথে সাক্ষাৎ করে বিস্তারিত উপস্থাপন করি। স্যার, প্রথমে লেখাপড়ার ক্ষতি হ'তে পারে এমন আশঙ্কা করলেও আমার অনুরোধে রেজিস্ট্রেশন পেতে প্রয়োজনীয় সহায়তা করলেন। রেজিস্ট্রেশন পাওয়া গেল কিছু দিনের মধ্যেই।

আমার ছোট বোন জহুরাতুন নেছা জুসনি তখন ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজের ছাত্রী। জুসনি এবং শ্রদ্ধেয়া অনিতা বৌদির মাধ্যমে প্রায় ১০০ জন নারী সদস্য নিয়ে ইএসডিও'র প্রথম কলেজপাড়া মহিলা সমিতি গঠন করা হয়। সপ্তাহে ০১ দিন সভা, সাপ্তাহিক সঞ্চয় ০১/- (এক) টাকা এবং সামাজিক আলোচনা। কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় সাদা রেজিস্ট্রারে নাম এন্ট্রি করে সঞ্চয় জমা নেওয়া হ'তো। পূর্ব আকচা গ্রামে দরিদ্র পরিবারের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য ফ্রি কোচিং সেন্টার এবং সন্তায় হারিকেনের আলোয় বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালাতাম আমরা। পর্যায়ক্রমিকভাবে আমরা চৌদ্দ-পনেরো জন শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত থাকতাম।

কলেজপাড়ায় একটা অফিস ভাড়া নিলাম আমরা। ১২০০/- টাকা মাসিক ভাড়া। আবার পূর্ব পরিচিত থাকায় বাড়ির মালিক শ্রদ্ধেয়া আশরাফ আলী ভাই অফিস ভাড়া দিতে রাজি হলেন। পুরো বাসার একটি মাত্র রুম অফিসের জন্য রেখে পুরো বাসাটিকে ছাত্রাবাস বানালাম আমরা। ভাড়া পেতাম সব মিলিয়ে ১৭৫০/- টাকা। ১২০০/- টাকা বাড়ি ভাড়া মিটিয়ে অবশিষ্ট ৫৫০/- টাকা দিয়ে অফিস চালাতাম আমরা। এর সাথে নিজেদের টাকা তো দিতেই হ'তো।

ক্লাব থেকে এনজিওতে উত্তোরণ: শুরু দিকের দিনগুলো

ইএসডিও তো রেজিস্ট্রেশন হ'লো। নিজেদের স্ব-প্রণোদিত কার্যক্রমগুলোও চলছে কিন্তু দাতা সংস্থা, প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি ইত্যাদি কোন বিষয়েই ধারণা না থাকায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা দুরূহ হয়ে পড়ছিল। আমার সহযোগিতা সন্তোষ, স্বপন, পরিমল, নির্মল, যামিনী, নরেশ, কামরুজ্জামান, জুসনি সবার আমার উপর অগাধ আস্থা ছিল। কয়েকজনের আস্থা না থাকায় তারা আমাদেরকে ধিক্কার দিয়ে চলে যায়। অবস্থা এমন, ইএসডিও প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে হ-য-ব-র-ল ইনস্টিটিউটও ভেঙ্গে গেল।

একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া, আরেক দিকে ইএসডিও'র এই অবস্থা সব মিলিয়ে ভালগোল পাকানো অবস্থা। নানা জনের নানা কথা। অধিকাংশই নেতিবাচক। ছোট্টাছুটি করলাম স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত এনজিওগুলোর সম্মানিত নির্বাহী পরিচালকবৃন্দের সাথে। তারা এমন কোন সহায়তা তো করলেন-ই না বরং এনজিও না করে চাকরি-বাকুরি করার পরামর্শ দিলেন।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহযোগী সংস্থা হিসেবে যাত্রা শুরু: কেটে গেল ঘোর অমানিশা ১৯৮৮ থেকে ১৯৯১। কেটে গেছে মাঝখানে ০৩ টি বছর। এই সময়ে আমরা আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মির্জা আলমগীর স্যারের শরণাপন্ন হই। স্যারকে নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য অনুরোধ করি। স্যার তখন ঠাকুরগাঁও পৌরসভার চেয়ারম্যান। স্যার আমাদের অনুরোধে সম্মতি জানান। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও আমরা ধৈর্য হারাইনি। ১৯৯১ সালে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে স্যারের পরামর্শে পিকেএসএফ'র সহযোগী সংস্থার জন্য আবেদন করি। আবেদনের প্রেক্ষিতে পিকেএসএফ থেকে পরিদর্শনে আসেন জনাব মাহবুবুল ইসলাম খান। আমার তখন অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। পরিদর্শন করেন কলেজপাড়া মহিলা সমিতি। ঢাকায় ধানমন্ডি ২৭ নাম্বারে পিকেএসএফ-এর অফিসে দেখা করতে বললেন। ৫০,০০০/- টাকা ঋণ সহায়তার মাধ্যমে পিকেএসএফ'র সহযোগী সংস্থা হিসেবে যাত্রা শুরু হয় আমাদের।

এগিয়ে যাওয়ার দিনগুলো

এরপর আমাদের আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। অতি-দরিদ্র মানুষের সার্বিক মুক্তিতে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতি বছর ইএসডিও যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন দাতা সংস্থার সাথে। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, শিশুশ্রম প্রতিরোধ, আদিবাসী ও দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, দুর্যোগ মোকাবেলা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ উন্নয়ন কোথায় নেই ইএসডিও?

সেই ছোট্ট প্রতিষ্ঠানটি ৪৬টি দাতা সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় দেশের ৫৩টি জেলার ৪০৮টি উপজেলায় প্রায় ৫৭১৭ উন্নয়নকর্মীর টিমের মাধ্যমে অতি দরিদ্র নারী, শিশু ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সার্বিক মুক্তিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইকো পাঠশালা, ইএসডিও কমিউনিটি ও শিশু হাসপাতাল লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য জাদুঘর, ইকো ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা।

প্রচলিত ধারার এনজিও কার্যক্রম থেকে বেড়িয়ে এসে নতুন কিছু করার তাড়না ছিল আমাদের। বিশেষত, ইএসডিও'র অবৈতনিক পরিচালক (প্রশাসন) ড. সেলিমা আখতারের ঐকান্তিক আগ্রহ, দিব্যরাত্র পরিশ্রম এবং সাধনায় ইকো পাঠশালা এ-অঞ্চলের অন্যতম সেরা বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়েছে। অর্জন করে ব্রিটিশ কাউন্সিলের আন্তর্জাতিক স্কুল অ্যাওয়ার্ড (আইএসএ), ইকো পাঠশালা উন্নীত হয়েছে কলেজ পর্যন্ত। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে।

ইএসডিও কমিউনিটি ও শিশু হাসপাতাল, লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর ও ইকো ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এ-অঞ্চলকে আলাদাভাবে পরিচিত করেছে।

যাদের কথা বলতেই হবে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকল্যাণে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষাতেই আমি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম। চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আমি। আমার বাবা-মা, ভাই-বোনেরা আমাকে এই পাগলামি থেকে বের করে এনে একটি নিরাপদ চাকুরিতে যুক্ত করার চেষ্টা করতে পারতেন এবং সেটাই স্বাভাবিক। আজকের ইএসডিও দেখে সেদিনের ঝুঁকির কথা বোঝা কঠিন। কিন্তু তারা কখনই আমার চিন্তা-ভাবনায় হস্তক্ষেপ করেননি বরং ইএসডিও প্রতিষ্ঠায় নানাভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন।

আমার স্ত্রী এবং আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠী ছিলাম। তাঁর পরিবার ঢাকা কেন্দ্রিক। তিনিও চাইতে পারতেন নিরাপত্তাপূর্ণ নির্বাপিত জীবন। চাপ দিতে পারতেন ঢাকায় থাকার জন্য। তিনি সেটা করেননি বরং যুক্ত হয়েছেন ইএসডিও'র সাথে। প্রতিনিয়ত শ্রম দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, ইএসডিও'র কার্যক্রমকে শক্তিশালী করেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন এ অঞ্চলের সর্বজন নন্দিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ।

মির্জা আলমগীর স্যারের কথা বলতেই হবে। তিনি অকুণ্ঠ সহায়তা ও সমর্থন করেছেন সেই ১৯৯১ সাল থেকেই। ইএসডিও'র বর্তমান চেয়ারম্যান সফিকুল ভাই সূচনালগ্ন থেকেই নানাভাবে সহায়তা করছেন।

ঠাকুরগাঁও'র সিভিল সোসাইটি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সামাজিক নেতৃবৃন্দ আপামর জনসাধারণ ইএসডিও-কে তাঁদের প্রাণের সংগঠনে পরিণত করেছে-ইএসডিও প্রচলিত ধারার এনজিও থেকে বেরিয়ে পরিণত হয়েছে সামাজিক সংগঠনে।

ইএসডিও'র দাতা সংস্থা সমূহ যাদের অংশীদারিত্বে ইএসডিও লক্ষ লক্ষ নারী, শিশু ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারছে তাঁদের অব্যাহত সহায়তা ও সমর্থনই ইএসডিও-কে স্থানীয় পর্যায়ের একটি সংগঠন থেকে জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনে রূপান্তরিত করেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরের অব্যাহত সহায়তা ও সমর্থন আমাদের অন্যতম বড় শক্তি।

ইএসডিও বিশ্বাস করে পারস্পরিক ভেদাভেদমুক্ত বাংলাদেশের ক্ষুধা ও দরিদ্রতা মুক্ত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশের। দেশের কোটি কোটি মানুষ আজ জেগে উঠেছে- বাংলাদেশ পৌঁছে গেছে উন্নয়নশীল দেশে। এর পেছনের সবচাইতে বড় শক্তি এদেশের তৃণমূল মানুষের। তাঁদের এই জয়যাত্রাকে আমরা অভিনন্দন জানাই-এক্ষেত্রে যৎসামান্য হলেও ইএসডিও'র ভূমিকা আছে।

ইএসডিও'র সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের অব্যাহত সহায়তা ও সমর্থন আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে। সর্বোপরি, ইএসডিও'র মূল প্রাণশক্তি ইএসডিও'র উন্নয়ন কর্মীবৃন্দ। যাদের নিরলস মেধা ও শ্রমে ইএসডিও এগিয়ে যাচ্ছে মেহনতি মানুষের মুক্তি সংগ্রামে।



বাংলাদেশে খামার পর্যায়ে প্রথম টিউলিপ ফুল ফোটানোর গল্প

ড. সেলিমা আখতার
অবৈতনিক পরিচালক (প্রশাসন), ইএসডিও
ও
অধ্যক্ষ, ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ

শুরুর আগের কথা

ঠাকুরগাঁও-এ এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করব নাকি ঢাকায় থাকব এ বিষয়টি নিয়ে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ততা ছিল। কেননা, ইএসডিও'র সামগ্রিক মাঠ পর্যায়ের কাজ সম্পর্কে সরেজমিনে আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। বিয়ের পরপরই নির্বাহী পরিচালকের সাথে ইএসডিও পরিচালিত আদর্শ গ্রাম কার্যক্রম দেখতে যাই দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ উপজেলার বাসুদেবপুর গ্রামে। আমি এসেছি শুনেই একজন বৃদ্ধ মহিলা আমাকে জড়িয়ে ধরে, সাথে করে নিয়ে যায় তার ঘরটিতে। আনন্দের আতিশয্যে কেঁদে ফেলে বলতে থাকে 'আমার কোন ঘর ছিল না, বাড়ি ছিল না, মাথা গাঁজার ঠাই ছিল না। আপনাদের জন্য আজ ঘর পেয়েছি, বাড়ি পেয়েছি, মাথা গাঁজার ঠাই পেয়েছি। আল্লাহ আপনাদের অনেক ভালো করবে।' আমি এই বৃদ্ধার আনন্দাশ্রুতে সেদিন নিজেও কেঁদেছিলাম। আমি বুঝেছিলাম, মানুষের জন্য কাজ করলে এভাবেই করতে হয় এবং সেই মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ইএসডিও'র সাথে আছি এবং চিরদিন থাকব।

২০০০ সালে ইএসডিও সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচির নতুন মডেল প্রণয়নের দায়িত্ব হাতে নেয়। সমাজকর্মের অধীত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে এই মডেল প্রণয়নে নির্বাহী পরিচালকের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ি। হরিপুর উপজেলার তারবাগান গ্রামের নিরক্ষর ও নব্যসাক্ষর দরিদ্র পরিবারগুলো কীভাবে যে একেবারেই আপন হয়ে গিয়েছিল তা ভেবে এখনও আবেগাপ্ত হই। কতবার যে তারবাগান গ্রামে গিয়েছি, বিভিন্ন পদ্ধতির ট্রায়েল দিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। অবশেষে যেদিন আমাদের এই মডেলটি ঢাকায় হোটেল পূর্বানীতে উপস্থাপিত হচ্ছিল এবং তৎকালীন সচিব ড. সা'দত হোসাইন এই মডেলটির উচ্ছসিত প্রশংসা করছিলেন, তখন মনে হয়েছিল সত্যিই মানুষের জন্য, দেশের জন্য কিছু করতে পেরেছি।

২০০০ সালেই ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক উচ্চতর প্রশিক্ষণে ছয় মাসের জন্য ডেনমার্ক যান, ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব দিয়ে যান আমাকে। আমি এই স্বল্পকালীনে ইএসডিওতে দু'টো নতুন প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন থেকে দাতা সংস্থার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে কার্যক্রম শুরু করেছিলাম। দু'টো প্রকল্প সবজি ও গো-ইন্টারফিস কেয়ার বাংলাদেশ-ডিএফআইডি'র অর্থায়নে শুরু হয়। সে সময়কালে দিনের পর দিন ঢাকা, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুরে ছোটোছুটি করতে হয়েছে, এমন হয়েছে আগেরদিন গভীর রাতে বগুড়া থেকে এসেই পরেরদিন ভোরে আবার ঢাকা যেতে হয়েছে। কিন্তু কখনও এতটুকু ক্লান্তিবোধ করিনি। ক্ষুদ্রাঙ্গ কর্মসূচিও পরিবীক্ষণ করেছি নিয়মিত। সে সময়ে দাতাসংস্থা সমূহের অকুণ্ঠ সমর্থন ও কাজের প্রতি স্বীকৃতিদান এবং ইএসডিও'র সহকর্মীদের সর্বাঙ্গিক সহায়তার কথা কখনও ভুলবার নয়।

ইকো পাঠশালার ২৫ বছরঃ পেছনে ফেলে আসা দিনগুলো

ইএসডিও'র মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শনে যেয়ে শিশুদের গুণগত শিক্ষার অভাব তীব্রভাবে অনুভব করি। এমনকি যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে, তারাও ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে ছেলেমেয়েদের মানসম্মত লেখাপড়া করানোর ইচ্ছে থাকলেও সুযোগ ছিল না। আমি প্রায়শঃই এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচালকের সাথে আলাপ করতাম এবং একটি ভালো স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের কথা জানাতাম। এভাবেই ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে ২৩ জন ছাত্র ছাত্রী নিয়ে পূর্বতন প্রধান কার্যালয়ের কো-অর্ডিনেশন ভবনে ইকো পাঠশালার যাত্রা শুরু হয়। আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ঐকান্তিক আগ্রহ আর পরম মমত্ববোধের কারণে খুব অল্প দিনের মধ্যেই ইকো পাঠশালা এ অঞ্চলের অভিভাবকদের প্রাণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তেইশ জন ছাত্রছাত্রী থেকে প্রতিবছর শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে শুরু থেকেই আমরা খুবই সতর্ক ছিলাম। অভিজ্ঞতার চাইতেও আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল শিক্ষকের নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি, হাতের লেখা, শিক্ষকতা এবং শিশুদের প্রতি অঙ্গীকার এবং ভালোবাসা।

ইকো পাঠশালার সূচনালগ্ন থেকেই জহুরাতুন নেছা জুসনি উপাধ্যক্ষ হিসেবে গভীর দায়িত্ববোধ ও মমত্ববোধের সাথে এবং সূচারুভাবে পাঠশালাকে এগিয়ে নিতে দৃষ্ট ভূমিকা পালন করছে। এক ঝাঁক উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণী, শিক্ষক-শিক্ষিকা যাদের ঐকান্তিক আগ্রহ, দৃঢ় অঙ্গীকার, শিশুদের প্রতি মমত্ববোধ তুলনাহীন এ ধরনের একটি টিমকে আমরা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেই। শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য শুরু থেকেই আমার বড় বোন নাজমা আখতার-যিনি ঢাকার একটি নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ, যিনি নিজে ঠাকুরগাঁও-এ এসে অসীম ধৈর্য্য এবং গভীর আন্তরিকতার সাথে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন-ইকো পাঠশালার সিলেবাস প্রণয়ন থেকে সার্বক্ষণিকভাবে সহায়তা ও সমর্থন যুগিয়েছেন।

প্রারম্ভিক কয়েকটি বছর পেরুতেই দেখা গেল আমাদের ছোট্ট পরিসরে শিক্ষার্থীদের আসন সংকুলান হচ্ছে না। অভিভাবকদের প্রত্যাশা অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলা শহরে প্রথমবারের মতো ইকো পাঠশালা নিজস্ব বাস সার্ভিসও চালু করে। যেহেতু আমরা আলোকিত মানুষ তৈরি করার দৃঢ় অঙ্গীকারে পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেছে, যে কারণে পাঠশালার সূচনালগ্ন থেকেই সমন্বিত শিক্ষা পদ্ধতির ওপর আমরা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে আসছি।

শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের জন্য ক্রীড়া, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সূচনালগ্ন থেকেই শিশুদের যুক্ত করা হয়। এখানে বলা প্রয়োজন, এর ফলশ্রুতিতে পঁচিশ বছর বয়সী আমাদের এই পাঠশালাটি টানা বাইশ বছর ধরে ঠাকুরগাঁও জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় দিবসের ডিসপ্রেতে প্রথম স্থান অধিকার করে আসছে।

বছর ঘুরছিল আর আমাদের নতুন শ্রেণিতে উন্নীত হচ্ছিল। স্থান সংকুলানের জন্য নতুন ভবনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলাম আমরা। অবশেষে ২০০৯ সালে ইএসডিও'র অর্থায়নে নয়নাভিরাম সুদৃঢ় বহুতল ভবনে স্থানান্তরিত হয় ইকো পাঠশালা। সবুজ ক্যাম্পাস, বিস্তৃত মাঠ, নিজস্ব পাঠাগার, বিজ্ঞানাগার, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ ক্রীড়া সুবিধা, সংস্কৃতি চর্চার জন্য মুক্তমঞ্চ আর গুণগত শিক্ষা সুনিশ্চিতকরণে ইকো পাঠশালা একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছে। একই সাথে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে শিবগঞ্জ আর পীরগঞ্জ পাঠশালাও।

ইকো পাঠশালা থেকে ইকো কলেজ: গুণগত শিক্ষার জন্য নবতর অভিযাত্রা

ইকো পাঠশালা পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক আর মাধ্যমিকের গতি পেরিয়েছে। সরকারের স্বীকৃতিও পেয়েছে যথাযথভাবে। ঈর্ষণীয় ফলাফল আর ক্রীড়া সাংস্কৃতিক চর্চা ইকো পাঠশালাকে এই জেলায় একটি বিশেষ মর্যাদায় আসীন করেছে। এক পর্যায়ে আমরা চিন্তা করি উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ইকো পাঠশালাকে উন্নীত করণের অর্থাৎ ইকো কলেজ প্রতিষ্ঠার। ২০১২ সালে ইকো পাঠশালা রূপান্তরিত হয় ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজে। শুরু থেকেই ইকো কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল ঠাকুরগাঁও জেলার মধ্যে শীর্ষে।

ইকো পাঠশালার ব্রিটিশ কাউন্সিল কর্তৃক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যাওয়ার্ড অর্জন: ভালো কাজের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

যে কোন প্রতিষ্ঠানের গুণগত মান কতটা যথার্থ সেটি নির্ভর করে যথাযথ স্বীকৃতির ওপর। পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল যেমন একটি বড় নির্ধারক আবার সামগ্রিকভাবে সমন্বিত গুণগত এবং আলোকিত শিক্ষার মান সংক্রান্ত স্বীকৃতি দানে ব্রিটিশ কাউন্সিল বিশ্বব্যাপী ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে থাকে। এই অ্যাওয়ার্ডটি মূলত ব্রিটিশ কাউন্সিল ইউকে থেকে ইস্যু করা হয়। খুবই আনন্দের বিষয় এ বছর ইকো পাঠশালা ব্রিটিশ কাউন্সিল-ইউকে'র ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে। এই অর্জন আমাদেরকে আনন্দিত-উদ্বেলিত করার পাশাপাশি দায়িত্ববোধও বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ।

খামার পর্যায়ে প্রথম টিউলিপ ফুল ফোটানোর গল্প

সেই ১৯৯৬ সাল থেকে ইএসডিওতে যুক্ত আছি অবৈতনিক পরিচালক (প্রশাসন) হিসেবে। ইএসডিও'র অনেকগুলো স্মরণীয় অধ্যায়ের যুক্ততার স্মৃতি আমাকে সব সময় তুমুলভাবে উদ্দীপিত করে। বিশেষত ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে ইএসডিও মডেল, সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচি মডেল এবং সর্বশেষ খামার পর্যায়ে প্রথম টিউলিপ ফুল ফোটানোর স্মৃতি আমার জীবনের স্বর্ণালি অধ্যায়।

২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে পিকেএসএফ'র সম্মানিত অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (বর্তমানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের মহোদয়ের উৎসাহে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক যখন এই প্রকল্পটির কথা জানালেন আমি তাৎক্ষণিকভাবে এমন একটি অসাধারণ, উদ্ভাবনীমূলক, অভিনব এবং সৃজনশীল উদ্যোগের সাথে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করছি। নির্বাহী পরিচালক আমাকে দায়িত্ব দেওয়ার সাথে সাথে আমি ইএসডিও'র হেড অব ইনকুসিভ মাইক্রোফিনান্স আইনুল হককে সাথে নিয়ে তেঁতুলিয়াতে চলে যাই।

ডিসেম্বর ২০২১'র শেষ ১৫ দিন আমরা এলাকা নির্বাচন টিউলিপ ফুল চাষী নির্বাচন চূড়ান্ত করি। টিউলিপ যেহেতু পর্যটনের সাথে সম্পৃক্ত সে কারণে দর্জিপাড়া ও শারিয়াল জোতের ০৩টি স্পট আমরা ঠিক করি। আমি প্রস্তাব দেই সকল ফুল চাষী নারী হ'লে উদ্যোগটি একটি অনন্য সাধারণ উদাহরণ হবে। সে অনুযায়ী মুক্তা, আনোয়ারা, সুমি, আয়েশা, হোসেনোয়ারা, মনোয়ারা, মোর্শেদা আর সাজেদাকে নির্বাচন করা হয়। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এই ০৮ জনই আমার অতি নিকটজনে পরিণত হয়।

পিকেএসএফ'র সিনিয়র মহা-ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) (বর্তমানে ডিএমডি) রফিক ভাই, পিকেএসএফ-আরএমটিপি'র ভেল্যু চেইন স্পেশালিস্ট রাফিজুল ভাই উদ্দীপনা এবং প্রেরণা জুগিয়েছেন। ইএসডিও'র আইনুলসহ তেঁতুলিয়া টিম মিলে আমরা পুরো উদ্যোগটিকে উৎসবে পরিণত করি। ২৫শে ডিসেম্বরের মধ্যে আমাদের মাঠ পুরোপুরি প্রস্তুত। অপেক্ষায় আছি কখন আসবে নেদারল্যান্ড থেকে টিউলিপের বাব্ব। যা আমি নিজেও কখনো চোখে দেখিনি। অবশেষে ৩১ডিসেম্বর শেষ বিকেলে বাব্ব এসে পৌঁছায় তেঁতুলিয়ায়। এ তো দেখছি একেবারে পেঁয়াজ! জীবনে প্রথম আমরা সবাই টিউলিপ বাব্ব দেখে উদ্বেলিত। ১লা জানুয়ারি, ২০২২ এ আমরা সবাই মিলে ৪০০০০ টিউলিপের বাব্ব রোপণ করি।

এরপর প্রতিটি দিন কেটেছে উৎকর্ষায়। কবে ফুটবে টিউলিপ? তেঁতুলিয়া পরিণত হবে একখণ্ড কোফেনহাফ। ০৫ দিনের মধ্যে বাব্ব থেকে অঙ্কুরোদগম হতেই আমরা ভীষণ আনন্দিত। সমস্যা বেঁধে গেল ১৫ দিনের মাথায়। রাতের বেলা টিপটিপ বৃষ্টি হতেই মনে হচ্ছিল আমার মাথায় বজ্রপাত হচ্ছে। গভীর রাতেই ইএসডিও'র টিম অসম্ভব কষ্ট করে আচ্ছাদন নিশ্চিত করে-আমাদের মাথা থেকে নেমে যায় জগদলপাথর।

২১শে জানুয়ারি, ২০২২। আমার এবং আমাদের জীবনের অন্যতম স্মরণীয় দিন। খামার পর্যায়ে কিশানিদের হাতে ফুটেছে টিউলিপ ফুল। আমি ভোরবেলায় প্রায় আধামন মিষ্টি নিয়ে ছুটে গেছি টিউলিপ বাগানে। আমাকে জড়িয়ে ধরে মুক্তা-আনোয়ারা-সুমিরা আনন্দে কেঁদে ফেলেছে-আমিও তাই।

এর পরের পর্বটি বাংলাদেশে ইতিহাস। প্রান্তিক নারীরা সামান্য সহায়তা পেলে যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে তার একটি বড় উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো তেঁতুলিয়ার কিশানিরা।

এই অসাধারণ উদ্যোগটির নেতৃত্ব দিতে পেরে আমি গর্বিত, আনন্দিত, উচ্ছ্বসিত। গভীর কৃতজ্ঞতা পিকেএসএফ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদেরকে এমন উদ্ভাবনী উদ্যোগে ইএসডিও-কে যুক্ত করার জন্য। সারাক্ষণ উৎসাহিত করেছেন রফিক ভাই (ডিএমডি) পিকেএসএফ, রাফিজুল ভাই-পিকেএসএফ। ইএসডিও'র টিমের অপরিসীম প্রচেষ্টা সবসময়ই থাকে-যেটি আমাদের একটি বড় শক্তি। স্থানীয় প্রশাসন, বিশেষত তৎকালীন ইউএনও সোহাগ বাবু এবং তৎকালীন উপজেলা কৃষি অফিসার জাহাঙ্গীর ভাইও নানাভাবে সাহায্য করেছেন। সাবেক জেলা প্রশাসক জহুরুল ভাই এবং ভাবীর সমর্থনের কথাও উল্লেখ করার মতো।

যাঁদের কথা আলাদাভাবে বলতেই হবে তাঁরা পঞ্চগড় ও তেঁতুলিয়ার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ। তাঁরা যেভাবে এই উদ্যোগটিকে জাতীয় পর্যায়ে পরিচিত করেছেন তা অতুলনীয়।

মুক্তা, আনোয়ারা, সুমি, আয়েশা, হোসেনোয়ারা, মনোয়ারা, মোর্শেদা এবং সাজেদাকে ধন্যবাদ দিব না কারণ তারা ধন্যবাদের অনেক উর্ধ্ব-বাংলাদেশের সকল নারীর অনুপ্রেরণা।



ESDO: A unique model of transformation in development

Parimal Sarker

Portfolio Management Expert,
ADB BRM &

(Joint Secretary, on Lien
Ministry of Public Administration.)

The most beautiful and satisfying days of my life are the days I spent with Mr. Md Shahid-uz-Zaman bhai in establishing Eco-Social development Organization (ESDO) at Thakurgaon in 1988. Prior to establishing this voluntary development organization, Zaman bhai used to lead a group of young people and engaged themselves for promotion of culture, sports, science clubs and libraries for the all-round development of these young people in Thakurgaon. He knew that the young people should be provided with opportunities to prepare themselves as responsible and creative citizens and at the same time their leadership and organizing skills be enhanced for the betterment of their community as well as their society. Hence, he formed some clubs such as sports, science, and literary clubs and established libraries and engaged them in these extra-curricular programs for physical, cognitive and spiritual development. He was a committed and proactive leader who guided and motivated us to work for the vulnerable and marginalized people to bring about a positive change in their lives. To be precise and to tell the truth, from his childhood he has demonstrated his competence in organizing different events i.e. cultural, literary and sports programs and motivated the young people to participate both in extracurricular as well as social development activities. The sense for strong commitment to the welfare of the vulnerable people has inspired him to establish ESDO which has contributed to achieving significant strides in socio economic development of the vulnerable and marginalized people in Bangladesh. Under his prudent and dynamic leadership this organization has been recognized as a promising and remarkable development organization through its strong presence in development interventions. This organization has been awarded a good number of prestigious awards both from national and international perspective for its recognition of commendable success in socioeconomic development of the vulnerable. His unwavering commitment and dedication have made the journey of ESDO smooth. ESDO deserves special appreciation for its innovative and comprehensive approach towards development.

It was in 1988, under the dynamic and prudent leadership of Mr. Shahid-Uz-zaman, Executive Director of ESDO we established this organization and from its inception ESDO has been entrusted with a noble vision work in solidarity with poor and marginalized people to bring them out of poverty. Initially under Zaman bhai's call a group of young, vibrant, committed and dedicated people came forward to establishing this people centered organization committed to envisioning a society free from all discriminations, inequality and injustice. For the last 36 years ESDO has been serving relentlessly to bring about a transformative change in the lives of the most poor and vulnerable people of Bangladesh.

There is no denying the fact that with all its capacity, energy and resources ESDO has been striving to respond to the most pressing needs of the poor especially women and children. This created a tremendous urge among us and our efforts played an instrumental role in creating ESDO a real home for the poor fighting for a better tomorrow. I feel honored to be an integral part of the inception of ESDO as well as to support this dynamic organization as and when required. The unwavering commitment to do something for the betterment of the poor inspired me to have proactively been engaged with ESDO and this has created an opportunity for me to serve the rural poor especially women. I have learnt many things about people and how they struggle to improve their livelihood.

Under Zaman bhai's guidance and valuable advice, we worked hard to improve the financial position of ESDO. He came forward and started working hard as well as maintained effective communication and network with international NGOs and financing partners to seek financing for the organization. His ardent effort for exploring financing became successful when we got foreign fund from South Asia Partnership-Canada BD and as a result, ESDO got registered under NGO Bureau Affairs. A good number of visitors/donors started visiting ESDO and appreciated the performance of the organization. They were highly impressed with the dedication and strong commitment of a group of young development workers of ESDO.

Our respected teacher Mirja Alamgir sir also contributed significantly to promoting and patronizing the activities of ESDO through his sincere guidance and valuable policy advice. At the initial stage, kamruzzaman bhai, Jamini, Nirmal, Sontosh(late) and many of our friends played proactive role in supporting and promoting organizational objectives. I always acknowledge their support and cooperation with due appreciation and respect.

ESDO: seeking a society free from all discrimination

In the last 36 years ESDO has experienced both challenges and opportunities to realize its objectives and goals. As founder Executive Director Zaman bhai knows that without undertaking integrated development programs for the poor and marginalized through service delivery and rights-based approach the real development for the vulnerable will not occur. The poor and the marginalized need to be made aware of their rights and responsibilities and assert their voice in the decision-making process of development. To ensure a society free from all discriminations, focus should be made on undertaking comprehensive programs for their livelihood, health, education, nutrition and human rights.

ESDO: transformative role in development

The most important aspect of ESDO is to play a key role in transformative development through adopting comprehensive development approach through access to finance to the most poor and vulnerable particularly women, opportunities for livelihood skills, human capital formation (health, education and nutrition and human rights services). Most of the beneficiaries of ESDO are women and women have been provided with access to finance, capacity building training, health, education and nutrition services. They have now emerged as capable and effective leader who can run their businesses /enterprises and thus contribute to achieving self-sufficiency in their life. Zaman bhai has transformed ESDO as a trusted development organization through focusing innovation, quality, right based approach, strategic management and climate actions. Under his guidance and leadership ESDO has emerged as a leading organization aligning its development

interventions with both national as well as global development goals. ESDO strongly believes that Climate change has been one of the major priorities to sustain the development outcomes and hence a holistic approach has been undertaken focusing on promotion of green growth and climate resilience. while undertaking any development initiative ESDO adopts initiatives to address the concern of climate change and thus contributes to achieving climate resilience and environmental sustainability.

ESDO: an example of partnership and cooperation

ESDO has been closely working in cooperation and collaboration with the Government and other actors for improving quality of life of the vulnerable through provision of microfinance, human capital formation (skill training, education and health facilities), gender and human right services which lead towards sustainable development and social justice to the vulnerable and marginalized people in Bangladesh. This organization maintains communication and network with other national and international organization to get in touch with the new approaches in the changing context of development. ESDO has been a leading development Organization which facilitates other non-government organizations to grow and flourish. ESDO Played a key role in supporting and strengthening other local development organizations. It focuses on quality and innovation in managing development activities for the beneficiaries. Furthermore, institutional and governance reforms are in place for improving the management of services.

Under prudent leadership of founding Executive Director Mr. Shahid-Uz-Zaman ESDO adopts policies to bring about significant improvements in education, health, and women's empowerment programs. He puts strong focus on policies to facilitate introducing new technologies, skill development and innovation, reducing economic and social inequalities, women empowerment, strengthening institutions and improving governance in operations and services. He also maintains a strong network and coordination with national and international NGOs to realize global commitments through promoting regionalism and shaping global institutions and thus he has been able to uphold the status of ESDO as a promising actor in development in the regional and global arena in respect of commitments towards development. In addition, his spouse Dr Selima Akhter, Principal at Eco Pathshala and College and Director of ESDO has contributed significantly to developing critical as well as intellectual thinking of the students of this esteemed academic institution. She works for quality education, improving faculty of critical thinking and promoting lifelong skills of the students. She provides policy guidance and advice on gender development, climate action, capacity building as well as facilitates smooth implementation of programs. I admire her sincere commitment, dedication to serve the suffering humanity for their betterment.

I am confident that ESDO will usher in a new world of hope for the upliftment of the most poor and vulnerable and contribute significantly to shaping dimension of development aligned with national and global development goals.

On this very august day at 36 years of anniversary I convey my heartfelt thanks and gratitude to our respected Zaman bhai, founding Executive Director, his spouse Dr Selima Akhter, Principal at Eco Pathshala and College, all the development workers, officers and staff and well-wishers of ESDO to support and facilitate realization of its noble mission for a better world free from all discriminations, inequality and injustice. Together we can achieve a better world for our ensuring generation.

ইএসডিও'র ছত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

মোঃ রেজাউল করিম

সাবেক সদস্য, সাধারণ পরিষদ, ইএসডিও

প্রবাসী, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

গভীরভাবে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি, আজ মরহুম আলহাজ জয়নাল আবেদীন সাহেবকে। যিনি ইএসডিও প্রতিষ্ঠাতার পিতা এবং ঠাকুরগাঁওয়ের অন্য সব শ্রেষ্ঠ পিতাদের কাতারের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠজন। আল্লাহ তাঁকে বেহেস্তের শ্রেষ্ঠতম স্থানে রাখুন। আমিন।

প্রতি বছর ঘুরে আসে ইএসডিও'র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। চেয়ে থাকি দিবসটির অপেক্ষায়। দেশে থাকতে আনন্দ শোভাযাত্রা, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, সমাপনী অনুষ্ঠানসহ সকল ইভেন্টেই অংশগহণ করেছি। ৩৬ বছরের মধ্যে অর্ধেক সময়ই কাটলো আমার বিদেশে। সাধারণ পরিষদের একজন সদস্য (সাবেক) মাত্র আমি। কিন্তু নির্বাহী পরিচালক প্রতি বছরই মঞ্চে ডাকেন তাঁর পরবর্তী বক্তা হিসেবে। কেন এত বড় সম্মান, এত বড় মর্যাদা, ভালোবাসা আমার প্রতি? তিনিই জানেন। মনে পড়ে আমার শুরু থেকেই যখন ইএসডিও'র কর্মপরিধি এক এক করে বাড়ছে, আর বেড়েই চলেছে প্রোগ্রামের পর প্রোগ্রাম। কর্মী নিয়োগ দিতে হবে। বর্তমানে নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর সফিকুল ইসলাম, বন্ধুবর আখতারুজ্জামান সাবু এবং আমি রেজাউল করিম মিলে একটি রিক্রুটিং বোর্ড গঠন করেছিলেন নির্বাহী পরিচালক। প্রতিমাসেই কর্মী নিয়োগ দিয়েছি। ছুটির দিন শুক্র-শনিবারেই হতো এসব নিয়োগ পরীক্ষা। বক্তৃতার মঞ্চে কর্মীদের মাঝে উৎসাহের কথাই শুনিয়েছি সবসময়।

আরও উল্লেখ্য যে, কর্মীরা পেয়েছে অভিভাবকতুল্য, স্নেহময়ী-মাতৃতুল্য ড. সেলিমা আখতারকে ইএসডিও'র পরিচালক প্রশাসন হিসেবে। আমাদের নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জামানকে নিয়ে যদি আলোচনা করি তাহলে বলবো-দেশে এবং আমেরিকায় ৩৪ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় তাঁর সমতুল্য কাউকেই আমার নজরে পড়েনি আজ পর্যন্ত। আমার কাছে মনে হয়েছে ড. জামান একজন Elon Mask, একজন জেইফ বেজোস, একজন Sam Williams। যাঁরা “তেসলা” “আমাজন” আর “Walmart” এর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ সম্মান আর গৌরবের সাথে কাজ করে এসব প্রতিষ্ঠানে। যদি দেশে সেরা মানুষ ড. ফজলে হাসান আবেদ কিংবা ড. মুহাম্মদ ইউনুসের সাথেও তুলনা করি তাতেও কি বেশি করা হবে? আমি বলি- ড. জামানের মতো প্রতিভা আমেরিকায় থাকলে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতো এই ছত্রিশ বছরে। তাঁর ছোঁয়ায় ঠাকুরগাঁওয়ে যত শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটেছে তার কি তুলনা করা যায়? ইএসডিও'কে বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান করে গড়ে তোলার সঙ্গে ঠাকুরগাঁওকেও যেন বিশ্বের সাথে পরিচিতি করে তুলবার এত প্রচেষ্টা ড. জামান ও ড. সেলিমা জামানের। কত কত কর্মমুখী টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন জামান।

আগামীর ইএসডিও হবে নোবেল বিজয়ী ইএসডিও, আগামীর ড. জামান হোক স্যার ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জামান। আসুন সকলে মিলে সেই প্রার্থনা জানাই। আর ড. সেলিমা আখতার হয়ে উঠুন বিশ্ববিখ্যাত এডুকেশনিস্ট এবং দেশের পরিধি ছেড়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ুক তাঁর নাম ও সুখ্যাতি।

ইএসডিও'র সন্ধিক্ষণে এ যেন এক বিল আর হিলারির সম্মিলন জুটি- ড. জামান ও ড. সেলিমা আখতার কাপল্। আসুন সকলে মিলে তাঁদের সুস্থ দীর্ঘ জীবন কামনা করি। ইএসডিও'র ছত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সফল হউক-সার্থক হউক। সবশেষে ইএসডিও'র কর্মীবাহিনী তথা ইএসডিও ফ্যামিলি'র প্রতিটি সদস্যকে শক্ত-ভক্ত এবং একাগ্রচিত্তে ইএসডিওকে ভালোবাসতে এবং ইএসডিও'র উন্নয়নে নিজেদের উৎসর্গ করবার আহ্বান জানিয়ে শেষ করছি।

‘উন্মাদ’ আশ্রম

জয়ন্ত কুমার বসু
উন্নয়ন সংগঠক

জামানের সাথে আমার পরিচয় বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরুতেই, একই ছাত্র রাজনীতি করার সুবাদে। আমরা ছাত্র মৈত্রী করতাম। যে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম তখন ঢাকাতে ছাত্রমৈত্রীর হাতে গোনা কর্মী; বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতি বৎসর বেশ কিছু ছাত্রমৈত্রীর কর্মী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও সীট রাজনীতির কারণে যে ছাত্র সংগঠন সিট দিতে পারতো তাদের রাজনীতিই তারা করতো। আমাদের ভর্তির বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার আগে ছাত্রমৈত্রীর কেন্দ্রীয় অফিস থেকে সব জেলায় যোগাযোগ করা হয় যেন ভর্তিচ্ছু কর্মীরা ঢাকায় ছাত্রমৈত্রী কার্যালয়ে বা মধুর কেন্দ্রিনে যোগাযোগ করে। এই উদ্যোগের ফলে ভর্তি হওয়ার পরে আমাদের ব্যাচে এক বাঁক নতুন কর্মী ছাত্রমৈত্রী পায়। এই প্রক্রিয়ার কোন এক সময়ে অন্যান্য অনেকের মতো জামানের সাথেও আমার পরিচয় ঘটে।

পরিচয় থেকে বন্ধুত্বে রূপ নিতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়নি। কারণ তখন এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে। প্রতিদিন সকাল-বিকাল একসাথে মিছিল করি না এবং সন্ধ্যায় নীলক্ষেতে ছাত্রমৈত্রী অফিসে যাই না - এরকম ঘটনা মনে পড়ে না। ইতোমধ্যে ছাত্রমৈত্রীর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্মেলন হলো এবং নতুন কমিটিও গঠিত হলো। আমরা দু’জনেই ঐ কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীতে স্থান পেলাম। এতে করে ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়ে গেল। ব্যক্তিগত আরেকটি সমস্যা পারস্পরিক যোগাযোগ আরো বাড়িয়ে তুললো। আমি জগন্নাথ হলের অন্তর্ভুক্ত ছাত্র। ১৯৮৫ সালে ঐ হলের একটি ভবন ধ্বসে পড়ার পর থেকে হলে সিটের সমস্যা ছিলো ব্যাপক। নতুন কোন ভবন তখনো জগন্নাথ হলে তৈরি হয়নি। তৃতীয় বর্ষের বড় ভাইয়েরাও তখনো সিট পায়নি। যে কারণে আমি এক রকম উদ্বাস্ত। অনেক রাত গেছে একটু থাকার জন্য এক হল থেকে আরেক হলে ঘুরেছি।

এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতুন দু’টি হল উদ্বোধন করে, যার অন্যতম হচ্ছে মুজিব হল। মুজিব হলে জামানসহ বন্ধুদের অনেকেই সিট পেলো। ঐ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে সিট পাওয়া আর সোনার হরিণ পাওয়া একই বিষয়। ওরা সোনার হরিণ পেলো আর আমি পূর্ণ উদ্বাস্ত থেকে প্রায় উদ্বাস্ততে উন্নীত হলাম। ঐ সময়ে আমাদের প্রাত্যহিক রুটিন ছিল নিয়মিত ক্লাস, রাজনীতি এবং রাতে আড্ডা। আড্ডার বিষয় কি নয়? তখনো আজিজ সুপার মার্কেট নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি; মুজিব হল থেকে আজিজ সুপার মার্কেটের সামনের রাস্তায় যাওয়ার একটি রাস্তা ছিল। নির্মীয়মাণ আজিজ সুপার মার্কেটের সামনে কিছু চায়ের দোকান সারারাত খোলা থাকতো। আমরা কেউ কেউ গভীর রাতে সেখানে চা পান করতে যেতাম। স্পষ্ট মনে আছে, মুজিব হলের ছাদের আড্ডা থেকে জামানের প্রাণ খোলা অট্টহাসি বহুদূর থেকে শোনা যেত। উল্লেখ্য যে, আমাদের সাথে ছাড়াও সমাজ কল্যাণ ইনস্টিটিউট কেন্দ্রীক জামান আর একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দিত।

এরপর এলো ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ হলো, এরশাদ বিরোধী আন্দোলন আপাততঃ মূলতবি রেখে সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম বন্যার্তদের সহায়তায়, ডাকসু ক্যাফেটেরিয়াতে খাবার স্যালাইন তৈরি, মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিদের বাসা থেকে রিলিফের জন্য জামা-কাপড়সহ অনুদান গ্রহণ এসব চলতে লাগলো বিরামহীনভাবে। এরই মাঝে একদিন জামান ব্যস্ত হয়ে ‘প্রায় সাগর’ পাড়ি দিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ে চলে গেল, কারণ ওর অতি প্রিয় জন্মস্থানও বন্যাক্রান্ত।

বন্যার পর সব কিছু ঠিক হতে শুরু করল, ক্লাস আরম্ভ হলো, আরম্ভ হলো রাজনীতি এবং আড্ডাও কিন্তু জামান আর আগের মতো পুরো সময় আমাদের সাথে কাটায় না। কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেল বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে সে একটি এনজিও-র রেজিস্ট্রেশনই নিয়ে ফেলেছে। আমরা সবাই অবাক! অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র সে, বন্ধুদের মধ্যে যারা প্রথম শ্রেণি সুনিশ্চিত পাবে তাদেরই একজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া তার মোটামুটি নিশ্চিত; নিদেনপক্ষে বিসিএস-এর চাকুরি। আর সে কিনা অনার্স পাশের আগেই এই সব করে সময়ের অপচয় করছে!!! এতো নিজের পায়ে কুড়াল মারা নয়, একেবারে গুলি করা। বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য আবার আড্ডার কুশীলবগণ এক হলাম।

বিস্তার আলোচনা করেও তার এনজিও-র রেজিস্ট্রেশন গ্রহণের কারণ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসা গেল না। তবে কি সে পাগল হয়ে গেল? তাই বা কী করে হয়। পাগল বলতে আমরা বুঝি

* জন্মগতভাবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, কিন্তু তা সে নয়;

* বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পরে অনেকে বিরহের কারণে কিছু উল্টাপাল্টা কাজ-কর্ম করে; আমরা পাগল বলি, সে রকম খবরও কেউ জামানের বিষয়ে দিতে পারল না;

* কিছু আধ্যাত্মিক জগতের লোক বলে দাবিদার, যারা বিভিন্ন মাজারে থাকেন এবং লাল কিংবা কালো কাপড় চোপড় পরিধান ক’রে ‘ইত্যাদি ইত্যাদি’ সেবন করেন; তারা নিজেদেরকে পাগল বলে অভিহিত করেন, আমাদের জামান কোনভাবেই সেই শ্রেণির নয়। কেউ তাকে কোন দিন বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন হাইকোর্টের মাজারে, এমনকি মিছিল করতে গিয়ে পুলিশের তাড়া খেয়েও, ঢুকতে দেখেনি।

তাহলে সে পাগল নয়। কারণ পাগলেরও ন্যূনতম বিষয়বুদ্ধি থাকে, যে কারণে কোন পাগল নাকি যতই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাক গাড়ি চাপা পড়ে না - একজন যোগ করলো। ওর সেটুকু বুদ্ধিও নেই, তবে ও কি? সাব্যস্ত হলো, ও উন্মাদ। কারণ ন্যূনতম জ্ঞান থাকলে কেউ, যার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল - এরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এর কিছুদিন পর রাতে চিকামারা শেষে হলে তার কক্ষের দরজার উপরে আমরা লিখে রেখেছিলাম ‘উন্মাদ আশ্রম।’

সে কাজ শুরু করেছিল এক প্রকার কপর্দকহীন অবস্থায়। প্রবল ইচ্ছাশক্তি আর কয়েকজন সমমনা তরুণের সাথে সম্মল বলতে ছিল একটা বাইসাইকেল। এর মালিকও নিরক্ষর যুবক ফজলুর রহমান পৌষা। পৌষা সাইকেল চালাত আর জামান পিছনে বসে থাকত। এভাবে একটার পর একটা গ্রাম সংগঠনের কাজ চালিয়ে গেছে। সেই জামানের এনজিও ‘ইএসডিও’, যার মাধ্যমে সে ইতোমধ্যে কয়েক লক্ষ পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে, কাজ করছে হাজার হাজার উন্নয়ন কর্মী, অর্থাৎ বেকারত্ব নিরসনে সব দিক দিয়েই তার এবং তার প্রতিষ্ঠিত ইএসডিও’র ভূমিকা অনবদ্য। সাথে তার সহধর্মিণীর সহযোগিতার কথা না বললে রীতিমতো অপরাধ হবে, ঠাকুরগাঁও এলাকায় মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে এই ভদ্রমহিলা রেখেছেন স্মরণীয় অবদান।

নিজেও লেখাপড়া শেষ করার পর থেকে উন্নয়নমূলক কাজে জড়িত হবার সুবাদে আমার সুযোগ হয়েছে বাংলাদেশের সকল জেলায় পদার্পণের, কাজ দেখার সুযোগ হয়েছে ইএসডিও-সহ শতাধিক এনজিও’র। কিন্তু জামানের এবং তার সহধর্মিণী ইএসডিও’র পরিচালক (প্রশাসন)’র প্রতি তাদের সংস্থা’র সকল কর্মীর যে শ্রদ্ধা এবং নিজ জেলা ঠাকুরগাঁওয়ের সর্বস্তরে তাদের যে এহণযোগ্যতা তা আমি ইএসডিও ছাড়া আর একটি মাত্র সংস্থা’র ক্ষেত্রে দেখেছি। এই শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়েছে কর্মীদের প্রতি তাদের অত্যন্ত সহৃদয় ও মানবিক আচরণের মাধ্যমে, তারা প্রকৃত পক্ষে ইএসডিও-কে একটি পরিবার হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এর একটি উদাহরণ দেই, গুরুতর অপরাধের কারণে যে কর্মীর চাকুরি চলে গেছে সে ইদের সময় ওই কর্মীর ইদ করতে টাকা পাঠিয়েছে কারণ তখনো চাকুরিচ্যুত কর্মীটি আরেকটি চাকুরি জোগাড় করতে পারেনি।

জামান একজন মজলিসি এবং মেজাজি মানুষও বটে। হলের ছাদ থেকে ওর অট্টহাসি যেমন বহুদূর থেকে শোনা যেত, তেমনি ওর মেজাজ খারাপ হলেও আশপাশের সবাই তা বুঝতে পারে। একদিন হঠাৎ তার কক্ষে গিয়ে দেখি, সামনে কয়েকজন সহকর্মী দাঁড়িয়ে, ও তার স্বরে বকাবকি করছে - ‘আপনারা কোন কাজের না, আপনারা দিয়ে কিছু হবে না’ ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যাপার কী জিজ্ঞেস করতেই জানা গেল, ও পৌষাকে নাম স্বাক্ষর করাসহ ন্যূনতম শিক্ষার ভার দিয়েছিলেন সহকর্মীদের ওপর কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। উপস্থিত কর্মকর্তাগণ জানালেন, পৌষা কিছুতেই স্বাক্ষরসহ পড়ালেখা শিখবে না, কেননা গুণতে শিখলেই তাকে কাগজপত্র ফটোকপি করতে হবে, গুণে গুণে মিলাতে হবে। কাজ বেড়ে যাবে। তখন আমি বললাম, ওদের দোষ কী? তুমি ওদের বকছো কেন? না, ওদের কোন দোষ নেই। পৌষাকে লেখাপড়া শিখানোর জন্য আমি এমনকি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককেও দায়িত্ব দিয়েছিলাম, তিনিও ফেল। এটা কোন কথা হলো, আমার একজন সহকর্মী ন্যূনতম লেখাপড়া জানবে না? পৌষাকে সামনে পাচ্ছি না, সেই রাগ ওদের ওপর বাড়ছি।’ এরপর আর কথা চলে না।

এরকম ঘটনা আরো একবার প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল। শুক্রবার ছুটির দিন, সন্ধ্যাবেলা, জরুরি একটা ফাইল দরকার, যেটা ওর সহকর্মী বিপ্লবের কাছে আছে। শুক্রবার হলেও একটু আগেই বিপ্লব সেখানে ছিলেন, হঠাৎ নেই, খোঁজ খোঁজ; কোথাও নেই, একেবারে উধাও। জামান তখন নিজেই খুঁজতে বের হয়েছে। অফিসের সামনে লাইট পোস্টের নিচে একটি কদম গাছ; ঐ গাছের নীচে একজন দাঁড়িয়ে, পিছন থেকে একেবারে বিপ্লবের মতো দেখতে। জামান সরাসরি গিয়ে কামান দাগা শুরু করলো। এক মিনিটের মধ্যে না বলে চলে আসার জন্য বিপ্লবকে ভীষণ বকাবকি। কতক্ষণ বাদে মুখ ফিরিয়ে ঐ ভদ্রলোক জানালেন তিনি বিপ্লব নন। সাথে সাথে জামানের গলা আরো চড়ে গেল। ‘ধুর মিয়া, আপনি বিপ্লব না তো শুধু শুধু আহম্মকের এতক্ষণ বকা খাচ্ছেন কেন? আপনার না হয় সময়ের দাম নেই, আমার তো সময়ের দাম আছে। আমার যে কয়েক মিনিট আপনাকে গাল দিতে গিয়ে নষ্ট হলো। এর দাম কে দেবে?’ ইত্যাদি ইত্যাদি। ভদ্রলোক অক্লেলগুডুম।

এখন আমরা মাঝে মাঝে মনে হয় ওর মতো ‘উন্মাদ’ হতে, দেশ ও জনগণের জন্য কাজ করতে; কিন্তু পরক্ষণেই সংবিৎ ফিরে পাই - তার মতো ‘উন্মাদ’ হতে যে যোগ্যতা লাগে তা খুব কম লোকেরই থাকে, অন্তত, আমার নেই। দেশে এ রকম ৬৪ জন ‘উন্মাদ’ থাকলে হয়তো ইতোমধ্যে আমরা মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হতে পারতাম।



সাফল্য গাঁথা ইএসডিও'র ৩৬ বছর : ১৯৮৮-২০২৪

যামিনী কুমার রায়
হেড অফ প্রোগ্রাম, ইএসডিও

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার কচুবাড়ী গ্রামের ছেলে আমি, বাল্যকাল আর কৈশোর কেটেছে সেখানেই। বাবার স্বপ্ন ছিলো লেখা পড়া শিখে বড় হবো, প্রতিষ্ঠিত হবো সমাজে, বাবার সেই স্বপ্ন পূরণ করতে সালন্দর উচ্চ বিদ্যালয় হতে এসএসসি পাস করে ভর্তি হলাম ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজে। সেই গ্রামের বাড়ি থেকে প্রতিদিন ক্লাস করতাম, ভাবতাম বাবার স্বপ্ন পূরণ করতেই হবে। ভাগ্যের নিম্নম পরিহাসে এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বেই ১৯৮৮ সালের ২৬ মার্চ বাবা স্বর্গারোহণ করেন। বাবার শ্রাদ্ধ শেষ করে এপ্রিল মাসে ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার জন্য গ্রাম থেকে চলে এলাম ঠাকুরগাঁও শহরে। আমার এ রকম দুঃসময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুলতানুল নাঈম (শুভ); আমাকে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন কলেজ পাড়ার একটি মেসে। যথারীতি পরীক্ষার রুটিন অনুযায়ী পরীক্ষা দেওয়া শুরু করলাম। পরীক্ষা খুব ভালো হচ্ছে না বুঝতে পেরে আর কোনদিনও গ্রামে ফিরে যাবো না বলে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম।

এখানে বলে রাখি গ্রামের ছেলে আমি, শহরে নতুন এসেছি, তেমন কোন বন্ধু বান্ধব তৈরি হয়নি, ফলে পরীক্ষা শেষে প্রতিদিন আমাদের মেসের পাশেই সুধীর দাদার চায়ের দোকানে আড্ডা দিতাম। আড্ডা দেওয়ার সময় দেখতাম আমার মতোই আরেক তরুণ মাঝে মাঝেই সেখানে আসতেন এবং একজন দক্ষ নেতার মতো মানুষকে বিভিন্ন উপদেশমূলক বক্তব্য দিয়ে মুগ্ধ করে তুলতেন। উপস্থিত সকলেই মনোযোগসহ উনার কথা শুনতেন, দূরে বসে আমিও শুনতাম। গ্রামের ছেলে আমি, ভাবতাম এই লৌহ মানবটির সাথে পরিচিত হতে পারলে ভালো হতো কিন্তু সাহস না পেয়ে কথা বলা হতো না। চায়ের আড্ডায় উপস্থিত অন্যদের সাথে আলোচনা করে জানলাম উনার নাম মুহম্মদ শহীদ উজ্জ জামান, উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন এবং একজন প্রখর মেধাবী ছাত্রও বটে। উৎসাহী আরও একজন উনার বংশ পরিচয় জানালেন, জানলাম উনার বাবা ডিসি অফিসের নাজির, কলেজ পাড়াতেই বাড়ি। আমার সাথে পরিচয় না থাকলেও বন্ধু শুভ, রানা, রুবায়েয়াত ভাইয়ের সাথে উনার বিলম্বিত পরিচয় ছিলো এবং সেই সূত্রে ওদের মাধ্যমে আমিও এক সময় উনার সাথে পরিচিত হলাম। তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়া আরো সহজ হলো এ কারণেই যে, কলেজ জীবনে আমি ছাত্র মৈত্রী সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলাম আর উনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির রাজনৈতিক শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন।

সেই সময়ে ঠাকুরগাঁও'এ ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জ জামানের নিজ উদ্যোগে গড়ে ওঠা কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠান ছিলো, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো টাঙ্গন বিজ্ঞান সংসদ ও হ-য-ব-র-ল ইনস্টিটিউট। আমরা তার নেতৃত্বে ১৯৮৭ সালে হ-য-ব-র-ল ইনস্টিটিউটের প্রথম সম্মেলন করেছিলাম ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজের বাদাম বিক্রি করা টোকাই দশ বছরের কিশোর শুরুর আলীকে দিয়ে। সেই ক্লাবের মাধ্যমেই এলাকার জুয়া খেলা বন্ধ করা, সুন্দর হাতের লেখার প্রতিযোগিতা ও শুদ্ধভাবে বাংলা উচ্চারণের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমরা মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেই।

ইতোমধ্যেই আমার রেজাল্ট বের হলো, পরীক্ষায় পাস করা হলো না, তারপরেও টেনশন নেই। এমন একজন লৌহ মানবীয় ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচিত হতে পেরেছি বিধায় গ্রামে না ফিরে যাবার বিষয়টি আর আমাকে বিচলিত করতে পারেনি বরং তার নির্দেশনা ও পরামর্শ মোতাবেক পুনরায় নতুন উদ্যমে উজ্জীবিত হয়ে শুরু হলো পরীক্ষার নতুন প্রস্তুতি। বাংলা বিষয়ে তালিম নিতে শুরু করলাম উনার কাছেই। উনি অত্যন্ত সহজ ভাষায় এবং সাবলীল ভঙ্গিতে যেভাবে বুঝিয়ে দিতেন তাতে আর পুনরায় পড়ার প্রয়োজন হতো না, তাঁর লেখা নোটগুলি টেবিলেই পড়ে থাকতো। তাঁর কারণেই আমি ভালোভাবে পরবর্তী বছরেই এইচএসসি পাস করে ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজে বিএসএস-এ ভর্তি হই এবং পড়াশুনার পাশাপাশি সার্বক্ষণিক ইএসডিও'র কাজের সাথে সম্পৃক্ত হই। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যার ফলে এ অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। সেই সময়ে ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজে আশ্রয় গ্রহণকারী বন্যাদুর্গত মানুষের মাঝে হ-য-ব-র-ল ইনস্টিটিউট ত্রাণ বিতরণ করে। এই ত্রাণ কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা শেষে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জ জামান-এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ১৯৮৮ সালের ৩রা এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হলো ইএসডিও। শুরুতেই আমরা যারা এই প্রতিষ্ঠানে জড়িত ছিলাম তারা হলেন ঠাকুরগাঁও শহরের একদল সমাজ মনস্ক শিক্ষিত তরুণ - সিতেন্দ্রনাথ বর্মণ, শঙ্কুনাথ বর্মণ, নিত্যানন্দ গোস্বামী, বৈদ্যনাথ বর্মণ, সন্তোষ সরকার, মিন্টু জারিয়েল, স্বপন কুমার সাহা, নিবির সরকার, শুভ, রানা, রুবায়েয়াত, আবু সহিদ, নরেশ সরকার, পরেশ চন্দ্র বর্মণ, সুশিল চন্দ্র মদক ও পরিমল সরকার।

শুরুতেই যারা এই প্রতিষ্ঠানে জড়িত ছিলাম তাদের মধ্যে সন্তোষ সরকার হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২০১৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন। এছাড়াও শম্ভুনাথ বর্মণ ও পরেশ চন্দ্র বর্মণ পরলোক গমন করেছেন যা আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

১৯৮৮-১৯৯০ সাল পর্যন্ত ইএসডিও'তে দাতা সংস্থার কোন ফান্ড ছিলো না, কাজ করতে গিয়ে টাকা পয়সার প্রয়োজন হলে নির্বাহী পরিচালক মহোদয় নিজের পকেট থেকেই দিতেন। তা ছাড়া তাঁর পরামর্শে তহবিল সংগ্রহের জন্য বৈশাখী মেলায় 'তুই রাজাকার' পোস্টার, জুতা, পাঞ্জাবি ইত্যাদি বিক্রি করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি ইএসডিও প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে প্রাতিষ্ঠানীকরণ করা যায় এ নিয়ে তিনি সব সময় চিন্তা করতেন। বিভিন্ন দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি হলে ঠাকুরগাঁও'এ এসে তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন রকম পরামর্শ দিতেন এবং অনেক সময় আমরাও তাঁর পরামর্শ গ্রহণের জন্য ঢাকা চলে যেতাম এবং তিনি যে হলে থাকতেন সে হলে তাঁর কক্ষেই অবস্থান করতাম। হলটির নাম ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হল। কক্ষ নং-৪২০। শুরুতে সেখান থেকেই মূলত, ইএসডিও'র কার্যক্রম পরিচালিত হতো। আমরা কখনোই হতাশ হতাম না বরং তাঁর অনুপ্রেরণায় আরো উৎসাহ নিয়ে কাজ করতাম।

আমাদের প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল যে, এত ভালো রেজাল্ট করে কোন প্রকার চাকুরির সন্ধান না করে যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন ইএসডিও প্রতিষ্ঠা করার জন্য, একদিন সেই প্রতিষ্ঠান অবশ্যই মহিরুহ রূপে দাঁড় হবে এবং প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম দেশ এবং দেশের বাহিরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। এতদঅঞ্চলের অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

অপেক্ষার আর পালা নয় এভাবে এক সময় ইএসডিও ১৯৯১ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহযোগী সংস্থা হিসাবে সদস্য লাভ করেন। এরপরে সাউথ এশিয়া পান্টনারশীপ (বাংলাদেশ)'র ফান্ড গ্রহণ করে এনজিও ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়।

এই দুটি প্রতিষ্ঠানের তহবিল পেয়ে আমরা সবাই উজ্জীবিত হলাম। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নতুন চিন্তা, নতুন উদ্যমে শুরু করলাম আমাদের ভবিষ্যতের যাত্রা। উল্লেখ্য যে, আমরা প্রথমে শুরু করেছিলাম ভলান্টিয়ার হিসাবে, লক্ষ্য ছিল এলাকার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করানো, নিজেদের প্রতিষ্ঠানভের বিষয়টি আমাদের কারও মাথায় কখনই ছিল না। তখনও সংস্থার খরচে মেহমান তথা দাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের আপ্যায়ন করার সামর্থ্য ছিল না। বেশ কয়েক বৎসর পর্যন্ত দাতা সংস্থার পক্ষে পরিদর্শনকারীদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের বাড়ি থেকেই হতো। উনার মা, যাকে আমরা চাচি বলে ডাকি, তিনি অত্যন্ত সৃজনশীল ও রত্নগর্ভা একজন মা। কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ না করে তিনি নিজ হাতে রান্না করতেন এবং আমি তাঁর রান্না করা খাবার তাঁদের বাড়ি থেকে এনে অতিথিদের খাওয়াতাম। আমরা কখনোই ওনাকে বিরক্ত হতে দেখিনি, বরং সবসময় অতিথিদের জন্য খাওয়ার দেওয়ার আগে সে সময় আমাকে খাওয়াতেন কারণ তিনি জানতেন যে, আমার খাওয়ার আর কোন জায়গা নেই। এখন চাচি হচ্ছেন আমাদের ইএসডিও পরিবারের সকলের মা।

অন্যদিকে, মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের পিতা আলহাজ্ব জয়নাল আবেদিন আমাদের শ্রদ্ধেয় চাচা উনিও একজন সৃজনশীল মানুষ হিসাবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন। তিনি ইএসডিও'র প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই সকল প্রকার প্রশাসনিক কাজে সহযোগিতা করতেন। মনে আছে, পিকেএসএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপক জনাব মাহবুবুল ইসলাম খান ফান্ড প্রদানের নিমিত্তে চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য ইএসডিও পরিদর্শনে আসবেন; আমরা তো চিন্তায় অস্থির কোথায় তাঁকে রাখবো! চিন্তা কি? চাচাতো আছেন। তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন। এরকম অনেক কঠিন কাজে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম শুধুমাত্র ওনার পরিবারের সহযোগিতার কারণে যা এখনও চলমান রয়েছে। মোছাঃ জহুরাতুন নেছা (জুসনি)-নির্বাহী পরিচালকের ছোট বোন, সেই আমলে, সেই বয়সে আমাদের অনিতা বৌদির সাথে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের দল গঠনের দায়িত্ব নিলো; ভাবা যায়! যেখানে মেয়েরা ঋণ কর্মসূচিতে চাকুরি করতে এখনো ভয় পায়। এছাড়াও নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের বড় ভাই মোঃ আখতারুজ্জামান (যাকে আমরা সাবু ভাই হিসাবে জানি) তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বিভাগীয় উপপরিচালক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। আরেক বড় ভাই জনাব মাহবুবুল ইসলাম (যাকে আমরা আসলাম ভাই হিসাবে জানি) তিনিও সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। ইএসডিও'র এই দীর্ঘ পথ চলায় তারা দুই জনেই তাদের কর্মজীবনে সব সময়ে সহযোগিতা করেছেন এবং সংস্থার যে কোন সমস্যায় পাশে দাঁড়িয়েছেন। এভাবেই তাঁদের পরিবারের সবাই শুরু থেকেই সংস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত আছেন বলেই ইএসডিও আজকে মহিরুপে দাঁড় হয়েছে। আজকে ইএসডিও পরিবারের অভিভাবক শ্রদ্ধেয় আলহাজ্ব মোঃ জয়নাল আবেদিন চাচা আমাদের মাঝে আর নেই, তিনি ২০২২ সালে এপ্রিল মাসের ১০ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি বেঁচে থাকলে ইএসডিও'র এই তিনয়ুগ পূর্তিতে সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন। কারন তিনি সংস্থাটির সাথে শুরু থেকেই জড়িত ছিলেন। ইএসডিও পরিবার তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ। আমি মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করি এই গুণী মানুষটিকে সৃষ্টিকর্তা ওপারে ভালো রাখেন।

শুরুতে আমি ভলান্টিয়ার হিসাবে কাজ করলেও ১৯৯৩ সালে প্রথম আমাকে অরগনিজিং ব্রিকস ফিল্ডে ম্যানেজার হিসাবে কাজ করতে বলেন মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয়। দায়িত্ব নিয়ে প্রথম কার্যক্রম শুরু করি। ১৯৯৩-১৯৯৪ সালে উক্ত প্রকল্প বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে সেই প্রকল্পে তেমন কোন সফলতা অর্জন করতে পারিনি। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে ইনফেপ'র অর্থায়নে কিশোরী কিশোরী শিক্ষা কেন্দ্রের সুপারভাইজার হিসাবে দায়িত্ব পালন করি।

এক পর্যায়ে ১৯৯৬ সালে ইএসডিও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে শাখা ব্যবস্থাপক হিসাবে কাজ শুরু করি এবং ১৯৯৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত দুটি শাখা পরিচালনা করি। সেই সময়ে আমরা যারা এক সাথে কাজ করতাম তারা হলেন - মোঃ আইনুল হক, মোঃ খাতিবর রহমান, রোকেয়া বেগম, ফরমান আলী, মিজানুর রহমান, সুবোধ চন্দ্র, ধনেশ্বর, নিবির সরকারসহ আরো অনেকে। ১৯৯৭-২০০২ সাল পর্যন্ত ইএসডিও ঢাকা অফিসের লিঁয়াজো অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করি। এক্ষেত্রে মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের দিক নির্দেশনা মোতাবেক সংস্থার কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও প্রসারিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করাই ছিল আমার মূল কাজ। আমি জানি বা বিশ্বাস করি এমন একজন ব্যক্তির সাথে কাজ করছি যাঁর কোন ক্লান্তি নেই, নেই কোন রকম ভেদাভেদ, আছে শুধু মায়া মমতা আর ভালোবাসা, তাঁর সাথে কাজ করার মজাই আলাদা।

সময় পার হয়ে যায়। শৈশব থেকে কৈশোর পার হয়ে কখন যে যৌবনে এসে গেছি বুঝতে পারিনি। একদিন মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় জানালেন তিনি আমার জন্য পাত্রী নির্বাচিত করেছেন এবং আমাকে নির্দেশ দিলেন শ্রদ্ধেয় পরিচালক (প্রশাসন)'র সাথে পাত্রী দেখে আসতে। তাঁর নির্দেশ অমান্য করার সাহস আমাদের কারও কখনো ছিল না, এখনো নেই। নির্দেশ মোতাবেক পাত্রী দেখলাম। তিনি এ বিষয়ে খুব সচেতন ছিলেন যে, আমার উপরে আমার অপছন্দে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছেন কি না অর্থাৎ তিনি বার বার নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করলেন আমি পাত্রী পছন্দ করেছি কি না? আমার পাত্রী পছন্দ হয়েছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পরে তিনি এবং শ্রদ্ধেয় পরিচালক (প্রশাসন) বিয়ের সমুদয় খরচ বহন করা সহ যাবতীয় ব্যবস্থা করলেন এবং ধর্মীয় কোন আচার অনুষ্ঠান যাতে বাদ না যায় সেদিকে খুবই খেয়াল রেখেছিলেন। 'এ যেন কচুবাড়ীর ছেলে যামিনীর বিয়ে নয়, মনে হয়েছিল ইএসডিও পরিবারের বিয়ে।' সেই দিক দিয়ে তিনি আমার বিয়েতে বলতে গেলে আমার স্বর্গত পিতার ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই বক্তব্যে যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নেই তার সাক্ষ্য ইএসডিও'র সকলেই। এই হচ্ছে আমার ইএসডিও, এই হচ্ছে আমার ইএসডিও পরিবার এবং এই হচ্ছে আমার প্রাণপ্রিয় নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক প্রশাসন।

পরবর্তী পর্যায়ে ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে পিকেএসএফ'র এফএসপি প্রকল্পের সমন্বয়কারী হিসাবে আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এভাবেই শুরু হলো আমার ইএসডিও মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচিতে পুনরায় সক্রিয় অংশগ্রহণ। এক পর্যায়ে মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় সংস্থার সকল কার্যক্রমের গুণগত মান বিশ্লেষণ করে সংস্থার সকল উন্নয়ন কার্যক্রমকে ৮টি সেক্টরে ভাগ করে এক একজনকে এক এক সেক্টরের দায়িত্ব প্রদান করলেন। এই পর্যায়ে আমাকে অ্যাসিস্টেন্ট প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর হিসাবে পদোন্নতি দিয়ে মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির দায়িত্ব অর্পণ করলেন। দায়িত্ব গ্রহণকালীন সময়ে ইএসডিও'র মাইক্রো ফিন্যান্স কর্মসূচিতে ১২টি শাখা, ৫৭ জন ষ্টাফ ও ঋণস্থিতি ছিলো প্রায় ৪ কোটি টাকা। দায়িত্ব গ্রহণের পরে জনাব এনামুল হক, আইনুল হক ও তারেককে সাথে নিয়ে শুরু হলো আমার কঠিন এক পথচলা। ২০০৪ সালে অতি দরিদ্রদের জন্য মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি ও ২০০৬ সালে প্রাইম কর্মসূচী সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১২টি শাখা হতে ২০০৮ সালে অর্থাৎ চার বছরের মধ্যে সংস্থার মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচী ১২০ টি শাখা, ১০০০ জন ষ্টাফ ও ঋণস্থিতি ৫২ কোটি টাকায় উত্তীর্ণ হয়। এই সময়েই ইএসডিও সিটি ব্যাংক এন-এ কর্তৃক ২০০৬ সালে শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করে।

এরপর ২০০৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দাতা সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পগুলোকে গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ০৩ টি ক্লাস্টারে বিভক্ত করা হয় যার ০১ টি ক্লাস্টারের দায়িত্ব পালন করে আসছি, ইতিমধ্যে আরো ০২ টি পদোন্নতিও লাভ করেছে। এই সংস্থায় কাজ করার সুবাদে ব্যক্তিগতভাবে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আমার দু'বার বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ হয়েছে। মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় কখনোই আমাদের কারও সাথে নির্বাহী পরিচালকের মতো আচরণ করেন না। আমার সৌভাগ্য যে, উনি ছিলেন আমার শিক্ষা গুরু, ওনাকে আমি একাধারে শিক্ষক, বন্ধু, ভাই, পিতা এবং নেতা হিসাবে পেয়েছি। এই দুর্লভ সুযোগ আর কেউ পেয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। ১৯৯৬ সালে আমাদের সাথে যোগ দেন শ্রদ্ধেয় পরিচালক (প্রশাসন) জনাব ড. সেলিমা আখতার।

উনি এসে নতুন করে প্রেরণা দিলেন আমাদেরকে, পথ দেখালেন কীভাবে প্রতিষ্ঠানকে আরো সম্প্রসারিত করা যায় ও কীভাবে বাংলাদেশে ইএসডিওকে অন্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে উর্ধ্বে উঠানো যায়। তাঁর সেই চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে ইএসডিও এগিয়ে গেল আরও অনেক দূর। শুধু তিনিই নন বরং তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দও ইএসডিওকে যে কোন প্রয়োজনে যে কোন সময়ে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী সকল কাজে সহযোগীতা করে যাচ্ছেন। মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এবং প্রখর দূরদর্শিতায় ও দুই পরিবারের সার্বিক সহযোগীতায় বর্তমানে ইএসডিও'র কর্মএলাকা শুধু উত্তরবঙ্গেই নয়, এখন বাংলাদেশের ৫৩টি জেলার ৪০৮ উপজেলায় ৫০৬ টি শাখা অফিসের মাধ্যমে আমরা প্রায় ৫৭১৭ জন পূর্ণকালীন এবং ৭৭১ জন স্বৈচ্ছাসেবী উন্নয়ন কর্মী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। তৈরি হয়েছে দরিদ্র মানুষের তৈরি করা পণ্য বাজারজাত করণের জন্য অরণি হ্যান্ডি ক্রাফটস, চমক ফ্যাশন, অরণি প্রিন্টস এন্ড পাবলিকেশন্স, অরণি সামাজিক ব্যবসায় প্রকল্প ও আমাদের বাজার এছাড়াও উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্য যেমন মোজারোলা চিজ, ঘি, বাটার, ইকো চানাচুর, ইকো ডালভাজা ইত্যাদি পণ্য ইএসডিএফ-এর মাধ্যমে বাজারজাত করা হচ্ছে।

ষ্টাফ ও উপকারভোগীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইএসডিও শিশু ও কমিউনিটি হাসপাতাল। এতদঅঞ্চলের মানুষের শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে তৈরী করলেন ইকো-পাঠশালা, যা ইতিমধ্যে ঠাকুরগাঁও তথা এতদঅঞ্চলের ছাত্র/ছাত্রী ও অভিভাবক মহলে আলোড়ন তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। ইকো পাঠশালার ছাত্র/ছাত্রীদের রেজাল্ট সকল অভিভাবক মহলে সাড়া জাগিয়েছে। এর ফলে ইএসডিও'র প্রতি সুশীল সমাজের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অঞ্চলের উচ্চ শিক্ষার মান সমুন্নত রাখার স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত হলো ইকো কলেজ, যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় ও প্রাণপ্রিয় পরিচালক (প্রশাসন) জনাব ড. সেলিমা আখতার। যাঁর নিরলস পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজ ২০১৮ সালে ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ অর্জন করেছে ব্রিটিশ কাউন্সিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যাওয়ার্ড যা দাতা সংস্থা এবং এতদঅঞ্চলের সুশীল সমাজের কাছে ইএসডিও'র ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। বর্তমানে ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের এসএসসি ও এইচএসসিতে ঠাকুরগাঁও জেলায় শতভাগ পাশসহ সর্বোচ্চ ভালো রেজাল্ট করছে।

আমার দেখা ইএসডিও বাংলাদেশের আর ১০টি প্রতিষ্ঠানের মতো গড়ে উঠেনি। এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা কোনদিন কোন জায়গায় চাকুরি করেননি, ঠিক তেমনিভাবে আমরাও অধিকাংশরাই এই প্রতিষ্ঠানের বাইরে কখনোই চাকুরি করিনি এবং করার প্রয়োজন মনে করিনি বরং এই প্রতিষ্ঠানকে কীভাবে এগিয়ে নেয়া যায় সেই লক্ষ্যে তৎকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলোকে অনুসরণ করে কাজ করার চেষ্টা করতাম। সেই সময়ে ঐ সমস্ত সংস্থাগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যানবাহন ও মোটরসাইকেল ইত্যাদি দেখে অবাক হতাম এবং তাদের কাছে পরামর্শ চাইতাম। কেউ কেউ পরামর্শ দিতেন, কেউ কেউ আবার উপহাস করতেন, আমরা নাকি কোন প্রতিষ্ঠান তৈরী করতে পারবো না। বর্তমানে ২০২৪ সালে এসে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে যেভাবে ইএসডিওকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তা দেখে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ আজ লজ্জা পাচ্ছেন। প্রকাশ্যে বলার সাহস না পেলেও মনে মনে ঠিকই ইএসডিওকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন। বলাবাহুল্য সেসময় যে সকল প্রতিষ্ঠান আমাদের উপহাস করেছে আজ ২০২৪ সালে এসে সে সকল প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলোরই অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছে। যেখানে আজ ইএসডিও'র উন্নতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আর এটি সম্ভব হয়েছে একমাত্র আমাদের লৌহমানবীয় ব্যক্তিত্ব আমাদের প্রাণপ্রিয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের কারণে যাকে আমি বটবৃক্ষের সমতুল্য আখ্যায়িত করছি। আর এই লৌহমানবীয় ব্যক্তিত্বকে সকল সময়ে সকল কাজে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে আসছেন ও নিরলস ভাবে সহযোগীতা করে যাচ্ছেন আমাদের প্রাণপ্রিয় পরিচালক (প্রশাসন) জনাব ড. সেলিমা আখতার যাকে আমি “পাঁকুর” গাছ হিসাবে আখ্যায়িত করছি। যার দরুন “বট” এবং “পাঁকুর” গাছের ছায়ার নীচে আমরা উন্নয়ন কর্মীরা নিরাপদে কাজ করতে পারছি। তাঁদের প্রত্যেকটি চিন্তা এবং চেতনায় রয়েছে সৃজনশীলতা এবং কর্মীবান্ধব মননশীলতা। কোন সুযোগ সুবিধার কথাই তাঁদের কাছে কর্মীদের বলার প্রয়োজন পড়ে না বরং তাঁরাই বেশী ভাবেন কিভাবে কর্মীদের আরও বেশী সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় সরকারের বৈশাখী ভাতার পাশাপাশি ইএসডিওতেও চালু করা হলো কর্মীদের জন্য বৈশাখী ভাতা। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে এই বৈশাখী ভাতা আছে কিনা তা আমার জানা নেই। এছাড়াও ইএসডিওতে চালু রয়েছে নানাবিধ সুযোগ সুবিধা যা প্রত্যেকটি কর্মীবান্ধব। উল্লেখ্য যে মহামারী করোনাকালীন আমরা দেখছি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্মীদের বেতন প্রদান করেনি বরং কর্মী ছাটাই করেছেন সেখানে আমাদের প্রতিষ্ঠান যথাসময়ে ১০০% বেতন ও বোনাস প্রদান করেছেন এবং একজন কর্মীকেও ছাটাই করেনি। ইএসডিও যে কর্মী বান্ধব প্রতিষ্ঠান এটাই হলো তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

এখানে বলা দরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে ইএসডিও যে নিঃসন্দেহে কর্মীবান্ধব একটি প্রতিষ্ঠান তার আরও একটি প্রমাণ নির্বাহী পরিচালক মহোদয় ব্যক্তিগতভাবে এবং সংস্থাগতভাবে সবসময় রেখেছেন।

তিনি সেই সময়ে আমি সহ চারজনকে গৃহনির্মাণের জন্য জমি ক্রয় করে দিয়েছিলেন, যার ধারাবাহিকতা বর্তমানেও চলমান রয়েছে এবং অনেক কর্মী এর ফলে উপকৃত হচ্ছে।

চিকিৎসা খরচের বিষয়ে তাঁরপক্ষে প্রায়শই সংস্থার নিয়ম মেনে চলা সম্ভব হয় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে খরচ বেশী হয় এবং তিনি তা অকৃপণভাবে নির্বাহ করেন তার জলজ্যস্ত প্রমাণ আমি নিজেই। ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে আমি চোখের মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হই। প্রথমে বাংলাদেশে আমি চিকিৎসা শুরু করি কিন্তু বাংলাদেশে চিকিৎসার ফলে আমার চোখের অবস্থা দিনদিন অবনতি হতে থাকে। তাঁর পরামর্শে এবং তাৎক্ষণিক ২,০০,০০০/- টাকা অনুদান ও ২,০০,০০০/- টাকা ঋণ দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের তামিল নাড়ু প্রদেশের রাজধানী চেন্নাইয়ের সর্বোৎকৃষ্ট চক্ষু চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান “শংকরা নেত্রালয়ে” আমার চোখের চিকিৎসা করিয়ে আমাকে সুস্থ করে তোলেন। সে সময়ে আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে অনুদান ও ঋণ সুবিধা প্রদান না করা হলে আজ হয়তো আমার দৃষ্টি শক্তির মারাত্মক কোন ক্ষতি হতে পারতো। যার ঋণ আমি কখনই শোধ করতে পারবোনা। শুধু আমার ক্ষেত্রেই নয় এমন আরও অনেককেই তিনি দেশে এবং দেশের বাহিরে চিকিৎসা করিয়ে নতুন জীবন দান করেছেন।

এছাড়াও সংস্থার যে সকল সহকর্মীবৃন্দ পরলোক গমন করেন, তাদের প্রত্যেকের পরিবারের জন্য এক লক্ষ (বর্তমানে দুই লক্ষ) টাকার চেক প্রদান করে ব্যাংকে এফডিআর করার ব্যবস্থাও সুনিশ্চিত করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি একটি বিরল দৃষ্টান্ত। যার ফলে ষ্টাফগণ সংস্থায় নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

শুরুর দিকের আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সংস্থার প্রতি আস্থা না রাখতে পেরে অন্যত্র চলে গিয়েছিলো, জানিনা আজ তারা কতটা স্বস্তিতে আছেন, তবে ইএসডিও’র সকলে যে অত্যন্ত ভালো আছে তা নিঃসন্দেহে গর্বভরে বলতে পারি। আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো বিভিন্ন কারণে উচ্চ শিক্ষিত হতে পারেননি কিন্তু আমরা এখন অনেকেই অনেক প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের চাইতেও বেশি বেতন পাই। আনন্দে আমার বুকটি ভরে উঠে এই কারণে যে, আমার আত্মীয় স্বজন সহ নিজ ইউনিয়ন আউলিয়া পুরের অনেক ছেলে মেয়েই এই প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে তাদের বেকারত্বের অভিশাপ থেকে রেহাই পেয়েছে এবং পরিবার পরিজনসহ ভালোভাবেই দিন কাটাচ্ছে। আমি গর্ববোধ করি এই জন্য যে, আজ শুধু আউলিয়াপুর কিংবা ঠাকুরগাঁও নয় বরং উত্তরবঙ্গসহ সারা বাংলাদেশের শিক্ষিত বেকার ছেলে মেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করেছে ইএসডিও নামের এই সংস্থাটি। বিশ্ববিদ্যালয়ে এত ভালো ফলাফল করার পরেও নিজের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার চিন্তা বাদ দিয়ে যদি সেই সময়ে মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা না করতেন তাহলে আজকে হয়তো এত লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতো না। এই প্রতিষ্ঠানটি দাঁড় করাতে গিয়ে তিনি শুরু থেকেই অনেক কষ্ট করেছেন ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন কিন্তু কোন কিছুই তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। এখনও তিনি সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিশেষ করে প্রজেক্ট প্রপোজাল তৈরী এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থাদের সাথে যোগাযোগ নিজেই করে যাচ্ছেন যার বদৌলতে ইএসডিও যেই দাতা সংস্থার সাথে একবার কাজ শুরু করেছে তাদের বেশীর ভাগেরই কার্যক্রম এখনও চলমান রয়েছে। এর ফলে কোন কর্মী একবার সংস্থায় যোগদান করলে তাকে আর চাকুরী হতে সহসা ড্রপ আউট হতে হয় না। সংস্থার সর্বোচ্চ নির্বাহী পদে অধিষ্ঠিত হয়ে এই কাজগুলো তিনি না করলেও পারতেন। এটাই হচ্ছে ইএসডিও সংস্থার একমাত্র মিরাকল। এর ফলে ইএসডিও’র কার্যক্রম প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি শুরু থেকে এখন পর্যন্ত যে ধরনের কষ্ট করে যাচ্ছেন বর্তমানে কোন উন্নয়ন কর্মীকে ইএসডিওতে আর এত কষ্ট করতে হয় না। আমার দেখামতে সত্যিই তিনি একজন অক্লান্ত কর্মবীর পুরুষ যাকে আমরা লৌহমানব বলতেই পারি।

মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের চিন্তা চেতনা ও মননশীলতা অন্যরকম, যে কারণে ইএসডিও’র চলমান কাজের পাশাপাশি তিনি সামাজিক ক্ষেত্রেও অবদান রেখেছেন অনেক, যার সাক্ষ্য হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ শহীদদের চেতনায় নির্মিত জেলার একমাত্র স্মৃতিসৌধ অপারাজেয়’৭১ এবং ইএসডিও প্রধান কার্যালয়ের সামনের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক এবং দৈনন্দিন জীবনালেখ্য নিয়ে তৈরী ভাস্কর্য “মুক্তিরও মন্দির সোপানও তলে” যা নির্মিত হয়েছে সংস্থার নিজস্ব তহবিলে। তাঁর চিন্তা চেতনা সবসময় ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি তার ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তাচেতনায় অস্তিত্বের সন্ধান শেকরের টানে গড়ে তোলেন লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য জাদুঘর। সেই জাদুঘরে রয়েছে আমাদের অতীতের স্মৃতিগাথা মহামূল্যবান জিনিসপত্র। এছাড়াও সেখানে রয়েছে হাজারো প্রকারের ভেজ গাছ গাছালি, নদী গ্যালারি, মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি, আদিবাসী গ্যালারি, আঞ্চলিক ভাষা গ্যালারি, মিউজিক গ্যালারি, বিজ্ঞান গ্যালারি ইত্যাদিসহ নানা স্মৃতিচারণমূলক বিষয়বস্তু যা বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনপ্রিয় তথ্যভিত্তিক ও বিনোদন মূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান “ইত্যাди” গত ২৯ ডিসেম্বর ২০১৭ এ সম্প্রচার করে। তাঁর হাতে যেন যাদু রয়েছে। তিনি যেন পরশ পাথর। যাতেই তিনি হাত দেন তাই সোনা হয়ে যায়।

জাতিসংঘের টেকশই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে ইএসডিও কাজ করে যাচ্ছে। সারা বাংলার বেকারত্ব সমস্যা নিরসনে ইএসডিও’র মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় ইকো ইনিষ্টিটিউট অব টেকনোলোজি (ইআইটি)’র মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার কারিগরি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে বেকার যুবক যুবতীদের কর্মক্ষম করে তুলছেন।

বর্তমানে ৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার) ও বেশী বেকার যুবক যুবতীদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে উদ্যোক্তা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে স্বাবলম্বী করে তুলেছেন যা দাতা সংস্থা ও সমাজে ব্যাপক সমাদৃত।

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জামান শুধু ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক নন, তিনি দেশের এবং দেশের বাহিরেও একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। বর্তমানে তাঁর লেখা প্রবন্ধ দেশের বিভিন্ন দাতা সংস্থায় এবং দেশের বাহিরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে উপস্থাপিত হচ্ছে। এর ফলে তিনি প্রতিষ্ঠানের বুড়িতে বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাহাত্মা অ্যাওয়ার্ড। এতে করে তিনি নিজেও যেমন সমৃদ্ধ হচ্ছেন তেমনিভাবেই ইএসডিও'কেও সর্বক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করছেন। আর আমরা সমৃদ্ধ হচ্ছি এই প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে।

উত্তর জনপদে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জামানের কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি লাভ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। তাঁর অসাধারণ ত্যাগ সমাজের প্রতিটি মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ রাখবে। তিনি এ অঞ্চলের তথা সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের জীবন চলার প্রতিচ্ছবি, রূপকার, শিক্ষিত নারী-পুরুষের আশ্রয়স্থল ও কর্ম সংস্থানের কাভারী। তাকে আমাদের তিনযুগ পূর্তিতে সকলের প্রাণঢালা অভিবাদন ও অভিনন্দন।

দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সংস্থাটিকে বড় করার ক্ষেত্রে মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় ও শ্রদ্ধেয় পরিচালক (প্রশাসন) যেভাবে স্বপ্ন দেখেছেন এবং সেই স্বপ্ন আমাদেরও দেখিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে ৩৬ বছরে সংস্থাটিকে আজ এই অবয়বে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁদের আর ব্যক্তিগতভাবে চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নেই, এখন অপেক্ষায় আছেন ঠাকুরগাঁওয়ে একটি মান সম্মত বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সেদিন যদি তাঁর সাথে আমার পরিচয় না হতো তাহলে হয়তো কচুবাড়ী গ্রামের ছেলে যামিনীর আজকের এই অবস্থানে আসা সম্ভবপর হতো না। আমি তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করি। এই জন্য আমি আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ থেকে মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় এবং শ্রদ্ধেয় পরিচালক (প্রশাসন)-কে জানাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অপারিসীম কৃতজ্ঞতা।

যেই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৮ সালের ৩ রা এপ্রিল মাত্র ১৪,৪৩০/- টাকা নিয়ে পূর্ব আকচা গ্রামে ২ টি সমিতির মাধ্যমে একদল তরুণদের সাথে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল সেই প্রতিষ্ঠানটি আজ ডিসেম্বর ২০২৪ সালে এসে ৩৬ বছরে মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির ঋণ স্থিতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ১২০০ কোটি টাকা। বিভিন্ন দাতা সংস্থার মাধ্যমে ৮৩ টি নানাবিধ প্রকল্প ও মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির ৩৩টি নানাবিধ প্রকল্প, মোট ১১৬টি প্রকল্পের কার্যক্রম ৫৩ টি জেলার ৪০৮ টি উপজেলায়, ৭ টি সিটি কর্পোরেশন, ১৬২টি পৌরসভা এবং ৪০৩২ ইউনিয়নে চলমান রয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির পরিবার সংখ্যা প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ১৬ মিলিয়ন। উন্নয়ন কর্মী কাজ করছে ৬৪৮৮ জন। প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক বাজেট প্রায় ৪ কোটি (ইউএসডি) ডলার। এছাড়াও সংস্থার সম্পদ (জমি, বিল্ডিং, গাড়ি, মোটর সাইকেল ও অন্যান্য) সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার কাছাকাছি যার প্রত্যেকটি সম্পদই ইএসডিও'র প্রতিষ্ঠানের নামে।

এ কি ভাবা যায়! আর এটি সম্ভব হয়েছে একমাত্র আমাদের প্রাণপ্রিয় মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় ও শ্রদ্ধেয় পরিচালক (প্রশাসন) এর যৌথ বলিষ্ঠ নেতৃত্বে। এই হলো প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁদের নিজেদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও মহানুভবতা। এই জন্যই ইএসডিও'কে সবাই বলে এটি একটি সংস্থা নয় এটি যেন একটি পরিবার, যেই পরিবারের অভিভাবক হচ্ছেন আমাদের প্রাণপ্রিয় মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক ও শ্রদ্ধেয় পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয়।



আলোক ধারা'র ইএসডিও

মোঃ সৈয়দ আলী

হেড অফ ফিন্যান্স

ইএসডিও

বাংলাদেশের উত্তর জনপদের অবহেলিত জেলা শহর ঠাকুরগাঁও। ঠাকুরগাঁও জেলায় একমাত্র চিনিকল ব্যতীত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা এবং মানুষের কর্মহীনতার মাঝে কৃষি ছিল একমাত্র অবলম্বন, শেষ থেকে শুরু থেকে শেষ যেভাবে বলি জীবন যাপনের একমাত্র চালিকা শক্তি ছিল কৃষি। অর্থনৈতিক ভঙ্গুর অবস্থার মাঝে এ অঞ্চলের গ্রামীণ মানুষের মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল যেন এক আতঙ্ক। ১৯৮৮ সালে আকস্মিক বন্যায় থমকে যায় জীবনযাত্রার মান, বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে অনেক মানুষ মুখ খুবড়ে পড়ে বিপর্যস্ত অর্থনীতি। অধিকাংশ মানুষের মনে নেমে আসে দীর্ঘশ্বাস একমুঠো ভাতের জন্য জন্ম নেয় তীব্র হাহাকার। জনজীবনে নিয়ে আসে দুর্ভোগ, আশাহত ক্ষুধার্ত অর্থ সংকটে জর্জরিত মানুষের আত্ননাদ যেন অন্ধকারে কালোমেঘ বপন করেছিল। অত্র এলাকায় আকাশে দুর্দশা হাহাকার রেখাপাত করেছিল অনেকের মনে। এই অঞ্চলের একজন সন্তান ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জ্বল জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ কল্যাণ বিভাগে অধ্যয়নরত একজন শিক্ষার্থী ছিলেন। নিজ শহরে তৃণমূল মানুষের দরিদ্রতায় কালমেঘ আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। আর মানুষের আশার প্রদীপ যেন নিভু নিভু পর্যায়ে-সে সময়ে নিজ শহরের এমন দুর্দশা রেখাপাত করেছিল তার মনে। ছুটে এসেছিলেন মানুষের খানিকটুকু কল্যাণ কাজ করবেন বলে। বন্যায় কবলিত মানুষের ত্রাণ কাজের মাধ্যমে শুরু করেছিলেন তার যাত্রা। যাত্রাপথে নিজেকে আবিষ্কার করলেন আবার নতুনভাবে। আশাহত, ক্ষুধার্ত, দরিদ্রতায় জর্জরিত মানুষের সুন্দরভাবে বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও তাদের মুখে হাসি ফোটানোই যেন হয়ে উঠে একমাত্র লক্ষ্য। তৃণমূল মানুষের জীবনযাত্রার মান খানিকটুকু উন্নত করবে বলে শুরু করেন ইএসডিও'র যাত্রা। অপরদিকে, তৃণমূল মানুষেরা ভাস ছিল দরিদ্রতার শ্রোতে মানুষের প্রতিটি মুখ ছিল ক্লান্ত, প্রতিটি চোখ ছিল বিষণ্ণ। তাদের এ কালোমেঘের ছায়া কাটাতে যেন এক প্রকার আলোর মতো এসে ছিল ইএসডিও'র আবির্ভাব।

তারপর দিন যায় যুগের বিবর্তনে ইএসডিও সেইকাল থেকে একালে রূপান্তর। ১৯৯৪ সালের জুন মাসের ০৩ টি এলাকায় বিভক্ত করে ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়, যথাঃ ঠাকুরগাঁও রোড শাখা, কলেজপাড়া শাখা এবং মুন্সিরহাট শাখা। সেই সময়ে সাংগঠনিক ও আর্থিক অবস্থা সংক্ষিপ্ত চিত্র বর্ণিত হলোঃ- সদস্য সংখ্যা ১,১৬৩ জন, সঞ্চয় স্থিতি ২ (দুই) লক্ষ টাকা, মাঠে ঋণ স্থিতি ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) লক্ষ টাকা, পিকেএসএফ'র ঋণ স্থিতি ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা আর সংস্থার স্থায়ী সম্পত্তি ছিল ৩ (তিন) লক্ষ টাকা। অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় বর্তমানে মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির সাংগঠনিক ও আর্থিক অবস্থা হচ্ছে শাখার সংখ্যা ১৫৬, সদস্য সংখ্যা ২,২৪ (দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার) এর অধিক, সঞ্চয় স্থিতি ৪৭৭ (চারশত সাতাত্তর) কোটি টাকা, মাঠে ঋণ স্থিতি ১১৬৯ (এক হাজার একশত ঊনসত্তর) কোটি টাকা, পিকেএসএফ'র ঋণ স্থিতি ২৪৪ (দুইশত চুয়াল্লিশ) কোটি টাকা আর সংস্থার স্থায়ী সম্পত্তি ৭১ (একাত্তর) কোটি টাকা। নির্বাহী পরিচালকের সুযোগ্য নেতৃত্বে, মহৎ উদ্যোগ, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং টিম বিল্ডিং নিয়ে দক্ষ কর্মীবাহিনী পরিচালনায় আজকের এই অবস্থান। তাঁর এই মহৎ উদ্যোগ ও আত্মত্যাগের ফলে এই জনপদের অনেক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের ও পরিবার বর্গের জীবন জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে এবং আমাদের পরিবারে সন্তান-সন্তানাদি উচ্চ শিক্ষায় গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত উন্নয়ন কর্মীদের কল্যাণের জন্য অনেক কল্যাণমূলক তহবিল রয়েছে, যেমন- স্টাফ প্রভিডেন্ট ফান্ড, স্টাফ গ্র্যাচুইটি সুবিধা, আপদকালীন তহবিল সুবিধা, ব্যক্তি অগ্রীম ঋণ, যানবাহন ঋণ, কম্পিউটার/ল্যাপটপ/মোবাইল ঋণ, গৃহঋণ। এছাড়াও খাদ্য ভাতা,দুরত্ব ভাতা, মোবাইল ভাতা, যানবাহন ভাতা, মৃত্যু বীমা সুবিধা চলমান রয়েছে।

সংস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মীদের আনন্দের সাথে ও প্রফুল্লচিত্তে কাজ করার জন্য প্রতিবছর বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান ও দিবস উদযাপন করে থাকেন। যেমন-প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, চৈত্র সংক্রান্তি, বর্ষবরণ, পরিবার দিবস, পিঠা উৎসব, বর্ষা মঙ্গল ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালন হয়।

এ সব অনুষ্ঠান কর্মীদের একদিক থেকে সারা বছরের অবসাদ ভুলিয়ে দেয়, তেমনি তাদের মধ্যে বাঙালী ঐতিহ্য, সংস্কৃতির অস্তিত্বের চেতনা জাগিয়ে তোলে এবং কর্মীদের কর্মচঞ্চলতা বাড়িয়ে দেয়।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাহীন জাতি মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মতো, তাই পিছিয়ে পড়া এই জনপদের ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় এবং সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও মহিলা কলেজ ছাড়া গুণগত মান উন্নয়নে তেমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। তাইতো, আমাদের মাননীয় নির্বাহী পরিচালক এবং পরিচালক (প্রশাসন) ইকো পাঠশালা এন্ড ইকো কলেজ প্রতিষ্ঠা করে এই জনপদের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করেন। এ অঞ্চলের অপূর্ণতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ রয়েছে। নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক (প্রশাসন) পিছিয়ে পড়া জনপদের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য ইকো কমিউনিটি হাসপাতাল স্থাপন করেছেন। সেখানে স্বল্প খরচে উপকারভোগী এবং ইএসডিও'র উন্নয়নকর্মীবৃন্দের পরিবারসহ চিকিৎসা সেবা এবং অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস পেয়ে যাচ্ছেন।

এই জনপদের শিশু হাসপাতাল নেই, তাই ইএসডিও শিশু হাসপাতাল নির্মাণ করেছেন এবং এই এলাকায় একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হলে এ জনপদের দরিদ্র মেধাবী ছেলে-মেয়েদের ডাক্তারি পড়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। বারে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইকো ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলোজি প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত ইন্সটিটিউটে বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল গড়ে তোলার সক্ষমতা অর্জন করে। ইকো ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলোজিতে -আউটসোর্সিং (আইসিটি), ওয়েব ডিজাইন এন্ড গ্রাফিক্স ডিজাইন, আইটি সাপোর্ট সার্ভিস, ফ্যাশন গার্মেন্টস, ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক, মোবাইল সার্ভিসিং, অটোমোবাইল সার্ভিসিংসহ ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান হয়। সংস্থার ২০ একর জায়গায় মধ্যে স্কিল ডেভলপমেন্ট সেন্টারের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

এই এলাকায় সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর স্থাপন করেছেন, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী ও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ব্যবহৃত সামগ্রী যাদুঘরে সংরক্ষিত হচ্ছে। লোকায়ন জাদুঘরে আছে- জীবনবৈচিত্র্য গ্যালারি, নদী গ্যালারি, মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি, বিজ্ঞান গ্যালারি, আদিবাসী গ্যালারি।

এই এলাকায় পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার জন্য “আমাদের বাজার” নামক একটি বাজার ঠাকুরগাঁও শহরে স্থাপন হয়েছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সহজ কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করে দোকানের মালিক হয়েছেন।

সংস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মীদের উন্নয়নে নির্বাহী পরিচালক সংস্থার সামর্থ্য অনুযায়ী নতুন পে-স্কেল ঘোষণা এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও বিদেশ ভ্রমণ, জমি ক্রয়ের জন্য ঋণ, বাড়ি নির্মাণের জন্য গৃহ ঋণ, মোটর সাইকেল ঋণ, বাইসাইকেল ঋণ, কম্পিউটার/ল্যাপটপ ঋণ এবং ব্যক্তিগত ঋণ, চিকিৎসার জন্য অগ্রিম ও অনুদান, বিপদে আপদে স্টাফদের পাশে থেকে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ও মানসিক সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। উন্নয়ন কর্মীগণের চাকুরি অবসায়নের পর অবসর জীবন সচ্ছলভাবে নির্বাহের জন্য ০৫ টি পর্যন্ত গ্র্যাচুইটি (৩০ বছর X ৫ টি = ১৫০ টি) সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন।

ইএসডিও এই জনপদের মানুষগুলোকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের মাঝে চাল বিতরণ, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহে নগদ অর্থ বিতরণ, শীতাত্তদের মাঝে কঞ্চল ও শীত বস্ত্র বিতরণ, দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান এবং প্রবীণদের জন্য মাসিক ভাতা সহ বিভিন্ন ধরনের সাহায্য করে থাকেন।

তারপর দিন যায় যুগের বিবর্তনে ইএসডিও সেইকাল থেকে একাল রূপান্তর মাঝে ইএসডিও কখনো ঢাল হয়ে লড়াই করেছেন। তৃণমূল মানুষের জন্য আলোর মশাল দেখিয়ে পথ দেখিয়েছেন অন্ধকারে, আবার কখনো বন্ধুত্বের জোট বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খুঁজেছেন সমস্যার সমাধান। তারপর সময়ের পরিক্রমায় একে একে পার করছেন তিন যুগ। যেখানে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জ জামান অদম্য শক্তি নতুন দিগন্ত এনে আলোর দিশা দেখিয়েছেন হাজার হাজার মানুষকে-এ যেন এক আলোক ধারা তাইতো বলা যায়, আলোক ধারার ইএসডিও।



স্বপ্ন পূরণে ইএসডিও'র ভূমিকা:

মো: আইনুল হক

হেড অফ ইনক্লুসিভ মাইক্রোফিন্যান্স
ইএসডিও

মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নিয়ে ১৯৯৫ সালের ১৭ জুলাই ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) পরিবারের সাথে পথচলা। নিজেকে নিয়ে কিছু করার প্রত্যয় নিয়ে যাত্রা শুরু, শুরুটা যদিও তেমন আনন্দের ছিল না, বাবার হোটেলে খেয়ে পথে ঘাটে নানান জায়গায় ছুটা ছুটি করে ঘুরে বেড়ানো যার অভ্যাস, হঠাৎ করে এমন একটি নিয়মনীতি আর শৃঙ্খলার মধ্যে চলা যে কত কঠিন প্রথম প্রথম কিছুটা টের পেয়েছিলাম। একসময় মনে হয়েছিল এরকম একটি ছোট প্রতিষ্ঠানে কাজ করবোনা।

পরবর্তীতে কোন একজনের অনুপ্রেরণায় নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলাম। কাজের মধ্যে নিজেকে মনোনিবেশ করে নিজেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু করলাম, অনেক বড় হবো-এই আশা নিয়ে নতুন করে পথচলা শুরু হলো। তৃণমূল মানুষের সাথে এবং তৃণমূল মানুষের পাশে থেকেই চলছে আমার জীবন। সংস্থা কর্তৃক পারস্পরিক ভেদাভেদ মুক্ত ও সমতাভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে জড়িয়ে পরার সুবাদে নিজেকে ইএসডিও'র একজন উন্নয়ন কর্মী হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করি। গর্ববোধ করি এইজন্যই যে তৃণমূল পর্যায়ে যাদের জন্য কাজ করি তারা সত্যি আজকে সফল তিস্তা পারের ভিক্ষুক আমেনা বেওয়া একজন সফল উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছে, লালমনিরহাটের দিনোবালা মঙ্গর কড়াল গ্রাস থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে পেরেছে, রংপুরের মো: ফুলু মিয়া সে আজ ফুল বাবু হয়েছে, বালিয়াডাঙ্গীর হযরত আলী এবং ঠাকুরগাঁও এর মোছা: মাসুমা খানম আজ কোটিপতি হয়েছে সমাজে। এধরনের লক্ষ লক্ষ মানুষের উন্নয়নের পিছনের কাড়িগর হলো ইএসডিও। এমন একটি মানবিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করে নিজেকে বড় করার স্বপ্ন দেখাতো অন্যায় নয়।

মানুষ স্বপ্ন দেখে আমিও দেখি একসময় মনে হতো আহা রে আমিও যদি আকাশে উড়াল দিতে পারতাম যেতে পারতাম দেশের বাইরে, আহা আমাকেও যদি টেলিভিশনে দেখা যেত আমারও যদি একটি পাকা বাড়ি থাকতো এরকম হাজারো স্বপ্ন! সময়ের সাথে সাথে ইএসডিও আমার নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাকেও দক্ষ উন্নয়ন কর্মী ও নায্য সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে সকল প্রকার সহায়তা করেছে। যার ফলে আমিও একজন সফল উন্নয়নকর্মী হয়ে মানুষের উন্নয়নের পাশাপাশি আমার নিজের ও পরিবারের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পেরেছি, সমাজে আর দশজনের মতো আমিও মাথা উঁচু করে পাকা বাড়িসহ নিজের অবস্থান এবং সমাজে সম্মানের জায়গাটা তৈরি করতে পেরেছি আমার প্রিয় সংস্থার জন্যই। চাকুরির সুবাদে সংস্থার অর্ন্তভুক্তিমূলক উন্নয়নের বিভিন্ন অনুষঙ্গকে সংযুক্ত করে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করতে গিয়ে ইতোমধ্যে সংস্থার মাধ্যমে দেশ ও বিদেশে অনেক প্রশিক্ষণ পেয়েছি যা আমার ভবিষ্যৎ তৈরির ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে এবং স্বপ্নগুলো ক্রমান্বয়ে পূরণ হয়েছে। প্রিয় প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পেরে প্রায়ই দেশের বিভিন্ন প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মুখোমুখি হতে হয়, মানুষের জন্য সঠিক কাজ করলে নিজের স্বপ্ন মহান আল্লাহ অবশ্যই পূরণ করেন তার উদাহরণ আমি নিজেই।

বলে রাখা ভালো, পারিবারিক সূত্রে আমি ভারতীয়, যদিও আমার জন্ম প্রিয় এই বাংলাদেশে, আমার দাদার বাড়ি ভারতের আসাম রাজ্যে। আমাদের প্রায় সব আত্মীয়-স্বজন ভারতবর্ষে বসবাস করে সেই সুবাদে ভারতবর্ষের সেভেনসিস্টার এর একটি প্রদেশ হলো আসাম, জীবনে বেশ কয়েকবার সেখানে যাওয়া হয়েছে, আমাদের দেশের তুলনায় সেই এলাকা আমার নিকট অনুন্নত মনে হয়েছে বিশেষত দরিদ্র পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, কৃষি প্রযুক্তি, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিয়ে কাজ করার অনেক সুযোগ আছে। স্বপ্ন দেখছি, একদিন আমার প্রিয় সংস্থা ইএসডিও'র পক্ষে বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসেবে ভারতবর্ষে আমার দাদার দেশের সেভেনসিস্টারের আসামে রাজ্যে কাজ করার।

আমি এমন একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করি যেখানে স্বপ্ন পূরণের জন্য কাজ করতে যেয়ে মাঝপথে নানারকম বাধা আসলেও সেই বাধা অতিক্রম করে কীভাবে আমি এগিয়ে যেতে পারি সেই বিষয়ে সবসময়ের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জ্বল ক্যাপিস্টোন ফেলো-এনডিসি স্যার ও পরিচালক (প্রশাসন) জনাব অধ্যক্ষ ড. সেলিমা আখতার ম্যাডাম। নিজেদের পরিবারের সদস্যের মতো আগলে রাখছেন ইএসডিও পরিবারের সকল সদস্যকে যার থেকে আমিও ব্যতিক্রম নই। সংস্থা কর্তৃক কর্মীবান্ধব পিএফ, গ্র্যাচুটিসহ নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে আমিও এখন স্বপ্ন দেখছি কোটিপতি হবার। জীবনের সকল সফলতা ও স্বপ্ন পূরণের জন্য ইএসডিওকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। ইএসডিও'র মতো মানবিক ও কর্মীবান্ধব প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পেরে আমি গর্বিত। সবসময় মনে করি ইএসডিও আমার এবং আমি ইএসডিও'র।।

আমার ২২ তোমার ৩৬

কাজী মোঃ সেরাজুস সালেকিন

প্রকল্প সমন্বয়কারী

ইএসডিও-গ্রাইভ প্রকল্প

দীর্ঘ একটি পারস্পরিক কাজের পথ পেরিয়ে আজকের ৩৬ বছরের ইএসডিও। তোমার সাথে আমি কাজ করছি। কাজ শুরু ২০০২। সদ্য মাস্টার্স শেষ করে ইএসডিও'র সাথে আমার পরিচয়। ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং হিসাবে চাকুরির শুরুতেই ৭ দিনের ভিত্তি প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের মধ্যে ফিল্ড ভিজিট- পীরগঞ্জ উপজেলায় পিএলডিপি ও কেয়ার বাংলাদেশের সবজি প্রজেক্ট। ভিত্তি প্রশিক্ষণ শেষ করে ঠাকুরগাঁও জেলার শিবগঞ্জ, বালিয়াডাঙ্গী ও সদর উপজেলায় চলমান কার্যক্রমের মনিটরিং অফিসার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত। মাস খানেক পরেই হঠাৎ করেই রাতে তলব, আগামীকাল কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় একটি প্রজেক্টে যোগদান করতে হবে। বাংলাদেশ আর্সেনিক মিটিগেশন এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট উপজেলা ম্যানেজার হিসাবে কাজ শুরু। সেই সময়ে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে টিউবওয়েলে পানি পরীক্ষা করে আর্সেনিক চিহ্নিতকরণ। এই কাজের মাধ্যমে আমি দেখেছি চরাধ্বলের মানুষের কষ্ট ও দুর্দশা এবং সংগ্রাম। রৌমারীর মানুষ তখন ইএসডিও চিনেছে তাঁর ভালো কাজের নেতৃত্বের জন্য।

তোমার সাথে আমার কাজ করতে করতে শেখার জায়গা শক্ত হয়েছে। জানার জায়গা ও মানুষের সাথে মিলে কাজ করা এবং মানুষের সাথে মিশে কাজ করতে শেখা। তোমার সাথে কাজ করতে করতে দেখতে পেয়েছি শিশুদের শক্ত হাতুরির ঠকঠক শব্দের প্রথর রোদে ভেজা ঘামে একটু হাসি। দেখেছি গ্রামীণ নারীর পাথর ভাঙ্গার হাতুড়ির আওয়াজে সন্ধ্যা অবদি টাকার জন্য মালিকের জন্য অপেক্ষা। আবার যুবকের ঘাম বরানো টাকায় নাস্তা ও বাজার শেষে ভজনপুর টকিজের দরজায় লাইন দিয়ে টিকিট কিনে সিনেমা দেখতে ঢোকা। এটি আমার কর্মজীবনের চিত্র- ভজনপুর, দেবেনগড়, বুড়াবুড়ি, শালবাহান, তীরনই ও তেঁতুলিয়া ২০০৩-২০০৯। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম থেকে শিশুদের নিরসন আন্দোলন কর্মসূচি। অধিকার ভিত্তিক কার্যক্রম শিশুদের অধিকার নিয়ে টানা ৬ বছর একটি আন্দোলন ও সফল একটি মুভমেন্টের মাধ্যমে শ্রমিক, মজুর, মালিক সমিতি ও ট্রেড ইউনিয়ন, পাথর বালি মালিক সমিতি, ইমাম, শিক্ষক সবাই মিলে কথা একটাই শিশুদের দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো যাবে না। ইএসডিও'র এই আন্দোলন আমরা সকলে মিলে তৈরি করতে পেরেছিলাম। স্যারের কাছ থেকে শেখা অধিকারভিত্তিক পন্থায় কাজের ডকুমেন্টেশন কেমন হবে, পাথর খোলা থেকে শিশুদের মুক্ত করার কৌশল, বিদেশ থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য ট্রাস ভিজিট যেটি স্যার টিমের জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রকল্পের গুরুত্ব বিবেচনায় দীর্ঘ একটি সময় স্যারের আমাদের এই কর্মএলাকায় বিচরণ ছিল। একদিন চঞ্চল ভাই এর মোটরসাইকেলের পিছনে বসে নিজেই মাঠের মূল্যায়নের জন্য পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। হঠাৎ করেই বলা, কী কাজ আজকে তোমরা করছো? সকলের সাথে আমার বেলায় স্টেকহোল্ডার পরিদর্শন ও তাঁর মন্তব্য। ইমাম ব্যক্তি হিসাবে খুৎবায় শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজের কুফল সম্পর্কে বলে কি না? রেজিস্টার ধরে নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে বামনপাড়া উপস্থিত, আমরা পিছনে, স্যার সামনে- যদি সামনে যেয়ে আগে থেকে কিছু বলে দেই! আলাপচারিতার মাঝে আপনাদের পাথর ভাঙ্গা অফিসার উনি তো এখানে আমার সাথে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ সম্পর্কে কথা বলেন। মসজিদে শুক্রবার জুমার নামাজের খুৎবায় বলি- শিশুদের দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো যাবে না। আপনারা অনেক ভালো কাজ করছেন।

সকাল হলেই দরিদ্র শিশুরা যেখানে পাথর খোলায় গমন করে পাথর ভাঙ্গার জন্য। সেখানে কাজ করে শিশুদের সাথে আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ সময় আমি পেয়েছি ইএসডিও'র মাধ্যমে। কত ব্যস্ততা, সকাল-বিকেল শিশুদের নতুন করে স্কুল তৈরি, নতুন বই, শিশুদের পথ নাটক, পাথরে ফুল, কত কত স্মৃতি! আমার এই কাজের ফাঁকে মনে পড়ে। হ্যাঁ, কাজকে আনন্দের সাথে নিলে কাজ করেও আনন্দ পাওয়া যায়- যে তৈরি করতে পারে সেই জানে। ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসন আন্দোলন কর্মসূচির মাধ্যমে ইএসডিও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবদান রেখেছে তাঁর কাজের মাধ্যমে, যার ধারাবাহিকতায় এখন পর্যন্ত চাইল্ড লেবার এলিমিনেশন অ্যাকশন নেটওয়ার্কে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিনিধিত্ব করছে ইএসডিও।

ভূমিপুত্রদের সাথে কাজের সুযোগে আমার অধিকার ভিত্তিক কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর জেলায় ২০১০ সাল থেকে। হেকস/ইপার-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দলিত আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি মর্যাদাপূর্ণ ও সক্ষম জীবন উপভোগ করে সমাজের মূলশ্রোতথারায় সম্পৃক্তকরণ, জীবনমানের উন্নয়ন। সাঁওতাল, ওঁরাও, পাহান, মুন্ডা, কোচ, তুড়ি, ভূনজার, কড়াদের নিয়ে কার্যক্রম, এক একটি সম্প্রদায়ের এক এক ধরনের জীবন ও জীবিকা, ভিন্ন সংস্কৃতি এবং ভিন্ন উৎসব। খুব নিরীহ, বিশ্বাসী এবং সহজ সরল আদিবাসী ভূমি পুত্ররা। শহুরে সুইপার, মেথর-ডোম, হেলা এবং হাড়ি সম্প্রদায়ের মানুষদের অধিকার আদায়ের জন্য এই প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত। মানুষ হিসাবে মানবিক মর্যাদা, সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা, ভূমির অধিকার নিয়ে কার্যক্রম এখনও চলছে। দীর্ঘ ১৪ বছর টানা কাজ করে আসছি এই প্রকল্পে। এই অঞ্চলে আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ইএসডিও একটি জায়গা করে নিয়েছে। আদিবাসীদের ভূমি অধিকার, ভূমি দস্যুদের কাছ থেকে ভূমি উদ্ধারের একটি বড় উদাহরণ এই প্রদীপ ও প্রেমদীপ প্রকল্প। আদিবাসীরা কৃষি ও শ্রমজীবী এবং কৃষিতে এই অঞ্চলের নারীরা বিশেষত আদিবাসী নারীরা ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পেরেছে। নারী নেতৃত্বের জায়গায় ইএসডিও তৈরি করছে অসংখ্য আরতী মার্ভি, আলবিন মূর্খু ও পাওলিনা কিস্কুদের, তৈরি করেছে উদ্যোক্তা রুফিনা হেমরম ও সাবিনা টুড়দের, আদিবাসী, দলিত হরিজনদের অধিকার রক্ষায় বিশু হেমরম ও রাজুর মত নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে, আঞ্চলিক পর্যায়ে বিশ্বর মত ব্যক্তির নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে এই অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষদের অধিকারের। যা সম্ভব হয়েছে দীর্ঘ সময়ের এই প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে। স্যাণ্টুট, যারা নিরলস পরিশ্রম করে এই টিমে কাজ করেছেন এবং এখনও আমার সহযোগী। প্রশাসন থেকে যে কোন সুযোগ আসলেই পরিচালক প্রশাসন ড. সেলিমা আখতার বলতেন, আগে আদিবাসী ও দলিতদের দেয়া হবে। ভয়াবহ কোভিডের সময়েও সর্বপ্রথম আদিবাসী পল্লি থেকেই ইএসডিও তাঁর প্রথম সহযোগিতা ফুড সাপোর্ট শুরু করেছিল। সব কিছুতেই ইএসডিও এই প্রান্তিক মানুষগুলিকে একটু আলাদা করে সহযোগিতা করেছে। ইয়ুথ এনগেজমেন্টে কীভাবে আদিবাসী যুবাদের কাজে লাগানো যায়, কীভাবে তাঁরা আরো ভালো করতে পারে সেই কাজের সাথে যুক্ত থেকে মতামত ও পরামর্শ দিয়েছে শাস্ত্র জামান। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে আজও এই অঞ্চলে আদিবাসী ও দলিতদের সেফগার্ড হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে ইএসডিও। আদিবাসীদের বিশেষত সংস্কৃতির বিকাশের লক্ষ্যে সমতল অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর যে উৎসব রয়েছে- তা বিকাশের লক্ষ্যে ইএসডিও ন্যাশনাল কনভেনশনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করেছে। সমতলের আদিবাসীরা মুক্তিযুদ্ধসহ, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহ কত বীরত্বগাঁথা ইতিহাস আছে এই অঞ্চলের ভূমিপুত্রদের, যাদের সংস্পর্শে কাজ করতে পেরে আমি প্রতিনিয়ত শিখছি। তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। এই জনপদের প্রান্তিক এই মানুষগুলো একদিন রাষ্ট্রের সকল সুযোগে-সুবিধায় অন্তর্ভুক্তি হবে। মানবীয় মর্যাদা পাবে। শিশু, বয়স্ক ও নারীরা আনন্দে সকলে মিলিত হবে এই জনপদের বাহা, কারাম, পুষনা, ফাণ্ডার মত উৎসবে।

ইএসডিও : একটি যুগপৎ উন্নয়নের রোল মডেল

মো. আব্দুল মান্নান
প্রজেক্ট ম্যানেজার
ইএসডিও আইএসপি-সিএনও
এসপি ও জেএনও-ওয়াশ প্রজেক্ট

উত্তর-পশ্চিম গগনে উঠেছে আজি এক উজ্জ্বল ধ্রুব তারা
জোড়ায় মানিক জ্বলে,
উজ্জ্বলতা বাড়িয়েছে তাঁর এক তরণ যুক্ত হয়ে
নাম হলো তার ইএসডিও।
‘৮৮ তে ছিল সে সবেমাত্র নবজাতক
‘২৫ এ হয়েছে সে এক পরিপূর্ণ যুবক।
টেকসই উন্নয়নের সতেরোটি অভিষ্ট লক্ষ্য যার কর্মকৌশল
একটি হলো তার অংশীদারিত্ব তথা সম্পদ সমাবেশন,
দিয়েছেন তার পূর্ণ আলো ড. শহীদ উজ্জমান।
সোয়া কোটি মানুষ পাচ্ছে এই উন্নয়নের আলো
বাদ যায়নি বৃদ্ধ, শিশু, নারী, নৃ-গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী কিংবা যুব।
অন্ধুর থেকে ছড়িয়েছে ছায়া তার তেপাল্লি জেলা
সহায়তা দিয়ে পুষ্ট করেছেন আটচল্লিশটি দাতা সংস্থা।
সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক সব সূচকে আছে সমান অর্জন
সম্ভব করেছেন সেই ত্রি-নক্ষত্র শাশ্বত, সেলিমা আখতার ও ড. জামান।
তিন যুগ পূর্তি উদযাপন
অভিভূত হবেন বরণ্য অতিথিরা সব দেখে ইএসডিও’র অর্জন।
নিয়মিত সহায়তা বাড়াবেন তারা হাতে রেখে হাত
দেশের সীমানা পেরিয়ে করবে ইএসডিও তার উন্নয়ন বাজিমাত।
সেদিন মেলাবে তার উন্নয়নের ডানা বিশ্ব পাবে ফল
গ্রহণ করবেন সকলে ইএসডিও’র এই উন্নয়ন রোল মডেল।

মাহাবুবের একনিষ্ঠ উন্নয়নকর্মী হয়ে উঠার গল্প

মোঃ মাহাবুবুল হক

হেড অফ প্রোগ্রাম, ইএসডিও

ও

প্রজেক্ট ম্যানেজার, সিএনএইচএ

ইএসডিওতে আমার দেখতে দেখতে প্রায় ১৭ বছর হয়ে গেল! যদি আমি ভালো পারফর্ম করি এবং সংগঠনের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারি, তবে বাকিটা সময় প্রাণ-প্রিয় সংগঠন ইএসডিও'র সাথে থাকতে চাই। এই দীর্ঘ পথ চলায় আমাদের নির্বাহী পরিচালক স্যারের ছোঁয়া ছাড়া হয়তো এতদূর আসা সম্ভব হতো না। তিনি নানাভাবে আমাকে এবং আমাদেরকে তৈরী করেছেন, কাজ শিখিয়েছেন এবং দীক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন।

লিখতে গিয়ে ২০০৮ সালের একটি স্মৃতি মনে পড়লো। সে সময়ে আমি ইএসডিওতে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং হিসেবে যোগদান করি, এবং আমার প্রথম পোস্টিং হলো পটুয়াখালী জেলায়। এই পোস্টিংয়ের সঙ্গে একটি মজার ঘটনা আছে। আমি পোস্টিং লেটার পেলাম এবং তার পরই বরিশাল যাওয়ার জন্য বিআরটিসি টিকিট কাটলাম। দুলাল ভাই এবং এইচআর-এর মাধ্যমে আমি জেলা ম্যানেজার আনোয়ার ভাইয়ের মোবাইল নাম্বার পেলাম এবং তাঁর সাথে কথা বললাম।

পরের দিন বিকেলে বিআরটিসি বাসস্ট্যান্ডে গেলাম। তখন আমি ভাবছিলাম, একা বরিশাল যেতে পারব কিনা এবং গিয়ে আমি কি ভালো কাজ করতে পারব? এর আগে কখনো এতদূরে যাইনি, ফলে নানা দুশ্চিন্তা আমার মাথায় ঘুরছিল। সেই মুহূর্তে ইএসডিওর আরেক সদস্য মোস্তফা ভাইয়ের সাথে পরিচয় হলো, এবং তাঁর সাথে কথা বলে ভালো লাগল। ইএসডিওর রকি গাড়ি থেকে নামলেন, যামিনী কুমার রায় দাদা। আমি গাড়িতে উঠলাম এবং যামিনী দাদাকে জানাতে চেষ্টা করলাম যে আমি ইএসডিওতে যোগদান করেছি এবং বরিশাল যাচ্ছি। দাদা ‘আচ্ছা’ বলে বিশেষ কিছু বললেন না। মধ্যরাত্রে আমরা কুষ্টিয়ার একটি হোটেলে নামলাম। আমি, যামিনী দাদা এবং মোস্তফা ভাই আমরা এক টেবিলে এক সাথে খেলাম এবং বিল দিলেন যামিনী দাদা। এরপর মোস্তফা ভাই এবং যামিনী দাদা বরিশালে নেমে গেলেন। আমি একা বরিশাল থেকে একই গাড়িতে পটুয়াখালী পৌঁছলাম। সেখানে পৌঁছানোর পর আনোয়ার ভাইয়ের নির্দেশ অনুযায়ী সাপোর্ট স্টাফ কামাল আমাকে নিয়ে গেল এবং আমার থাকার রুম দেখিয়ে দিল।

ফ্রেশ হয়ে খাওয়াদাওয়া করলাম। তবে খাবার খেতে বেশ কষ্ট হলো। কারণ, ঠাকুরগাঁওয়ের খাবার আর বরিশালের খাবারের স্বাদ ভিন্ন তা অনুভব করলাম। পরে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছিল না। ইতোমধ্যে কামাল আমাকে জানান দিল যে আমার পোস্টিং গলাচিপা উপজেলায়। গলাচিপা ও বরিশাল নদী অঞ্চলের কথা শুনে আমি বেশ কিছুটা ভয় পেলাম। এরপর আমি দুলাল ভাইকে অনুরোধ করলাম, আমাকে এমন একটি উপজেলায় পদায়ন করার জন্য বলুন যেখানে নদী কম। দুলাল ভাই আমাকে সাহায্য করলেন। পরে ডিএম আনোয়ার ভাই ও আজিজ ভাইয়ের সাথে পরিচয় হলো এবং আমাকে বলা হলো, “আপনি কলাপাড়া চলে যান।” পরের দিন সকালবেলা, কামালের সাহায্যে কলাপাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। কলাপাড়ায় পৌঁছানোর পর অফিসে গিয়ে মালেক ভাই আমাকে রিসিভ করলেন। নতুন অফিসে কোনো ফার্নিচার ছিল না। ছিল না কোন থাকার ব্যবস্থাও। যেভাবেই হোক, থাকার ব্যবস্থা করে দিনযাপন আরম্ভ করলাম।

ক্রমান্বয়ে, অল্প অল্প করে কাজ শুরু করলাম। শুরুতে এনজিওতে কাজ করার ইচ্ছা ছিল না। সরকারি চাকরি করতে চাইতাম। কিন্তু পারিবারিক আর্থিক অবস্থার কারণে সেটি সম্ভব হয়নি। আবার সেই সময় এনজিওর কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি বুঝে উঠতেও পারিনি। তবে আমার তীব্র ইচ্ছা ছিল মনোযোগ সহকারে কাজ করব এবং খুব ভালো কিছু করব। ইএসডিও-তে যোগদান এবং ভালোভাবে কাজ করার অনুপ্রেরণা যোগাতে মনসুর মামা এবং এমপি (সাবেক) হাফিজ চাচার অবদান ছিল অভাবনীয়।

একটি কথা না বললেই নয়— যখন আমি যোগদান করি তখন থেকেই মনস্থির করি যে মাননীয় নির্বাহী পরিচালক স্যারের সাথে দেখা করব। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ভালো কাজ করলে স্যারের নজরে অবশ্যই আসব।

এর মধ্যে কলাপাড়া উপজেলায় কাজ করতে করতে দুই-তিন মাস হয়ে গেছে। হঠাৎ খবর পেলাম যে ইডি স্যার কলাপাড়া অফিস ভিজিট করবেন। খবর পেয়ে সাইদুজ্জামান ভাইয়ের সাথে আমরা প্রস্তুত হলাম এবং স্যারের জন্য খাবারের আয়োজন করলাম। সেদিনই স্যারের সাথে আমি পরিচিত হওয়ার প্রথম সুযোগ পেলাম। এর কিছুদিন পর, ইডি স্যার, ম্যাডাম, স্নেহের শাস্ত, মনসুর ভাই (মামা) ও আরও অনেকে কুয়াকাটা আসলেন। আমি যাওয়ার অনুমতি পেলাম। সেদিন সাইদুজ্জামান ভাই যদি আমাকে নিয়ে না যেতেন তাহলে নির্বাহী পরিচালক স্যারের সাথে আমার দেখা হতো না এবং ইএসডিওতে হয়তো এতদূর উঠে আসার সুযোগ হত না। কুয়াকাটায় মনসুর ভাই (মামা) স্যারের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। স্যার আমার পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণ করলেন এবং আমাকে মনে হলো বেশ পছন্দ করলেন। এখান থেকেই আমার ইএসডিওতে অগ্রগতির নতুন যাত্রা শুরু হয়।

"স্টাফের ডেভিকেশন না থাকলে সংস্থা বড় হবে না" ইডি স্যারের এই একটি কথা যা আমি মনে-প্রাণে ধারণ করি এবং এগিয়ে চলি। এরপর পটুয়াখালী থেকে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় আরও ২-৩ বছর নিষ্ঠার সাথে কাজ করি। তারপর দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় 'ইআর' প্রকল্প শেষ করে ঠাকুরগাঁওয়ে আসি। ঠাকুরগাঁওয়ে দুই মাস কাজ করলাম এবং বেতন নিয়েছি ইএসডিও'র নিজস্ব ফান্ড থেকে, কারণ আমি তখনও কোনো প্রকল্পে যুক্ত হইনি। স্টাফ ফ্রেন্ডলি অর্গানাইজেশন হিসেবে ইএসডিও'র এটি একটি অনন্য উদাহরণ।

এরই মধ্যে শুনি যে গ্রাম আদালত নামক একটি প্রকল্প আসবে। প্রকল্পটি শুরু হলো এবং ঐ মাসেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উপজেলা কো-অর্ডিনেটর হিসেবে নির্বাচিত হলাম। পরে এইচআর থেকে আমাকে পোস্টিং দেওয়া হলো নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলায়। এরপর ইডি স্যার সকল টিমের সাথে একটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বসলেন। পরিচয় পর্বে আমার পরিচয়ের পর, ইডি স্যার এইচআরকে প্রশ্ন করলেন, "কেন মাহাবুবকে কিশোরগঞ্জ উপজেলায় পোস্টিং দেওয়া হলো?" স্যার বললেন, "এখানে জেলা সমন্বয়কারী না থাকলে মাহাবুব জেলা সমন্বয়কারীর পারপাস সার্ভ করতে পারবে।"

পরবর্তীতে, ইডি স্যারের নির্দেশে উপজেলা সমন্বয়কারী পোস্টিং থেকে দুই মাসের মধ্যে রংপুর জেলা সমন্বয়কারীর পোস্টিং পাই। এই প্রমোশনটি স্যার নিজেই আমাকে দিয়েছেন। আমি সবসময় বিশ্বাস করি, ইডি স্যার আমাকে হাতে কলমে কাজ শিখিয়েছেন। রংপুর আমার ক্যারিয়ার জীবনের আলোকিত দিক।

গ্রাম আদালত প্রকল্পে এসে আমি সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগ ও নেটওয়ার্কিংয়ে দক্ষ হয়ে উঠি। একদিন ইডি স্যার হঠাৎ ফোন করে বললেন, "মাহাবুব, আগামীকাল লালমনিরহাট জেলার-জেলা প্রশাসকের প্রত্যাগমন লাগবে।" সেদিন শুক্রবার ছিল এবং পরের দিন শনিবার, তাই আমি টেনশনে ছিলাম কী করবো। সাহস করে আমি জেলা প্রশাসক স্যারকে ফোন করলাম এবং অনুরোধ করে বললাম, "আপনার সাথে দেখা করতে চাই।" স্যার আমার কথাগুলো খুব মনোযোগ সহকারে শুনে বললেন, "বিকালে আসেন, সকালে বাইরের প্রোগ্রামে থাকবো।" বিকালে আমি স্যারের সঙ্গে দেখা করলাম। বিষয়টি বুঝিয়ে বললাম এবং তারপর স্যার প্রত্যাগমন তার অফিস সহায়ককে ডেকে তৈরি করে রাতেই স্বাক্ষর করে দিলেন। ইডি স্যার প্রত্যাগমনটি পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন।

এই ১৭ বছরে নানাবিধ সফলতার গল্প রয়েছে। যা লিখতে গেলে হয়তো একটি বই লেখা যাবে যার সবকিছুর অবদান আমাদের মাননীয় নির্বাহী পরিচালক স্যারের।

এখন পর্যন্ত সরকারের বিভিন্ন প্রায় ১০০ জন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার সাথে আমার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে এবং বিভিন্নভাবে সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সহযোগিতা পেয়েছি। গ্রাম আদালত প্রকল্প চলাকালীন আমি মাননীয় নির্বাহী পরিচালক স্যার, ম্যাডাম এবং স্নেহের শাস্ত জামানের সাথে কক্সবাজারে যাওয়ার বিরল সুযোগ পাই। পরবর্তীতে স্যারের সাথে ভারত ও সম্প্রতি উজবেকিস্তান দেশ ভ্রমণেরও সুযোগ হয়েছে।

এরপর গ্রাম আদালত, ক্রিয়ার প্রকল্প থেকে প্রোমোট ও রিভাইভ প্রকল্প এবং ইএসডিও রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও জয়পুরহাটসহ ৪টি জেলায় বাস্তবায়িত চলমান প্রকল্পে প্রকল্প সমন্বয়কারী ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসেবে এবং ইএসডিও-এর একজন একনিষ্ঠ উন্নয়ন কর্মী হিসেবে নিবেদিতভাবে কাজ করে চলেছি।

এভাবে নানান স্মৃতি বিজড়িত ঘটনা প্রবাহ এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ইএসডিওতে আমার ক্যারিয়ার ১৭ বছরের দীর্ঘ সময়ে আলোকিত হয়েছে। এভাবে ইএসডিও'র মাধ্যমে আলোকিত হয়েছে- হচ্ছে হাজার হাজার তরুণের স্বপ্ন। এমন একটি আলোকিত অধ্যায়ের জন্য পরম কৃতজ্ঞতা জানাই প্রাণের প্রতিষ্ঠান ইএসডিও'র মাননীয় নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক প্রশাসন মহোদয় এবং স্নেহের শাস্ত জামান-এর প্রতি। ইএসডিও আমাদের স্বপ্ন, ইএসডিও আমাদের গৌরব।

সততা আর নিষ্ঠা সবার আগে

গোলাম ফারুক
প্রোগ্রাম ম্যানেজার
ইইপি, ইএসডিও

দাতা সংস্থার অন্যায় আদেশে ২০১৮ সালে সারা দেশের মতো রংপুরের একটি বেসরকারি সংস্থায় আমাদের চাকুরির পরিসমাপ্তি ঘটলে খুবই বিব্রত ও অসহায়ত্ববোধ করছিলাম। চাকুরিজীবনে ছন্দপতন কী যে বিষম অনুভূতির তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পায় না। বিষম যন্ত্রণার এমন দুঃসময়ে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক মহোদয় আমাকে ইএসডিওতে পুনঃপ্রবেশের সুযোগ দিলেন। সেই সুযোগে একটানা ৬ বছর 'নিরাপদ স্কুল' প্রকল্পে সফলতার সাথে প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করলাম। স্কুল নিয়ে কাজ করলেও স্বাস্থ্য সেক্টরে কাজ করার লোভ আমার সবসময়। ২০১১ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত আমি ইএসডিও-তে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পে প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে ছিলাম। সে সময় আমাদের একটি কমিউনিটি ক্লিনিক সমগ্র বাংলাদেশের ১৩ হাজার ক্লিনিকের মধ্যে ২য় স্থান অধিকার করে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পুরস্কার নিয়েছিল। খুশির এমন অনুভূতির কথা চিন্তা করেই সম্ভবত নির্বাহী পরিচালক মহোদয় আমাকে বাড়ির কাছাকাছি চালু হওয়া স্বাস্থ্য সংক্রান্ত 'এসএসকে' নামক সরকারি কর্মসূচিতে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ দিলেন। কথা ছিল ২০৩০ সাল পর্যন্ত সরকারের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট গ্রামবাংলার অতিদরিদ্র মানুষদের হেলথ ইন্সুরেন্সের মাধ্যমে বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে কর্মসূচি চালিয়ে যাবে। বেশ লম্বা একটা সময় স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করব তাও আবার বাড়ির কাছে! পুলকিত মনে কাজ শুরু করলাম। যথেষ্ট সুনামের সাথে কাজও চলছিল। কিন্তু বিধি বাম, ১ বছর হতে না হতেই স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট মাঝপথে কর্মসূচি বন্ধ করে দিল। আকাশ ভেঙ্গে পড়লো মাথায়। আবার শুরু হবে বেকার জীবন! বেকারত্ব নিয়ে কাটে যাদের জীবন তাদের একেকটি দিন যেন বিষম যন্ত্রণার একেকটি বছর। বন্ধু-বান্ধব, সমাজ এমনকি পরিবারেও সে মূল্যহীন। অবসাদ আর দুশ্চিন্তায় ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায় মানুষটি। নিজেকে হয়ে প্রতিপন্ন মনে হয়। যেখানে চাকুরি বিরামহীনভাবে চলার কথা সেখানে চাকুরি নেই! বৃকে চাকুরি না থাকার বেদনা নিয়ে ছুটে গোলাম নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের কাছে। তিনি আমাকে দেখেই বললেন, 'ফারুক, চিন্তা করো না কাল থেকে তুমি হেড অফিসে এমএন্ডই ইউনিটে কাজ করবে।' হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। এমএন্ডই ইউনিটে ১ মাস কাজ শেষ হতে না হতেই তিনি আমাকে ইওয়াইপি প্রজেক্টে প্রজেক্ট ম্যানেজার পদে পদায়ন করলেন। ৩ বছর মেয়াদি প্রকল্পটিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১০ হাজার শিক্ষার্থীকে নিয়ে কাজ করব। জীবন ও দক্ষতা সেশনের মাধ্যমে একেকটি শিক্ষার্থীকে একেকটি সুশোভিত প্রস্তুতি ফুলে পরিণত করব এমন প্রত্যয় নিয়ে কাজ শুরু হলো। আবার বিধি বাম! ৩ বছর মেয়াদি প্রকল্পটির ১ বছর না যেতেই হঠাৎ দাতা সংস্থা দেশের কারিকুলাম বদলের কথা বলে প্রকল্পটি রহস্যজনকভাবে বন্ধ করে দিল। আমিসহ টিমের ১৩ জন স্টাফ বেকার হয়ে গোলাম। মানব সম্পদ বিভাগ বেকার হয়ে যাওয়া সদস্যদের যাকে যেখানে পেল সমন্বয়ের চেষ্টা করল। আমি দেখা করলাম নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সাথে। ৮ নভেম্বর ২০২৪ সংস্থার প্রোগ্রাম রিভিউ মিটিং। বেকার জীবনের অবসাদ নিয়ে মিটিং এ সময় কাটছিল আমার। নির্বাহী পরিচালক মহোদয় ভরা মিটিং এ ঘোষণা দিয়ে বললেন, 'ফারুক তুমি এখন প্রধান কার্যালয়ে এমএন্ডই ম্যানেজার হিসেবে কাজ করবে।' দীর্ঘশ্বাস পরিণত হলো হাফ ছেড়ে বাঁচার স্বাস্থ্য। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, আমি যখনই চাকুরিহীন হয়েছি, নির্বাহী পরিচালক মহোদয় কেন আমাকে চাকুরিজীবী করেছেন? বিবেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলল- 'সততা আর নিষ্ঠা'। ২২ বছর বিভিন্ন সংস্থায় চাকুরিকালীন আমি সর্বদা সততা আর নিষ্ঠার সাথেই কাজ করে গেছি। সততা আর নিষ্ঠার প্রতি দুর্বল ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক মহোদয় তাই আমাকে বার বার হোঁচট খেয়ে পরে যাওয়া থেকে টেনে তুলেছেন আর প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন সততা আর নিষ্ঠা তাঁর কাছে সবার আগে।

“আত্মার আত্মীয়”

“তোমারই দেওয়া জ্ঞানে চিনিব তোমায়,
তোমারই শক্তি হবে আমার কর্মে সহায়”

মো: আল-আমিন

টেকনিক্যাল অফিসার

ইন্টিগ্রেটেড স্পন্সরশীপ প্রজেক্ট

জলঢাকা,নীলফামারী

মহান সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এই মানবজাতিকে মহান আল্লাহ তায়ালা অগণিত নিয়ামত দান করেছেন। এই নিয়ামতগুলোর কোনোটি দৃশ্যমান আবার কোনোটি অদৃশ্যমান। নিয়ামতের প্রকৃত সংখ্যা কখনই বের করা সম্ভব নয়। মানুষের আপাদমস্তক পুরোটাই মহান রবের মহা নিয়ামতে ভরপুর। আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের একটি হলো “ইএসডিও” যাহা তিনি ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জমান স্যারের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের উপহারস্বরূপ দিয়েছেন। ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার ভয়াবহতা থেকে তৃণমূল মানুষকে স্বস্তির সুখবর দিতে জন্ম হয়েছিল ইএসডিও নামক মহানুভব এই উন্নয়নধর্মী সংস্থাটির। সেই ভয়াবহ, ধ্বংসাত্মক, সর্বনাশা বন্যার দুর্বিষহ হৃদয়বিদারক চিত্র নাড়িয়ে দিয়েছিল কোটি মানুষের চিত্তকে। বন্যায় আক্রান্ত উত্তরাঞ্চলীয় আপামর জনতার হাহাকার আর আর্তনাদই ইএসডিও নামক একটি স্থায়ী উন্নয়নমূলক, মানব হিতৈষী বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার জন্ম দেয়। সেই ১৯৮৮ সাল থেকে আজকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তথা ৩৬ বছরের অবিরত পথচলায় যুক্ত হয়েছে অনেক উন্নয়নধর্মী ও যুগোপযোগী কর্মপরিকল্পনা। এই কর্মপরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিভিন্নধর্মী দুর্যোগে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম। প্রতিটি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অত্যন্ত সৎ, নিষ্ঠা এবং দায়িত্বশীলতার সাথে ইএসডিও নিষ্পত্তি করে থাকেন। দক্ষ ও যোগ্য কর্মী, ন্যায়পরায়ণতা, সৎ ও সত্যবাদিতা, জবাবদিহিতা, সুশৃঙ্খলা বজায় রাখা, জেডার বৈষম্য দূর করা, শিশুবান্ধব নিরাপদ কর্মপরিবেশ সুনিশ্চিত করা ইত্যাদি বাস্তবভিত্তিক সংস্থা হওয়ায় দেশ ও দেশের বাইরে রয়েছে ইএসডিও’র সুখ্যাতি। যার দরুন ইএসডিও বাংলাদেশ এনজিও ব্যুরো কর্তৃক ভূয়সী প্রশংসিত একটি উন্নয়নমূলক সংস্থা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দাতা সংস্থার নিকট ইএসডিও একটি আস্থা ও ভরসার নাম।

কর্মীবান্ধব, সুশৃঙ্খল, উন্নয়নে বিশ্বাসী এই সংস্থাটি দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, তরুণদের জন্য নিত্যনতুন কর্মসংস্থান তৈরি করা, একটি বাসযোগ্য নিরাপদ পৃথিবী বিনির্মাণ ইত্যাদি নিশ্চিত বাংলাদেশ সরকারের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে প্রতি বছর অসংখ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। শিশুশ্রম, দরিদ্রতা, বাল্যবিয়ে, মাদকাসক্ত, যৌন হয়রানিসহ সামাজিক নানান অসঙ্গতির বিরুদ্ধে ইএসডিও সূচনালগ্ন থেকে যুদ্ধ করে আসছে। ঘুস, দুর্নীতি, যৌন হয়রানি, সুরক্ষা লঙ্ঘনসহ আপত্তিজনক বিষয়কে জিরো টলারেন্স নীতি হিসেবে গ্রহণ করে ও মেনে চলার মাধ্যমে ইএসডিও অর্জন করেছে জনমানুষের পরম আস্থা, বিশ্বাস ও ভরসা।

তৃণমূল মানুষকে সাথে নিয়ে তাদের জীবনমান উন্নয়ন ও জীবিকার যোগান দেয়ার মাধ্যমে ইএসডিও পৌঁছে গেছে এক অনন্য মাত্রায়। বাংলাদেশের এমন অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চল রয়েছে যেখানে এখন পর্যন্ত সভ্যতার আলো পৌঁছায় নাই। ইএসডিও সেখানেও কাজ করার মাধ্যমে এক অসাধ্য সাধন করে ফেলেছে এবং অনেককে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। কেই বা জানত, ইএসডিও উত্তরাঞ্চলসহ সারা বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যাকাশে এত বড় নিয়ামত হিসেবে আবির্ভূত হবে। ইএসডিও’র মাধ্যমে হাজার হাজার হতাশাগ্রস্ত বেকার তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। ইএসডিও মানবহিতৈষী কাজের মাধ্যমে তৃণমূল মানুষের নিকট যেন এক আত্মার আত্মীয় বনে গেছে। যেদিকেই ছুটে যাই চারিদিকে যেন ইএসডিও-ইএসডিও জয়ধ্বনি শুনতে পাই। তাইতো, কবির ভাষায় বলতে গেলে;

ধরণীর রক্ষ বৃকে এসেছি একা
অথচ; এসে পেয়েছি কত শতজনের দেখা,
সবাই তো থাকে না সবার মনে
কেউ কেউ থেকে যায় জীবনে-মরণে ।।

বলাই বাহুল্য যে, দেশবরেণ্য এই সংস্থাটিতে কাজ করার মাধ্যমে অদৃশ্য অনেক নিয়ামতের ফায়সালা হয়েছে আমার । সুশৃঙ্খল, শিক্ষাবান্ধব ও অধ্যবসায়ী এই পরিবারের সদস্য হিসেবে আমার যাহা অনুভূত হয়:

- * ইএসডিও পরিবার আত্মিক ও মানসিক শান্তিতে ভরপুর ।
- * এই পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের চিন্তাশীল, সৃষ্টিশীল ও স্বাধীনতাকামী হওয়ার সুযোগ আছে ।
- * আরও বেশী কর্মঠ ও কর্মতৎপর হতে সাহায্য করছে ।
- * সুশৃঙ্খল দেশ ও জাতি গঠনের নিমিত্তে নেতৃত্ব লাভের সুযোগ ।
- * দায়িত্বশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা অর্জনের পাশাপাশি আর্থিক সচ্ছলতা অর্জনের মাধ্যমে সমাজে যোগ্য ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভে ইএসডিও সহায়তা করছে ।

সুনির্ভর, ক্যারিয়ার গঠন উপযোগী এই সংস্থাটি নিঃসন্দেহে কোটি মানুষের আত্মার-আত্মীয় । কবির ভাষায়;

“ ‘আত্মার-আত্মীয়’ আপনি আমার
এ ভাবনাও যেন কম হয়ে যায় বারবার,
যদি এর চেয়েও কোনো গভীর শব্দ থাকতো অভিধানে
সেই শব্দ অলংকরণে রাখতাম বেঁধে মনের কোণে ।। ”

লক্ষ্যের পেছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেও যখন ব্যর্থতার তিক্ত স্বাদ পেতে হয়- তাতে দুঃখের কিছু নেই । এই কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে ইএসডিও হয়ে উঠবে আরও শক্তিশালী, আরও অভিজ্ঞ, আরও দক্ষ এবং অর্জন করবে কাজক্ষিত সফলতা ইনশা আল্লাহ- আর এটাই হবে সত্যিকারের বিজয় । ইএসডিও পরিবারের আত্মার-আত্মীয় হিসেবে ৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সারা বিশ্বে ইএসডিও’র পদচারণা ও প্রসার কামনা করছি । একজন গর্বিত সদস্য হিসেবে ইএসডিও’র মুখ বিশ্বের দরবারে রঙিন করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য । সবশেষে, ইএসডিও পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি দোয়া, শুভেচ্ছা ও শুভকামনা রইল ।

“আমি যে আপনার মনে থেকে যেতে চাই
জীবন আয়ু পর্যন্ত পাই যেন ঠাঁই,
ওপারে গিয়ে আপনাকে নিয়ে গল্প শোনাবো;
‘আত্মার-আত্মীয়’ কাকে বলে ওপারেও চেনাবো ।। ”

ইএসডিও-ই আইডিয়াল একটি সংস্থা

মো.আশরাফুল আলম
টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর ইসিডি
আইএসপি প্রজেক্ট
জলঢাকা, নীলফামারী

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের ঠাকুরগাঁও জেলার একটি প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। আমি ২০১৮ সালের ১ আগস্ট ডেভলপিং এ মডেল অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশন (ডিএমআইই) এবং কোয়ালিটি ইনক্লুসিভ স্কিল ডেভলপমেন্ট (কিউআইএসডিপি) প্রজেক্ট- এ ইএসডিও হাতিবান্দা প্রজেক্ট অফিসে টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর হিসেবে যোগদান করি। বর্তমানে আমি প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর বন্ধু সংস্থা ইএসডিওতে আইএসপি প্রজেক্টে জলঢাকার এলাকায় কর্মরত আছি। আমি এনজিও দিয়েই আমার কর্ম জীবন শুরু করেছি। অনেক স্থানীয় ও ইন্টারন্যাশনাল এনজিওতে বিভিন্ন পদে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। সকল এনজিও'র থেকে আমার কাছে ইএসডিও একটি ব্যতিক্রমধর্মী এনজিও মনে হয়েছে। এই সংস্থায় শেখার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। আমার কাছে মনে হয় এই সংস্থায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের কৌশল সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। যদিও আমার সরাসরি স্যারের সাথে কাজ করার সুযোগ মেলেনি তারপরও কাজের গুণগতমান দেখে বুঝা যায় যে, প্রতিটি প্রকল্পে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে নির্বাহী পরিচালক স্যারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রতিটি প্রকল্পের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে চলমান না হওয়া পর্যন্ত নির্বাহী পরিচালক স্যার বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা করে থাকেন। এভাবে কাজ করতে গিয়ে একজন কর্মী তার ব্যক্তিগত উন্নয়ন সহজে ঘটাতে পারেন। নির্বাহী পরিচালক মহোদয় হাতে কলমে কর্মীদেরকে কাজ শিখিয়ে দেন। কাজ করতে গিয়ে যেখানেই সমস্যার সৃষ্টি হোক না কেন সেখানেই স্যার সমাধান নিয়ে হাজির। এখানে কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে প্রত্যেকটি কর্মীর। এখানে যারা আন্তরিকতার সাথে কাজ করে তাকে স্যার খুবই মূল্যায়ন করে থাকেন। তাই কখনো কল্পনা করিনি বাড়িতে থেকে ইএসডিও-তে কাজ করব। আমার মনে হয়, আল্লাহ আমার রিজিকের ফয়সালা করেছেন স্যারের মাধ্যমে সেই সুবাদে ঠাকুরগাঁও ইএসডিও-তে আসা। প্রথম প্রথম কোনো ভাবে বাজেটের কাজগুলো করতে হিমশিম খেয়েছিলাম, কাজটি কঠিন মনে হচ্ছিল কাজে মন বসাতে পারছিলাম না। নির্বাহী পরিচালক স্যারের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, একাত্মতা, কাজের প্রতি মনোনিবেশ, কর্মীর প্রতি আন্তরিকতা, স্যারের এই ধরনের বেশ গল্প আমি জানতে ও শুনতে পেয়েছি আমার নিকটতম প্রজেক্ট ম্যানেজার জনাব মো. আব্দুল মান্নান আইএসপি প্রজেক্ট জলঢাকা, নীলফামারী, কাজের স্পৃহা গল্প শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং নিজের মনেই ঠিক করে নিলাম এমন একজন নির্বাহী পরিচালকের সাথে কাজ করা সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। জানি না, স্যারের কাছে কাজ করার সুযোগ হবে কিনা? তবু কিছু কিছু বিষয় শেখার চেষ্টা করি। স্যারের মতো করে সত্যিই ইএসডিও-তে কাজ করতে পারার জন্য নিজেকে অত্যন্ত গর্বিত মনে করছি। আমি আমার প্রাণের ইএসডিও এবং স্যার ও ম্যাডামকে আমার অন্তঃস্থল থেকে সালাম জানাই।

ইএসডিও'র কর্মময় জীবনে স্মৃতির পাতা হতে কিছু কথা-

বাবুল বণিক

হেড অফ প্রোগ্রাম (এগ্রিকালচার)

ইএসডিও প্রধান কার্যালয়

ঠাকুরগাঁও

১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসের শীতের সকাল। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। আনুমানিক সকাল ৮টা। আমি তখন রাণীশংকৈল শাখায় Participatory Livestock Development Project (PLDP-1) প্রকল্পে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলাম। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি ইএসডিও-র ৩টি শাখায় (রাণীশংকৈল, পীরগঞ্জ এবং বালিয়াডাঙ্গী) ১৯৯৮ জুলাই থেকে শুরু হয়েছিল। সকাল ৮টায় অফিসে গিয়ে শুনলাম, আমাদের নির্বাহী পরিচালক মহোদয় ঠাকুরগাঁও থেকে রাণীশংকৈল শাখায় সন্ধ্যারই ইকো মহিলা সমিতির (টি এন টি অফিসের পিছনে) সাপ্তাহিক মিটিং-এ এসেছেন। যাকে আমরা অনেকেই বস বলে সম্বোধন করতাম- আমিও বস বলেই সম্বোধন করতাম, মানে এখনও করি। শুনে তৎক্ষণাৎ আমি ও শাখা ব্যবস্থাপক (মো: আজিজুল হক) উপস্থিত হয়ে দেখি, বস সমিতিতে একটি মাদুরে বসে আছেন। পাশে কিছু সদস্য বসে আছেন ইউ (U) আকারে। শীতের সকালে সদস্যরা সবেমাত্র সাপ্তাহিক মিটিং আসতে শুরু করেছিল। দেখলাম, চেয়ার থাকা সত্ত্বেও তিনি মাদুরে বসেছিলেন। সেদিন নিজেকে খুব-ই অপরাধী মনে হয়েছিল, কারণ আমরা এত কাছে থেকে যথাসময়ে উপস্থিতি হতে পারিনি। বস ঠাকুরগাঁও থেকে এসে এত সকালে উপস্থিত হয়েছিলেন। অতঃপর বস পর্যায়ক্রমে ২২ জন সদস্যের প্রত্যেকের সাথে কুশল বিনিময় করেন এবং তাদের ঋণ কার্যক্রম তথ্য, আইজিএ প্রাপ্তি, কারিগরি সহায়তা এবং আর্থ সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন। উল্লেখ্য, তখন কমপক্ষে ৮০% সদস্য সভায় উপস্থিতি হলেই সমিতির সাপ্তাহিক সভার কার্যক্রম শুরু হতো। সভায় বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক আলোচনা হতো। এখানে আলোচ্য বিষয় হলো: একজন মানুষের দায়িত্বসচেতনতা, নিয়মানুবর্তিতা এবং একজন সাধারণ কর্মীর গুণাবলির প্রতিফলন।

বস মাঝে-মাঝে-ই হঠাৎ রাতে রাণীশংকৈল অফিসে আসতেন। বলা যায়, শাখা ফলো-আপ/তদারকি। কারণ প্রকল্পটি একেবারেই ছিল নতুন ও প্রারম্ভিক পর্যায়ে। আমি তখন অফিসের পার্শ্বে রাণীশংকৈল উপজেলা সরকারি অফিসার ডরমেটরিতে থাকতাম। মরহুম জয়নাল আবেদীন চাচা (বসের আক্বা) আমার অনুরোধে ডরমেটরিতে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। যাক রাতে পিএ-টেক। এসে খবর দিতো, বস আপনাকে অফিসে যেতে বলেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ রাতে অফিসে ছুটে যেতাম। বসের পছন্দের খাবারের তালিকায় ছিল হাঁসের মাংস ও শোল মাছ। কাজেই তাঁর সৌজন্যে হাঁসের মাংস ও শোল মাছ রান্না হলেই -----। তারপর সকলের সাথে রাতে আহার করতাম। প্রকল্পের শুরু ও নতুন চাকরি, সারা দিনের কাজের ক্লান্তি। তারপরও কি যে এক অনাবিল আনন্দ ও শান্তি ছিল। তাঁর স্টাফদের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। তিনি স্টাফদের সাথে নিয়ে একসাথে বসে খেতে পছন্দ করতেন। এখানে শিক্ষণীয় বিষয় হলো- প্রকল্পের প্রারম্ভিক পর্যায়ে শাখা ফলো-আপ/তদারকি ও স্টাফদের উৎসাহ বৃদ্ধি করা।

মনে পড়ে, আমাকে অফিস হতে প্রকল্পের কাজে একটি হিরো হোন্ডা স্পিন্ডার মোটরসাইকেল দিয়েছিল। যা আমি খুবই স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে প্রকল্পের কাজে ব্যবহার করেছি। মোটর সাইকেলটি আমার খুবই প্রিয় ছিল। কোন দিন কোন দুর্ঘটনা হয়নি। যাক, কোনো এক শুক্রবার সকালে রাণীশংকৈল হতে পীরগঞ্জে বসের এক জরুরি মিটিং-এ অংশগ্রহণ করেছিলাম। মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন আমাদের সহকর্মী রাণীশংকৈল, পীরগঞ্জ এবং বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার শাখা ব্যবস্থাপকগণ (মো: আজিজুল হক, মো: আবদুস সোবহান, চঞ্চল ভাই) এবং অন্যান্য স্টাফসমূহ। সকাল প্রায় ১১.৩০ মিনিটে মিটিং শেষ করে আমরা পীরগঞ্জ সরকারি কলেজের রাস্তা হয়ে ঠাকুরগাঁও দিকে যাচ্ছিলাম। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। এলো মেলা বাতাসে হালকা ভিজে গিয়েছি। বস শখের বশত: আমার বাইকটি ড্রাইভ করছিলেন। আমি তাঁর পিছনে বসে আছি। অন্যান্য সহকর্মীরাও ড্রাইভ করছিলেন। মনে হয় একধরনের প্রতিযোগিতা। বস সকলের সামনে ছিলেন। অন্যান্যরা আমাদের পিছনে। বস বাইক চালানোর খুব পারদর্শী ছিলেন, আমি সেদিন অনুভব করেছিলাম। এখানে শিক্ষণীয় বিষয় হলো- তাঁর বন্ধুসুলভ আচরণ এবং নেতৃত্ব দেয়া।

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়- “মানুষ তো সবার ঘরে জন্মায়,

কিন্তু মনুষ্যত্ব সবার ঘরে জন্মায় না।”

আরও অনেক টুকরো টুকরো স্মৃতি আছে, যা বলে শেষ করা যাবে না। অনেক দূর (ময়মনসিংহ) থেকে ঠাকুরগাঁও চাকরি করতে এসেছিলাম। এই সকল টুকরো টুকরো আনন্দ ফেলে আসা অনেক বিষয়কে স্মরণ করে দিয়েছিল। এই সকল স্মৃতি এখনও মনে পড়ে।

আগামীর ইএসডিও

মোঃ লিটন

টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর
ইএসডিও-আইএসপি প্রোগ্রাম-সিএনও
জলঢাকা, নীলফামারী।

ভূমিকাঃ ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল ঠাকুরগাঁও শহরের তৎকালীন পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোর মধ্যে কলেজপাড়া নামক এলাকাটি ছিল অন্যতম। ঠিক সেই এলাকার একদল সাহসী যুবকের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ের স্বনামধন্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)। সাহসী যুবকদের সাথে নিজে নিয়োজিত থেকে সরাসরি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এক সাহসী যুবক এবং বর্তমানে ইএসডিও'র প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক এবং তরুণ অনুপ্রেরণার কাণ্ডারী ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জমান। যার সুদক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে ইএসডিও'র সুনাম বর্তমানে দেশের সীমারেখা অতিক্রম করে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে সংস্থাটি সাফল্যের সাথে তিন যুগ অতিক্রম করেছে।

স্মৃতি চারণঃ বলছি সেই ১৯৯৮ সালের কথা। আমার বয়স তখন ৯ বছর। সবেমাত্র চার পাশের পরিবেশ সম্পর্কে আধো আধো ধারণা হয়েছে মাত্র। আমার জন্মস্থান ঠাকুরগাঁও পৌরসভার তৎকালীন ৩নং ওয়ার্ড এবং বর্তমানে ৯নং ওয়ার্ড এর কলেজপাড়া নামক এলাকায়। ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) নামক একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। একদিন সংস্থার একজন মাঠকর্মী আমাদের বাড়িতে আসে এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের অবগত করে। আমার মা তখন তাদের সদস্য হিসাবে তালিকাভুক্ত হয় ও তিন হাজার টাকা ক্ষুদ্র ঋণ নেওয়ার জন্য আবেদন করে। যাচাই-বাছাই শেষে ঋণের অনুমোদনও পায়। তারপর একদিন মায়ের সাথে কলেজপাড়ার তৎকালীন প্রধান কার্যালয়ে গেলাম। সেখানে যাওয়ার পর ঋণ গ্রহণের পূর্বে দাপ্তরিক কিছু কাজ চলছিল। এসময়ের মধ্যে আমি প্রধান কার্যালয়ের পুরো এলাকা ঘুরে দেখলাম। ভাবছিলাম যে, আমার এলাকায় এত সুন্দর একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আমি যদি এই প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মী হতে পারতাম। ইতোমধ্যে মায়ের ঋণ গ্রহণের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং ঋণ গ্রহণ শেষে মায়ের সাথে বাড়িতে এলাম। ঋণ কার্যক্রম ছাড়াও ইএসডিও তখন থেকেই নানা রকম সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছিল এবং ঠাকুরগাঁও শহরের সর্বত্রই ইএসডিও'র কার্যক্রম তখন থেকেই দৃশ্যমান ছিল।

স্বপ্ন পূরণঃ মনোবাসনা অনুযায়ী মাস্টার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর পত্রিকায় ইএসডিও'র একটি চাকরির বিজ্ঞাপন দেখতে পেলাম এবং বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত শর্ত অনুযায়ী আবেদন করলাম। পরীক্ষার জন্য খুদেবার্তা পেলাম এবং পরীক্ষাও দিলাম। একদিন ইএসডিও মানব সম্পদ বিভাগ হতে আমাকে মোবাইল ফোনে কল দিয়ে জানালো আমাকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে এবং চারদিনের ভিত্তি প্রশিক্ষণে আমাকে যোগদান করতে হবে। তাদের নির্ধারিত তারিখে প্রশিক্ষণে যোগদান করলাম। চারদিন প্রশিক্ষণ শেষে ইএসডিও'র সকল পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং ইএসডিও'র পরিচালক প্রশাসন মহোদয় এর উপস্থিতিতে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জমান মহোদয় আমিসহ প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া বিশ জনকেই চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচিত করার ঘোষণা দিলেন। চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচিত হওয়ার পর আমার মনে স্বপ্ন পূরণের অনুভূতি অনুভূত হলো এবং ইএসডিও পরিবারের একজন গর্বিত সদস্য হয়ে গেলাম।



প্রত্যাবর্তন

মো: মশিউর রহমান

হেড অফ প্লানিং এ্যান্ড ক্লাইমেট একশন, ইএসডিও

সেদিন দুপুর ২টা, হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো ভরা মিটিং এর মাঝে। আমি জীবন নগরে ব্যস্ত উচ্চ পর্যায়ের একটি মিটিং এ। অন্য সময় হলে হয়তো এমন অসময়ে ফোন, আসত্তির চাইতে বিরক্তির বেশী রূপে দেখা দিতো। কিন্তু এ ফোন যে আমার হৃদয়ের সাথে জড়িত। ইএসডিও হতে ফোন।

সালটা ২০১৪, ৩০ ডিসেম্বর, কিছু মানুষের প্রতি অতীব বিরক্ত হয়ে, চরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেড়ে গিয়েছিলাম আমার হৃদয়ের আঙ্গিনা। খুব নিরবে, খুব চুপি চুপি, কারণ শ্রদ্ধা নিসৃত ভালবাসা, অপরদিকে কিছু মানুষের নগ্ন ব্যবহার, দুটোর মাঝে বইঁকি। এক দিকে তাঁর প্রতি অতীব শ্রদ্ধা নিসৃত ভালবাসা, অপরদিকে কিছু মানুষের নগ্ন ব্যবহার, দুটোর মাঝে সিদ্ধান্তটি দাড়িয়েছিলো আপাতঃ প্রমোদ ভ্রমণে হৃদয়ে প্রশান্তি আনয়ন। প্রমোদ ভ্রমণে হয়ত পেয়েছি অনেক হীরা রতন কিন্তু সেসব প্রশান্তি কতটা এসেছে তা হয়তো ভাববার বিষয়। তাই হৃদয়ের কোনায় ছিল ফুলসিরাতের টান। কোথায় যেন অপরূপতা। ও জগতে অভাব ছিল না তবে ছিল অপরূপতা। বাহিরে চাকুরীর সুবাদে অনেক শিক্ষক পেয়েছি শুধু পাইনি গুরু। অনেককে দেখেছি অনেক জ্ঞানী কিন্তু সে জ্ঞানে নেই ধী, অনেককে দেখেছি লিডার হিসেবে শুধু আদেশ করতে কিন্তু সে আদেশে নেই অনুশাসন এবং অনুমোদন, কারণ লিডার এর সার্থকতা শুধু আদেশে নয় বরং আদেশ পালনে নির্দেশিত ক্রমের সাথে নিজ কর্ম সম্পাদনের অনুবর্তিতা থাকতে হয়, লিডারশিপ চাইলেই হয়ে উঠে না কারণ এটা অনেক কিছুর সমন্বয়। লিডার সেই যে তার অনুগতদের কথা শুনবে, সে হবে ভাল শ্রোতা, সে অন্যদের ক্ষমতায়ন করবে, তাঁর আচরণ ভঙ্গী হবে আকর্ষণীয় এবং নির্ভরনীয়, তিনি হবেন গতিশীল, তিনি অন্যদের কাজকে উৎসাহিত করবেন, হোক না সেটা ভুল, তিনি অন্যদের সাথে সম্পর্ক তৈরী করবেন, তিনি সকলের সাথে মিলে কাজ করবেন, তিনি কঠিন বিষয়গুলো অন্যদের সাথে নিয়ে সহজ করে দিবেন, শুধু কঠিন কোন কাজ দিয়ে বলবেন না দেখি সে কিভাবে করে, তিনি হবেন অন্যতম সাহায্যকারী, তিনি হবেন দূরদর্শী এবং লিডারশীপের প্রতি আবেগময়ী, সর্বোপরি তিনি হবেন নিষ্ঠাবান, ন্যায়বান এবং সৎ। তিনি তাঁর টিমে আদেশকারী এবং আদেশিত এসম্পর্ক রাখবেন না বরং তৈরী করবেন আত্মার সম্পর্ক, যে সম্পর্কের টানে নির্দেশিতরা জড়াবে সবাস্ত:করণে। আমি এর সব পেয়েছি আমার গুরুর মাঝে। অনেক ভুল করেছি কখনও কটুক্তি শুনিনি বরং তিনি নিজে করে দেখিয়েছেন কিভাবে সঠিক করতে হয়, যখনি কোন কাজ শেষ করেছি মোবাইলে ম্যাসেজে অথবা কথায় পেয়েছি ধন্যবাদ, ধন্যবাদ এটা হয়তো একটি শব্দ মাত্র কিন্তু এটি আমাকে দিয়েছে কোটি কাপ কফির সতেজতা, নিজেই যখন অনেক চাপযুক্ত মনে হয়, আমার গুরুর দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে আমি যেটাকে চাপ মনে করছি তা যেন আমার গুরুর কাজের তুলনায় নিতান্তই সামান্য তখন নিজে নিজে বরং লজ্জাই পেয়েছি, তাঁকে দেখে শিখেছি নিয়মানুবর্তিতা কাকে বলে, দেখেছি শত কাজের মাঝে কিভাবে পরিবারকেও সময় দেয়া যায়, তাঁকে দেখে শিখেছি ভালবাসা কিভাবে প্রাণবন্ত রাখা যায় শত বছর ধরে, শত ঝড়ের মাঝে ঠিক প্রথমদিনটির মতো। শিখেছি কাজকে কিভাবে উপভোগ করা যায়। কঠিন চাপে মরু ময় মস্তিষ্কে কিভাবে ছয় বলে ছয়টি হুঁকা মারা যায় তার পেয়েছি দীক্ষা। যে লোকটি কঠিন ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয় তাঁর মুখে আমার স্মৃতি রচনার জাদু শিখেছি আমার গুরুর দিকে। তাই যখন ডাক পেয়েছি, আবার গুরুর সান্নিধ্যের আর ফিরে তাকাইনি। তিন তিনবার রিজাইন দিতে হয়েছিল তাঁদের কাছে কারণ তাদের কাছে আমি ছিলাম দামি, আর আমার কাছে দামি ছিল অন্যকেউ। তাই আবার ফিরে আসলাম গুরুর আঙ্গিনায়।

যব খুঁজিয়াছি গুরু যাহার চরনে
লুপ্তিতে মস্তক মম নাহি হয় লাজ
তব পেয়েছি তম জীবনে মোর
নত মস্তক তব করি আজ
যতবার দেখি চিনিয়াছি নতুন করিয়া
শিখিবার নাহি শেষ
শতক সালাম গুরু
তম পদধূলি ছুড়িয়া দিয়ো লেশ।

পরম শ্রদ্ধাভাজন ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জমান স্যারকে উৎসর্গ করে

ইএসডিও আমার গর্ব

নিশি কান্ত রায়

টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর
ইন্টিগ্রেটেড স্পসরশিপ প্রজেক্ট
জলঢাকা, নীলফামারী

আমি নিশিকান্ত রায়। ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলার ৭নং রাতোর ইউনিয়নের ঘনেশ্যামপুর গ্রামে আমার বসবাস। ২০০৭ সালে শেষের দিকে এমএ চূড়ান্ত পরীক্ষার শেষ করার পর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানতে পারি যে, ইএসডিও'তে কিছু সংখ্যক উন্নয়ন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আমি সেখানে আবেদন করি এবং চূড়ান্ত তালিকায় উত্তীর্ণ হই। সাত দিন ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণও গ্রহণ করি। কিন্তু পারিবারিক কিছু সমস্যার কারণে চাকুরিতে যোগদান করতে না পারায় সেদিন আমার খুবই মন খারাপ হয়েছিল। মনে হয়েছিল— কেন এই সময় আমার পরিবারে এমন সমস্যার আবির্ভাব হল। আবার বেকার জীবন যাপন শুরু হল। কিছু দিন পর আরডিআরএস বাংলাদেশে চাকুরি হলো কিন্তু কিছুতেই চাকুরিতে মন বসাতে পারছিলাম না। তাই, এক বছর পর স্বেচ্ছার চাকুরি হতে অব্যাহতি দিলাম এবং প্রতিজ্ঞা করলাম যদি এনজিও চাকুরি করি তাহলে ইএসডিওতেই চাকুরি করব। ইএসডিও-তে চাকুরি প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় থাকলাম আর মনে মনে ভাবতে থাকি কবে আবার ইএসডিও-তে চাকুরি পাব। আমার প্রিয় শিক্ষক মোঃ শহিদুল স্যার, প্রভাষক, রাণীশংকৈল ডিগ্রি কলেজ, তিনি হঠাৎ একদিন বিকাল বেলা আমাকে ফোন করে বলেন যে পরের দিন বিকালে আমার বাড়ির পাশে বাজারে ইএসডিও'র এক কর্মকর্তার সাথে যেন দেখা করি। যথারীতি আমি পরের দিন ইএসডিও'র কর্মকর্তার সাথে দেখা করি। উনি আর কেউ নন। তিনি হলেন ইএসডিও'র হেড অফ এইচআর আমার প্রিয় মানুষ মোঃ আবুল মনসুর সরকার। তিন দিন পর ইএসডিও ঠাকুরগাঁও প্রধান কার্যালয়ে আসি এবং পুনরায় চাকুরির জন্য একটা আবেদন করি। চার দির পর পরীক্ষা দিয়ে আবারও একজন উন্নয়ন কর্মী হিসেবে ০৯-০৪-২০০৯ তারিখে প্রাণ প্রিয় সংস্থা ইএসডিও-তে যোগদান করি। এই ভাবেই শুরু হয় আমার ইএসডিও-তে পথ চলা। প্রাণভরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন তরুণ অনুপ্রেরণার কাণ্ডারি ড. মুহম্মদ শহীদ-উজ্জ-জামান স্যারকে। যার সুদক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে ইএসডিও'র সুনাম বর্তমানে দেশের সীমারেখা অতিক্রম করে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। এই ভাবে ইএসডিও দেশ ও দেশের বাহিরে বিস্তারিত হয়ে নির্বাহী পরিচালকের সুনাম ছড়িয়ে পড়বে নিজ জেলায় এমন একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান পেয়ে ধন্য হয়েছি।

স্মৃতিচারণ:

পীরগঞ্জ উপজেলায় ২০১১ সালে জাতীয় পুষ্টি প্রোগ্রাম ফিল্ড সুপারভাইজার হিসাবে কর্মরত ছিলাম। প্রজেক্ট মেয়াদ শেষ হয়। তাই বিনা বেতনে এক মাসের ছুটি নেই। তখন আমাদের প্রথম সন্তানের বয়স প্রায় ছয় মাস। সন্তানের মুখে ভাত দেওয়ার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে সাত দিন পর। এমন সময় ইএসডিও এইচআর বিভাগ থেকে ফোন আসে আমাকে নির্বাহী পরিচালক ডেকেছে। ইএসডিও অফিসে এসে স্যারের সাথে দেখা করি এবং জানতে পারি যে, পরের দিন আমাকে হাতিবান্দায় আসতে হবে। আমি হাতিবান্দায় আসি এবং টেকনিক্যাল অফিসার হিসাবে যোগদান করি। পরের দিন এইচআর বিভাগ থেকে জানতে পারি যে, নির্বাহী পরিচালক আমাদের মেয়ের মুখে ভাত দেওয়ার অনুষ্ঠানের পর আমাকে হাতিবান্দায় আসতে বলেছেন। স্যারের এই দূরদর্শী মহানুভবতা এবং বিচক্ষণতা আমার হৃদয়ে আজও স্মৃতি হয়ে আছে।

পরিশেষে, আমি ও আমার পরিবারের পক্ষ থেকে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক এবং ম্যাডামের জন্য গভীর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা রইল এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি যেন রোগমুক্ত হয়ে জীবন-যাপন করে প্রাণপ্রিয় সংস্থা ইএসডিও-কে সারা বিশ্বের কাছে পরিচিতি করে তুলবে পারে।

“পরিবর্তনের বীজ: ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের পথচলা”

সজীব কুমার

উপজেলা কো-অর্ডিনেটর
ইন্টিগ্রেটেড স্পন্দরশীপ প্রজেক্ট
জলঢাকা, নীলফামারী

বাংলাদেশের অতি দরিদ্র একটি জেলা ঠাকুরগাঁওয়ে আজ থেকে ৩৬ বছর আগে ১৯৮৮ সালের বন্যার্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসা সংগঠনটির নাম ইএসডিও। সংগঠনটি বর্তমানে ৫৩ টি জেলায় শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য, পরিবেশ, জলবায়ু, কারিগরি প্রশিক্ষণসহ এসডিজির ১৭ টি লক্ষ্য নিয়ে তৃণমূল মানুষদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি তৃণমূল মানুষজনের মাঝে আশার আলো হয়ে উঠেছে।

ইএসডিও’র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল একটি স্বপ্ন থেকে। এমন একটি সমাজ গড়া যেখানে দারিদ্র্য, অসমতা ও অন্যায়ের স্থান নেই। ইএসডিও পরিবার বিশ্বাস করে— উন্নয়ন কেবল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য নয়; এটি একটি সার্বিক পরিবর্তন, যেখানে কোন শিশু ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাঁদবে না। মানুষ একসঙ্গে উঠে দাঁড়াতে পারবে এবং টেকসই উন্নয়নের পথ বেছে নিতে পারে। এই আশাকে কেন্দ্র করে ইএসডিও নিজেদের মাঝে কাজ শুরু করে। যা দ্রুতই একটি আন্দোলনে পরিণত হয়। ইএসডিওকে দিকনির্দেশনা এবং সামনের সারি থেকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে যিনি তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে বিসর্জন দিয়ে তৃণমূল মানুষের পাঁশে দাড়িয়েছেন তিনি আর কেউ নয় আমাদের সকলের প্রিয় শ্রদ্ধেয় ক্যাপিটোন ফেলো প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ড. মুহাম্মদ শহীদ উজ্জমান স্যার। যাঁর হাত ধরে ৩৬ বছর ধরে ইএসডিও তৃণমূল মানুষের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

সমন্বিত উন্নয়নের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা:

ইএসডিও’র প্রথম কাজ ছিল তৃণমূলের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের কথা শোনা। তারা বুঝতে পারে যে দরিদ্র্যতা কেবল আয়ের উপর নয় বরং এটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশের সাথে গভীরভাবে জড়িত। তাই সমস্যার সমাধান ও হওয়া উচিত ছিল সার্বিক। এই চেতনা নিয়ে ইএসডিও আয়বৃদ্ধি, শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য, মানবাধিকার এবং সুশাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

আয়ের জন্য স্থানীয় মানুষকে বিভিন্ন দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। যেমন বুনন, জৈব চাষাবাদ এবং ছোটোখাটো ব্যবসার পরিচালনা। এর ফলে অনেক নারী আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে এবং তাদের পরিবারে অবদান রাখতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে আর প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য সাক্ষরতা উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়ে আসে যা তাদের নিজস্ব অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে সাহায্য করে।

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ:

ইএসডিও স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষাকে একই সাথে গুরুত্ব দেয়। পুষ্টি ও স্বাস্থ্য কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবারগুলো স্বাস্থ্যসম্মত খাবার, বিশুদ্ধ পানি এবং সঠিক স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার সুযোগ পায়। সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা শেখানো হয় যা শিশুদের সুস্থভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা ইএসডিও’র একটি প্রধান লক্ষ্য। তারা স্থানীয় মানুষকে পরিবেশ দূষণ রোধ, প্লাস্টিক ব্যবহারের পরিমাণ কমানো এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতন করে। গাছ লাগানোর মাধ্যমে বন সংরক্ষণ ও ভূমিক্ষয় রোধে কাজ করে যা প্রকৃতি সংরক্ষণে অবদান রাখে।

মানবাধিকার ও সুশাসনের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি:

ইএসডিও বিশ্বাস করে যে, কোন সম্প্রদায় সঠিক বিচার ছাড়া উন্নতি করতে পারে না। তাই তারা মানবাধিকার এবং সুশাসন নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর কাজ করে। মানুষকে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে সহায়তা করে এবং তাদের এলাকার সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়।

স্থায়ী পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি:

বর্তমানে ইএসডিও একটি সংগঠন ছাড়িয়ে একটি আন্দোলন হয়ে উঠেছে। সংগঠনটি সকলকে মনে করিয়ে দেয় যে প্রকৃত উন্নয়ন কেবল কিছু সুবিধা প্রদান নয়; এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। যা সম্প্রদায়কে নিজেদের শক্তি আবিষ্কার, পরিবেশ রক্ষা এবং নিজেদের অধিকার পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে। বর্তমানে ১১৮টি প্রকল্প চলমান যার মাধ্যমে ১২ মিলিয়ন দরিদ্র মানুষের পাশে ইএসডিও।

ইএসডিও তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশজুড়ে ৪০৮টি উপজেলা সহ প্রত্যন্ত এলাকাগুলোর মানুষজনকে একটি সুন্দর টেকসই ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যা একদিন সারা বিশ্বকে পরিবর্তনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি:

ইএসডিও মনে করে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের মোকাবেলা করার মাধ্যমেই একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। তাই সংগঠনটি দরিদ্র মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পগুলোতে স্থানীয় চাষাবাদ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পুষ্টি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা মানুষকে স্বাস্থ্যকর এবং সুস্থ্য জীবন যাপনে সহায়তা করে।

শিশুর জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ:

ইএসডিও'র অন্যতম লক্ষ্য শিশুদের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা। তারা শিক্ষা কার্যক্রম এবং সচেতনতা প্রকল্পের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে চায় যে প্রত্যেক শিশু তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ পায়। স্কুলে যাওয়া থেকে শুরু করে শিশুর নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশ-এসব ক্ষেত্রে তারা সচেতনতার মাধ্যমে কাজ করে।

একটি স্বপ্ন পূরণের পথে অগ্রসর:

আজ ইএসডিও কেবল একটি সংগঠন নয়; এটি একটি আশার প্রতীক। এটি একটি মানবিক আন্দোলন। যার লক্ষ্য সমাজের সকলের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করা। দারিদ্র্য, বৈষম্য এবং অযত্নের শৃঙ্খল থেকে তৃনমূল মানুষের মুক্তির জন্য ইএসডিও অদম্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইএসডিও'র এই যাত্রা তাদের লক্ষ্য পূরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে যেখানে প্রতিটি জীবন সম্মানের সাথে বাঁচবে, কোন শিশু ক্ষুধায় কাঁদবে না এবং কোন মানুষ দারিদ্র্যের অভিশাপে তার স্বপ্নকে বিসর্জন দেবে না।

এই গল্পটি ইএসডিও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিচ্ছবি এবং তাদের মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের যে পরিবর্তন ঘটেছে তা তুলে ধরেছে। আমি ইএসডিও এর একজন উন্নয়ন কর্মী এবং ইএসডিও পরিবারের সদস্য হতে পেরে গর্বিত।

“গণ মানুষের কর্ণধার: ইএসডিও পরিবার”

“টেকসই পরিবর্তনের একটি আন্দোলন”

মোছা: জেসমিন প্রধান

জেডার এন্ড ইনক্লুশন কো-অর্ডিনেটর

ইন্টিগ্রেটেড স্পন্সরশীপ প্রোগ্রাম

জলঢাকা, নীলফামারী

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে দেশের এক প্রান্তে গড়ে ওঠা ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) আজ একটি প্রতিষ্ঠানের গল্প নয় বরং বাংলাদেশের গল্প। পশ্চাৎপদ সর্ব উত্তরের জেলা ঠাকুরগাঁও-এ ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগের এক মহানুভব মানবপ্রেমী তরুণ। কাজ করতে গিয়ে তিনি মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আবিষ্কার করেন তাদের মৌলিক চাহিদার দুর্ভোগ, অধিকারের অসমতা, অন্যায্যতা, বিশেষ করে শিশু ও নারীর অধিকার, বৈষম্য, প্রকৃতি পরিবেশের উন্নয়ন এবং জাতিভেদ প্রভৃতি। এসব পর্যবেক্ষণ এর পর মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পুনরুদ্ধারে শুরু হয় ইএসডিও'র পথচলা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপদ খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, হাইজিন, শিশু শ্রম, পরিবেশ বান্ধব কৃষি, সবুজ বনায়ন, বয়স্ক শিক্ষা, শিশু শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, নারী ক্ষমতায়ন, জেডার সংবেদনশীল পরিবেশ সৃষ্টি, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে তৃণমূল মানুষের দরিদ্রতা দূরীকরণ ও একটি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং সরকারের টেকসই উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় অবিরাম সাড়ে তিন দশক ধরে কাজ করে আসছে। বর্তমানে এর ব্যাপকতা ছড়িয়ে পড়েছে দেশের ৫৩ টি জেলায়, ৮ টি বিভাগে, ৪০৮ টি উপজেলায়, ৪০৩২ টি ইউনিয়ন, গ্রাম ও শহর-বন্দরে এবং পৌছে গেছে ১২ লক্ষ অসহায় ও দরিদ্র মানুষের হৃদয়স্পন্দনে। শুধু তাই নয় আনুমানিক ৬০০০ পরিবারের জীবিকার উৎস আজ ইএসডিও পরিবার। নিজের মেধা, মনন ও সৃজনশীলতার চরম উৎকর্ষে আজ সেই তরুণ আমি থেকে আমরা হয়ে উঠেছেন। পথ নির্দেশিকার একটি উজ্জ্বল আদর্শ, আলোকবর্তিকা ও হাজারও মানুষের মধ্যমণি। তিনি আর কেউ নন আমাদের পরম প্রিয় শ্রদ্ধেয় ক্যাপিটোন ফেলো স্যার ড. মুহাম্মদ শহীদ উজ্জ জামান। আমি এই পরিবারের একজন সদস্য হতে পেরে গর্ব অনুভব করি। কেননা তৃণমূল মানুষকে এভাবে কাছে থেকে দেখা ও কিছু করার সুযোগ পাওয়ার জন্য। আমার কর্মজীবনের সারথী ইএসডিও পরিবার নারী বান্ধব কর্মপরিবেশ, কর্মীর দক্ষতা উন্নয়ন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কর্মজীবনকে করেছে সহজ এবং সুখী সমৃদ্ধ পরিবার গঠন করতে সহায়তা করেছে। আমার বিশ্বাস মানবপ্রেমী এই প্রতিষ্ঠান একদিন জাতীয় পর্যায়ে অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পদার্পণ করে সর্বজনীন হয়ে উঠবে।

জাদুর কাঠির ছোঁয়া

মো: আব্দুল মতিন

মনিটরিং, ইভালুয়েশন, একাউন্টবিলিটি এন্ড লার্নিং অফিসার
ইএসডিও এসআরএসপি প্রজেক্ট

একজন জাদুকের সাথে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্প এটি। আমার জীবনে বাস্তব ও অভিজ্ঞত হওয়ার গল্প। আমার কর্ম জীবন শুরু হয় জাতীয় পর্যায়ে একটি স্বনামধন্য উন্নয়ন সংস্থা ইএসডিওতে। চাকুরি শুরুর তিন-চার মাসের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক প্র্যাটফর্মে ফেলো হিসেবে চূড়ান্তভাবে মনোনীত হই, তিন মাসের কোর্সওয়ার্ক শেষে যেতে হবে দক্ষিণ কোরিয়ায়। খুব সংশয় নিয়ে বিষয়টি জানানোর জন্য মাননীয় নির্বাহী পরিচালক স্যারের দ্বারস্থ হই। স্যারের অফিস কক্ষে ঢুকা মাত্র তিনি বলে উঠলেন, তোমাকে অভিনন্দন। আমি ধরে নিয়েছিলাম আমাকে উনি অতটা চেনেন না, তিনি হয়তো ব্যাপারটি গুরুত্ব নাও দিতে পারেন। আমি চিন্তিত ছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে অবাধ করে দিয়ে বললেন, ডেন্ট ওয়ারি, আমিও থাকবো সেখানে, এক সাথেই যাব। প্রকাশ না করলেও আমি আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলাম সেদিন। এরপর প্রস্তুতিমূলক যাবতীয় কাজে একজন উদার মনের শিক্ষকের মত আমাকে গাইড করেছেন। প্রতিবার সাক্ষাতে আমি তার মেধা আর কৌশলে অভিভূত হয়েছি।

এরপর চলে এলো বিদেশ যাবার ক্ষণ। ভিসা করতে হবে ঢাকায় গিয়ে। প্রথমবার বিদেশ যাব, খরচা-পাতির ব্যাপার আছে, এসব নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিনাতিপাত করছিলাম। হঠাৎ স্যার আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন বিদেশ তো যাবা টাকা পরিসা হাতে আছে? আমি আমতা আমতা করে বললাম জি স্যার, হাজার বিশেক টাকা আছে। উনি তৎক্ষণাৎ একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ডেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমাকে অগ্রিম দেয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি অবাধ হলাম, তিনি কি জাদু জানেন! কীভাবে আমার সমস্যার কথা বুঝতে পেরেছিলেন জানি না। বললেন, এম্বাসিতে গিয়ে ভিসার প্রসেস করে এসো, টাকা অফিসের একজন তোমাকে সহযোগিতা করবে। মনে প্রশ্ন জাগলো, একজন নির্বাহী পরিচালক এতটা কর্মীবান্ধব হতে পারেন!! যাইহোক, আমি এবার চিন্তামুক্ত হলাম।

৭ই অক্টোবর, ২০২২। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ঢুকলাম স্যারকে অনুসরণ করে। ইমিগ্রেশনের লাইনে স্যারের পেছনে আমি আর আমার পেছনে আছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ডেপুটি ডিরেক্টর তৌহিদ ভাই। ইমিগ্রেশন অফিসার স্যারের পাসপোর্ট দেখে চোখের পলকে স্যারকে ক্লিয়ারেন্স দিয়ে ছেড়ে দিলেন। আমি তো থ হয়ে গেছি কীভাবে এত দ্রুত ইমিগ্রেশন ক্লিয়ার করা সম্ভব? তাও আবার বাংলাদেশে। যাইহোক, আমি ভাবলাম যাক ভয় নেই তাহলে আমারটাও দ্রুতই হবে। কিন্তু আমি ভুল ছিলাম, অফিসার আমাকে হাজারো প্রশ্ন শুরু করলো। এবার এক সিনিয়র অফিসার এসে তার সিনিয়রের কাছে নিয়ে গেলো। শুধু আমি না, তৌহিদ ভাইকেও ছাড়ে নাই। উনি তো সরকারি লোক তবুও কেন আটকালো বুঝি নাই। তখন শুধু ভাবছিলাম নির্বাহী পরিচালক স্যার কি আসলেই জাদু জানেন? যাইহোক, ইমিগ্রেশন অফিসাররা আমার কাগজ-পত্রগুলো যাচাই-বাছাই করে ক্লিয়ারেন্স দিল, আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। স্যার ওপাশে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে দেখা মাত্র বললেন, ডিপার্চারের এখনো দেরি আছে, চলো তোমাকে কিছু খাইয়ে নিয়ে আসি লাউঞ্জ থেকে। আমার না খেলেও চলবে কিন্তু তুমি দুর্বল হয়ে যাবা, চলো। স্যারকে অনুসরণ করে চলে এলাম মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের লাউঞ্জে। আমি বললাম, স্যার আমার তো কার্ড নেই। উত্তরে বললেন, আমি তো আছি।

দীর্ঘ যাত্রা শেষে পৌঁছে গলাম দক্ষিণ কোরিয়ার গুয়াংজু শহরে। শহরটিকে জাতিসংঘ মানবাধিকার সিটি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। যাইহোক, প্রথমবারের মতো এত বড় বিমানযাত্রা শেষে আমি খুবই ক্লান্ত এবং দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু স্যারের এই বয়সেও এত প্রাণ শক্তি দেখে আশ্চর্য হয়েছি আমি। পরের দিন কনফারেন্স ভেন্যুতে পৌঁছলাম সকাল সকাল। ভেন্যুর সামনে দাঁড়িয়ে স্যারের ছবি তুলে দিয়ে আমিও ছবি তুলছিলাম। হঠাৎ স্যার এসে পাশে দাঁড়ালেন। তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন আমি খুবই দুর্বল অনুভব করছি। আমাকে অবাধ করে দিয়ে আমার কাঁধে হাত রেখে কাছে টেনে নিয়ে ছবি তোলার জন্য পোজ দিলেন। মুহূর্তেই যেন যাদুর কাঠির ছোঁয়ায় আমার ক্লান্তি আর যত দুর্বলতা সব নিমেষেই ছুটে পালিয়ে গেলো। অতি মূল্যবান এই মুহূর্তটি স্থিরচিত্রে বন্দি করলেন তৌহিদ ভাই। আমি যেন নব উদ্যম ফিরে পেলাম।

সব মিলিয়ে যে এক সপ্তাহ ছিলাম প্রিয় নির্বাহী পরিচালক স্যারের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দানের যে কৌশল আমি দেখেছি তা আর কারোর মধ্যে এখন অবধি চোখে পড়েনি। স্যার যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন যেন সবাই মোহাবিষ্ট হয়ে শুনে যাচ্ছিল। সবাইকে কেমন জাদু দিয়ে বশ করে রেখেছিলেন পুরোটা সময়। পরে এক আড্ডায় কনফারেন্স আয়োজকদের প্রধান, অ্যাকিরেটাস অধ্যাপক শিন, স্যারের ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেছিলেন "ইউ আর আ ভেরি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল স্পিকার"।

এই সফরে স্যারের সান্নিধ্যে থেকে বুকেছিলাম জাদু করতে মন্ত্র জানতে হয় না। একজন মানুষের উদার মন, ক্যারিস্মাটিক নেতৃত্বের গুণাবলিই যথেষ্ট। শুধু আমিই না, নিশ্চিত আরো অনেকেই স্যারের এই গুণাবলি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। মহান সৃষ্টিকর্তা স্যারকে আরও শতবছর জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় শত উন্নয়নকর্মীর সুখ স্মৃতির কারণ করে তুলুন।



The Tree of Hope

Shaswoto Zaman

Team Leader Youth Engagement & ICT, ESDO

Thirty-six years ago, a seed was planted in the heart of Bangladesh. That seed was ESDO—a hope that dreamed of growing into something greater.

As the years passed, this seed grew into a sturdy tree, its roots sinking deep into the soil of trust and its branches reaching out to shelter the vulnerable. This tree, ESDO, became a sanctuary for those who had nowhere else to turn.

The poor and marginalized found shade under its branches—protection from the harsh sun of poverty and inequality. They gathered under it to share their dreams, their struggles, and their stories. Like the tree that gives its fruit without expecting anything in return, ESDO offered them tools to build their lives. This tree gave them shade when the world offered only storms.

But it wasn't just the vulnerable who found solace under this tree. Its roots provided stability for the many hands that nurtured it—the staff, the volunteers, the visionaries who worked tirelessly to ensure its growth. The tree grew strong because of them, and in return, it gave them purpose, fulfillment, and the joy of making a difference.

The tree does not choose whom to help. Its shade is for everyone. Its fruits feed the hungry, its roots hold the soil steady during floods, and its branches stand as a reminder that even the smallest seed can grow into something magnificent.

Everyone who has ever stood under this tree has a story. A farmer who planted his first crop with ESDO's guidance. A student who found her voice through its education programs. A staff member whose life was transformed by the joy of serving others. There are millions of stories like these, all deeply rooted in the shade of this tree.

As we celebrate 36 years of ESDO, the tree of hope, we honor every story that has grown alongside it. This is not just the story of an organization. It is the story of countless lives touched, changed, and uplifted. And it is a reminder that when we plant a seed with love, it can grow into something that nourishes the world for generations to come.

And thus, the tree whispers its eternal truth—gentle yet unwavering:

“ভগমূল মানুষের সাথে ভগমূল মানুষের পাশে।”



ইএমডিও উন্নয়নের
ঋবতারা

ইএসডিও : উন্নয়নের ধ্রুবতারা

১৯৮৮-২০২৪

১. পটভূমি:

ঠাকুরগাঁও জেলা শহরের একদল সমাজ মনস্ক, শিক্ষিত তরুণের উদ্যোগে ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যা মোকাবেলার মাধ্যমে ইএসডিও'র জন্ম। সূচনাতে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালিত হলেও বন্যা শেষে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিশেষতঃ বিত্তহীন ভূমিহীনদের চাহিদা নিরূপন করে সমন্বিত কার্যক্রম শুরু হয়।

২. ভিশনঃ

আমরা এমন একটি সমতা ভিত্তিক সমাজ চাই, যেখানে আয় ও মানবীয় দারিদ্রতা থাকবে না, প্রত্যেক মানুষ পূর্ণ মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিয়ে বসবাস করবে।

৩. মিশন

ব্যাপক আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, প্রাথমিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, মানবাধিকার ও সুশাসন এবং পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ইএসডিও'র কর্মএলাকাতে আয় ও মানবীয় দারিদ্রতা হ্রাস। ইএসডিও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং কার্যকর ভাবে মানবাধিকার পরিস্থিতি উত্তরণ, মানবীয় মর্যাদা ও নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিতকরণে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানবীয় সামর্থ্যবোধে কাজ করছে। সার্বিকভাবে নারী এবং বিশেষ ভাবে শিশুরা ইএসডিও'র সামগ্রিক কার্যক্রমের মূল কেন্দ্রবিন্দু। সকল ধরনের সেবায় অতি দরিদ্র মানুষের সুযোগ ও অধিকার প্রতিষ্ঠাই ইএসডিও'র মূল মেনিফেস্টো।

৪. স্থাপিত: ৩ এপ্রিল ১৯৮৮

৫. আইনগত বৈধতা

(১) সমাজ সেবা অধিদপ্তর (রেজিস্ট্রেশন নং: ৪৪০/৮৮, তারিখ: ১৪.১১.১৯৮৮), (২) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (রেজিস্ট্রেশন নং: ৬৯৪/৯৩, তারিখ: ১৫.০৩.১৯৯৩ (নবায়ন: ১৫/০৩/২০১৮ হতে ১৪/০৩/২০২৮), (৩) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (রেজিস্ট্রেশন নং: এমআরএ-০০০২০৪, তারিখ: ২৫.০৩.২০০৮), (৪) বাংলাদেশ কপিরাইট: রেজিস্ট্রেশন নং-সিআরএ ২৯৪২০, তারিখ: ১৫/০১/২০২৪ হতে ০৪/০১/২০৪৮, (৫) ন্যাশনাল ফিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি(এনএসডিএ), রেজিস্ট্রেশন নং-এসটিপি-ঠাক-০০০১০১৪, তারিখ: ০৫/০১/২০২২ হতে ০৪/০১/২০২৭, (৬) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, রেজিস্ট্রেশন নং: ১২১২১, তারিখ: ০৬/০৬/২০১৬ হতে ১৬/০৯/২০২২) (৭) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (টিআইএন- ৫৯৭৩২৮১৪০১৯৮/সার্কেল-০৯৩, ট্যাক্সেস জোন-০৫, ঢাকা, বিআইএন: ০০০৮৮৫৪৮৩-১০০৩, তারিখ: ০৮/১০/২০২৪, (৮) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ভ্যালু অ্যাডেট ট্যাক্স (ভিএটি) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, বিআইএন: ০০০৮৮৫৪৮৩-১০০৩, তারিখ: ১৪/০৮/২০১৯, (০৯) পোষ্টেনশিয়াল অ্যাপ্লিক্যান্ট ড্যাটা অন-লাইন রেজিস্ট্রেশন (পিএডিওআর): বিডি-২০০৮-ইডিএ-০৭১২৮২৪২৬১ তারিখ: ১৪/০৮/২০০৮ (আপডেটেড নভেম্বর ২০২৫), (১০) ড্যাটা ইউনিভার্সেল নাম্বারিং সিস্টেম (ডিইউএনএস) নম্বর: ৭৩১৫৭৮০১৪, ইউনিক ইনটিটি আইডি-NYVGBRERNEN5 এন-সিএজিই কোড: এসভিএইচ৮৫, তারিখ: ১৫/০৬/২০১৩ (আপডেটেড জুন ২০২৫) (১১) ইউনাইটেড ন্যাশনস গ্লোবাল মার্কেটপ্লেস(ইউএনজিএম) নম্বর ৬৯৭০৩৭, তারিখ: ২০২১ (১২) ইউএন পার্টনার পোর্টাল রেজিস্ট্রেশন নম্বর-৮০৪৪।

৬. ডেভলপমেন্ট পার্টনার

Ongoing Development Partnership with UN Agencies: (১) বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফফি), (২) ইউনাইটেড ন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি), (৩) ইউএন ক্যাপিটেল ডেভলপমেন্ট ফান্ড(ইউএনসিডিএফ), (৪) ইউনাইটেড ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন এমারজেন্সী ফান্ড(ইউনিসেফ) (৫) ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন(আইওএম)।

Ongoing Development Partnership with INGOs/International Donors: (৬) সেভ দ্যা চিলড্রেন ডেনমার্ক/হেমপেল ফাউন্ডেশন, (৭) সেভ দ্যা চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল (৮) কেয়ার-বাংলাদেশ, (৯) ওয়াটারএইড বাংলাদেশ, (১০) ওয়াটার ডট ওআরজি বাংলাদেশ, (১১) প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (১২) হেকস্-ইপার, (১৩) সাসটেইন্যাবল গ্রাফিক্যালচার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ(এসএএফ-বাংলাদেশ), (১৪) স্ট্রামি ফাউন্ডেশন-নরওয়ে, (১৫) সলিডারিড্যাড নেটওয়ার্ক এশিয়া, (১৬) ম্যাক্স ফাউন্ডেশন-নেদারল্যান্ড, (১৭) স্টার্ট নেটওয়ার্ক/সুইস, এনএমএফ, ডাচ গভর্নমেন্ট, এফসিডিও, এলসিএ, (১৮) সেভ দ্যা চিলড্রেন ইউকে/স্টার্ট নেটওয়ার্ক/এফসিডিও/জিএফএফও/মিনিস্ট্রী অব ফরেন এ্যাফেয়ার্স নেদারল্যান্ডস (১৯) এফসিডিও ডিআরএফ২, ম্যাকপি২, সুইস রি২ এন্ড আইকিয়াব্রীজ, (২০) এডুকো বাংলাদেশ, (২১) সুইসকনটাক্ট (২২) ম্যাজিক বাস গ্লোবাল (এমবিজে), (২৩) এনফ্যান্টস ডু মন্ডি (ইডিএম), (২৪) মুসলিম এইট-ইউকে, (২৫) ড্যানিস রিফুজি কাউন্সিল(ডিআরসি), (২৬) ফিনিস মন্ডিয়াল বাংলাদেশ, (২৭) হেইফার ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, (২৮) ইএফপিআরআই-হার্ভেস্টপ্লাস, (২৯) দ্যা শেয়ারট্রাস্ট, (৩০) সুইস ট্রোপিক্যাল এন্ড পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউশন, (৩১) সুইস রি.ম্যাকপি২, জিএফএফও এন্ড আইকিয়া, (৩২) ইএলআরএইচএ-এনহেলিং লার্গিং এন্ড রিসার্স ফর হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাসিসটেন্স।

Ongoing Partnership with Government: (৩৩) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)/ইফাদ/ড্যানিডা/ওয়ার্ল্ড ব্যাংক/ইউকেএইড(ডিএফআইডি)/ইইউ/গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড(জিসিএফ), (৩৪) সুইস এ্যাজেন্সী ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন(এসডিসি), (৩৫) মহিলা বিষয়ক অধিদফতর-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, (৩৬) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, (৩৭) স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদফতর(এলজিডি)-জিওবি/ইফাদ (৩৮) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, (৩৯) স্থানীয় সরকার বিভাগ- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, (৪০) বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ), (৪১) কারিগরী শিক্ষা অধিদফতর (৪২) স্কীলস এমপ্লয়মেন্ট ইম্প্রোভমেন্ট প্রোগ্রাম(এসইআইপি)-মিনিস্ট্রী অব ফিন্যান্স-জিওবি।

Ongoing Partnership with National Organization/Local Government and Private Sector:

(৪৩) সেন্টার ফর পলিসি ডাইরেকশন(সিপিডি), (৪৪) মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)

Ongoing Partnership with Local Government: (৪৫) ঠাকুরগাঁও পৌরসভা।

Ongoing Partnership with Private Sector: (৪৬) অ্যাসোসিয়েশন অব অরিয়েন্টেড শীপ বিল্ডিংস (এসইওআইবি) ইন্ডাস্ট্রিজ।

৭. নেটওয়ার্কিং

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেটওয়ার্কিং: (১) সিএইচএস অ্যালায়েন্স (২) গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অব সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনস ফর ডিজাস্টার রিডাকশন(GNDR) (৩) সিভিসাস ওয়ার্ল্ড অ্যালায়েন্স ফর সিটিজেন পার্টিসিপেশন (৪) ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক সাউথ এশিয়া (৫) গ্লোবাল সোস্যাল সার্ভিস ওয়ার্কফোর্স অ্যালায়েন্স (৬) গ্লোবাল ওয়াস্ট ক্লিনিং নেটওয়ার্ক (GWCN), (৭) নেটওয়ার্ক ফর এমপাওয়ারড এইড রেসপন্স (NEAR) (৮) সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সল্যুশন নেটওয়ার্ক (SDSN)

জাতীয় পর্যায়ে নেটওয়ার্কিং: (৯) বাংলাদেশ কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটিং মেকানিজম (BCCM) (১০) ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশন (CAMPE) (১১) চাইল্ড লেবার অ্যাগ্লিমিনিশন অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (ক্লীন) (১২) সিটিজেন'স প্লাটফর্ম ফর এসডিজি'স, বাংলাদেশ (১৩) কক্সবাজার ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (১৪) ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ) (১৫) আর্লি রিকোভারি ক্লাস্টার (১৬) এনার্জি এন্ড এনভায়রনমেন্ট টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ(EETWG) (১৭) ফিন্যানশিয়াল ইনক্লুশন নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশ (FIN-B) (১৮) ফুড সিকিউরিটি ক্লাস্টার-কক্সবাজার (১৯) ফুড সিকিউরিটি ক্লাস্টার-বাংলাদেশ (২০) জিবিডি ক্লাস্টার (২১) ইমুনাইজেশন প্লাটফর্ম অব সিভিল সোসাইটি ইন বাংলাদেশ (IPCSB) (২২) ইন্টার সেক্টর কোঅর্ডিনেশন গ্রুপ (ISCG) (২৩) লোকালাইজেশন টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ (LTWG) (২৪) নেটওয়ার্ক ফর এনসিওরিং

এডোলোসেন্ট রিপ্ৰোডাক্টিভ হেলথ, রাইটস এন্ড সার্ভিসেস (NEARS) (২৫) নেটওয়ার্কিং ফর ইনক্লুশন এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট অব দলিতস এন্ড আদিবাসি ইন নর্থওয়েস্ট অব বাংলাদেশ (২৬) সিএসএ ফর সান- বিডি (২৭) আর্লি চাইল্ডহুড ডেভলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (ইসিডিএন) (২৮) SPHERE কমিউনিটি বাংলাদেশ (২৯) স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ (৩০) স্টার্ট হাব বাংলাদেশ (৩১) দ্যা ডিসপ্লেসমেন্ট ক্লাস্টার (৩২) ওয়াস ক্লাস্টার।

সরকারী পর্যায়ে নেটওয়ার্কিং: (৩৩) ডিস্ট্রিক্ট এন্ড উপজেলা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (৩৪) ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড কমিটি (৩৫) ডিস্ট্রিক্ট এনজিও কোঅর্ডিনেশন কমিটি (৩৬) ডিভিশনাল চাইল্ড রাইটস কমিটি (৩৭) ডিভিশনাল এসডিজি মনিটরিং টাস্কফোর্স, রংপুর (৩৮) এনজিও প্লাটফর্ম (৩৯) নিউট্রিশন ক্লাস্টার (৪০) PSEA নেটওয়ার্ক কক্সবাজার (৪১) কোয়ালিটি এডুকেশন নেটওয়ার্ক, রংপুর ডিভিশন (৪২) উপজেলা এনজিও কোঅর্ডিনেশন কমিটি।

ইনস্টিটিউশনাল কোলবোরেশন: (৪৩) বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই) (৪৪) বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট(বিডব্লিউএমআরআই) (৪৫) ডিপার্টমেন্ট অব থিয়েটার পারফরমেন্স স্টাডিজ, ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা (৪৬) হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর (৪৭) সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৮. কর্ম এলাকা

ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, জয়পুরহাট, রাজশাহী, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, পিরোজপুর, বরগুনা, খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, নড়াইল, সাতক্ষীরা, কক্সবাজার, বান্দরবন, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলা ৫৩টি জেলার ৪০৮ টি উপজেলার ৪০৩২টি ইউনিয়ন, ১৬২টি পৌরসভা, ৭টি সিটি কর্পোরেশনে ৫০৬টি শাখা অফিস/প্রকল্প অফিসের মাধ্যমে ৩৪,৯৭,১৯৩টি পরিবারের ১৫৭,৩৭,৩৭০ জন প্রত্যক্ষ প্রকল্প সহযোগীর সাথে কাজ করছে। এই বিপুল সংখ্যক উপকারভোগীর সার্বিক উন্নয়নে ইএসডিও'র প্রায় ৫৭১৭ জন পূর্ণকালীন এবং ৭৭১ জন স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন কর্মী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৮.১ উপজেলা ভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদত্ত ছকে দেয়া হলো:

ক্র: নং	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	উপজেলার নাম
০১. রংপুর বিভাগ			
০১	ঠাকুরগাঁও	০৫	ঠাকুরগাঁও সদর, পীরগঞ্জ, বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রাণীশংকৈল উপজেলা
০২	পঞ্চগড়	০৫	পঞ্চগড় সদর, তেঁতুলিয়া, দেবীগঞ্জ, আটোয়ারী ও বোদা উপজেলা
০৩	দিনাজপুর	১৩	দিনাজপুর সদর, বীরগঞ্জ, বিরল, বোচাগঞ্জ, চিরিরবন্দর, কাহারোল, খানসামা, বিরামপুর, ফুলবাড়ী, ঘোড়াঘাট, হাকিমপুর, নওয়াবগঞ্জ ও পার্বতীপুর উপজেলা
০৪	রংপুর	০৮	রংপুর সদর, মিঠাপুকুর, গঙ্গাচড়া, বদরগঞ্জ, পীরগঞ্জ, কাউনিয়া, তারাগঞ্জ ও পীরগাছা উপজেলা
০৫	গাইবান্ধা	০৭	গাইবান্ধা সদর, সাদুল্লাপুর, ফুলছড়ি, সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা, গোবিন্দগঞ্জ ও পলাশবাড়ী উপজেলা
০৬	নীলফামারী	০৬	নীলফামারী সদর, ডোমার, সৈয়দপুর, কিশোরগঞ্জ, জলঢাকা ও ডিমলা উপজেলা

ক্র: নং	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	উপজেলার নাম
০৭	লালমনিরহাট	০৫	লালমনিরহাট সদর, হাতিবাঁকা, পাটখাম, আদিতমারী ও কালীগঞ্জ উপজেলা
০৮	কুড়িগ্রাম	০৯	কুড়িগ্রাম সদর, ভূরঙ্গামারী, রাজীবপুর, চিলমারী, ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী, রৌমারী, রাজারহাট ও উলিপুর উপজেলা
০২. রাজশাহী বিভাগ			
০৯	বগুড়া	১২	বগুড়া সদর, শেরপুর, সারিয়াকান্দি, ধুনট, নন্দীগ্রাম, কাহালু, আদমদিঘী, ধপচাচিয়া, গাবতলী, শিবগঞ্জ, সোনাতলা ও শাহজাহানপুর উপজেলা
১০	জয়পুরহাট	০৫	জয়পুরহাট সদর, আক্কেলপুর, কালাই, ক্ষেতলাল ও পাচবিবি উপজেলা
১১	রাজশাহী	১০	রাজশাহী সদর, বাঘা, বাগমারা, দুর্গাপুর, চারঘাট, মোহনপুর, পুঠিয়া, তানোর, পবা ও গোদাগাড়ী উপজেলা
১২	নাটোর	০৬	নাটোর সদর, বাগাতীপাড়া, বরাইগ্রাম, গুরুদাশপুর, লালপুর, সিংড়া ও নলডাঙ্গা উপজেলা
১৩	চাপাইনবাবগঞ্জ	০৬	চাপাইনবাবগঞ্জ সদর, নাচোল, গোমস্তাপুর, ভোলাহাট, দোগাছী ও শিবগঞ্জ উপজেলা
১৪	নওগাঁ	১১	নওগাঁ সদর, আত্রাই, বদলগাছী, ধামোইরহাট, মান্দা, মহাদেবপুর, নিয়ামতপুর, পত্নীতলা, পোরশা, রাণীনগর ও সাপাহার উপজেলা
১৫	সিরাজগঞ্জ	০৯	সিরাজগঞ্জ সদর, উল্লাপাড়া, কাজীপুর, তাড়াশ, বেলকুচি, চৌহালী, রায়গঞ্জ, শাহজাদপুর ও কামারখন্দ উপজেলা
১৬	পাবনা	০৯	পাবনা সদর, আটঘড়িয়া, বেড়া, ভাঙ্গুরা, চাটমোহর, ফরিদপুর, ঈশ্বরদী, সাথিয়া ও সুজানগর উপজেলা
০৩. ময়মনসিংহ বিভাগ			
১৭	জামালপুর	০৭	জামালপুর সদর, দেওয়ানগঞ্জ, সরিষাবাড়ী, মেলান্দহ, বকশীগঞ্জ, ইসলামপুর ও মাদারগঞ্জ উপজেলা
১৮	শেরপুর	০৫	নকলা, ঝিনাইগাতী, নলিতাবাড়ী, শেরপুর সদর ও শ্রীবর্দি উপজেলা
১৯	ময়মনসিংহ	১২	ময়মনসিংহ সদর, নান্দাইল, হালুয়াঘাট, মুক্তাগাছা, ত্রিশাল, ধুবাইড়া, গফরগাঁও, ফুলবাড়িয়া, ঈশ্বরগঞ্জ, ফুলপুর, গৌরিপুর ও ভালুকা উপজেলা
২০	নেত্রকোণা	১০	নেত্রকোণা সদর, কেন্দুয়া, আটপাড়া, বারহাটা, দুর্গাপুর, কলমাকান্দা, মদন, মোহনগঞ্জ, পূর্বধলা ও কালিয়াজুরি উপজেলা
০৪. ঢাকা বিভাগ			
২১	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	১০	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত মিরপুর, মোহাম্মদপুর, আদাবর, ধানমন্ডি, তেঁজগাঁও, গুলশান, মতিঝিল, ডেমরা, উত্তরখান, দারুসসালাম, শাহআলী, পল্লবী, হাজারীবাগ, বংশাল, সবুজবাগ, খিলগাঁও, কামরাঙ্গিরচর ও লালবাগ থানা
২২	ঢাকা	০৭	দোহার, তেঁজগাঁও সার্কেল, সাভার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, ধামরাইন, তুরাগ থানা
২৩	নারায়নগঞ্জ	০৫	নারায়নগঞ্জ সদর, আড়াইহাজার, রূপগঞ্জ, বন্দর, সোনারগাঁও উপজেলা
২৪	গাজীপুর	০৫	শ্রীপুর, কাপাসিয়া, কালীগঞ্জ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর সদর উপজেলা

ক্র: নং	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	উপজেলার নাম
২৫	টাঙ্গাইল	১২	ঘাটাইল, সখিপুর, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল সদর, মধুপুর, কালিহাতি, গোপালপুর, নাগরপুর, ভুঁয়াপুর, বাশাইল, ধানবাড়ী ও দেলদুয়ার উপজেলা
২৬	কিশোরগঞ্জ	১৩	কিশোরগঞ্জ সদর, মিঠামৈন, তাড়াইল, পাকুন্দিয়া, কুলিয়ারচর, কাতিয়াদী, নিকলী, করিমগঞ্জ, অষ্টগ্রাম, বাজীতপুর, ভৈরব, হোসাইনপুর, ইটনা উপজেলা
২৭	মানিকগঞ্জ	০৭	মানিকগঞ্জ সদর, দৌলতপুর, হরিরামপুর, সাটুরিয়া, সিভালয়া, সিংগাইর, ঘিওর উপজেলা
২৮	মুন্সিগঞ্জ	০৬	গজাড়িয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ সদর, শ্রীনগর, টঙ্গীবাড়ী, সিরাজদিখান উপজেলা
২৯	গোপালগঞ্জ	০৫	মকসুদপুর, কোটালীপাড়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ সদর ও কাশিয়ানী উপজেলা
৩০	নরশিংদী	০৬	শিবপুর, পলাশ, নরশিংদী সদর, রায়পুরা, বেলাভো, মনোহরী উপজেলা
৩১	রাজবাড়ী	০৫	বালিয়াকান্দি, গোয়ালন্দ, পাংশা, রাজবাড়ী সদর, কালুখালী উপজেলা
৩২	ফরিদপুর	০৯	সালতা, নগরকান্দা, আলফাডাঙ্গা, ভাঙ্গা, বোয়ালমারী, চরভদ্রাসন, ফরিদপুর সদর, সদরপুর ও মধুখালী উপজেলা
৩৩	মাদারীপুর	০৪	কালকিনি, মাদারীপুর সদর, রাজৈর, শিবচর উপজেলা
৩৪	শরিয়তপুর	০৬	শরিয়তপুর সদর, ভেদরগঞ্জ, ডামুড্যা, গোসাইরহাট, নাড়িয়া, জাঞ্জিরা উপজেলা
০৫. বরিশাল বিভাগ			
৩৫	বরিশাল	১০	বরিশাল সদর, বাকেরগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, আগৈলঝাড়া, ওয়াজিরপুর, হিজলা, মেহেন্দিগঞ্জ, মুলাদী, বানারীপাড়া ও পৌড়নদী উপজেলা
৩৬.	পটুয়াখালী	০৮	পটুয়াখালী সদর, দশমিনা, বাউফল, গলাচিপা, মীর্জাগঞ্জ, দুমকি, কলাপাড়া ও রাঙ্গাবালী উপজেলা
৩৭.	ভোলা	০৫	ভোলা সদর, তজিমুদ্দিন, দৌলতখান, বুরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন উপজেলা
৩৮.	পিরোজপুর	০৪	পিরোজপুর সদর, মির্জাপুর, নেসেরাবাদ, ভান্ডারিয়া উপজেলা
৩৯	বরগুনা	০৫	বরগুনা সদর, আমতলী, বেতাগী, পাথরঘাটা ও তালতলী উপজেলা
০৬. খুলনা বিভাগ			
৪০	খুলনা	১১	খুলনা সদর, ডুমুরিয়া, কয়রা, রূপশা, পাইকগাছা, ফুলতলা, দিঘলীয়া, তেরোখাদা, বটিয়াঘাট, দাকোপ ও কয়ড়া উপজেলা
৪১	বাগেরহাট	০৯	বাগেরহাট সদর, ফকিরহাট, মোল্লাহাট, স্বরণখোলা, রামপাল, মোরেলগঞ্জ, কুচুয়া, মংলা ও চিতলমারী উপজেলা
৪২	যশোর	০৮	যশোর সদর, কেশবপুর, অভয়নগর, বাগেরপাড়া, চৌগাছা, ঝিকরগাছা, মনিরামপুর ও শারশা উপজেলা
৪৩	নড়াইল	০৩	নড়াইল সদর, লোহাগাড়া ও কালিয়া উপজেলা
৪৪	সাতক্ষীরা	০৭	সাতক্ষীরা সদর, শ্যামনগর, আশাশুনি, দেবহাটা, কলারোয়া, তালা ও কালিয়াগঞ্জ উপজেলা
০৭. চট্টগ্রাম বিভাগ			
৪৫	কক্সবাজার	০৮	কক্সবাজার সদর, উখিয়া, টেকনাফ, মহেশখালী, কুতুবদিয়া, পেকুয়া, রামু, চকোরিয়া উপজেলা

ক্র: নং	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	উপজেলার নাম
৪৬	বান্দরবান	০৭	বান্দরবান সদর, আলী কদম, লামা, নাইখংছড়ী, রৌয়াংছড়ী, রুমা ও থানচি উপজেলা
৪৭	চট্টগ্রাম	১৪	চট্টগ্রাম সদর, মিরশরাই, সীতাকুন্ড, ফটিকছড়ী, রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, হাটহাজারী, সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, সন্দীপ, বোয়ালখালী, আনোয়ারা, বনস্কাইল ও কর্ণফুলি উপজেলা
৪৮	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া	০৮	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া সদর, কসবা, আখাউড়া, আশুগঞ্জ, বাঞ্ছারামপুর, বিজয়নগর, নাসিরনগর ও নবীনগর উপজেলা
৪৯	নোয়াখালী	০৯	বেগমগঞ্জ, কোম্পানীগঞ্জ, চাটখিল, হাতিয়া, সুবর্ণারচর, সেনাগ, কবিরহাট ও সোনাইমুরি উপজেলা
৫০	লক্ষীপুর	০৫	লক্ষীপুর সদর, রামগাতী, কমলনগর, রায়পুর ও রামগঞ্জ উপজেলা
৫১	চাঁদপুর	০৮	চাঁদপুর সদর, ফরিদগঞ্জ, হেইমচর, হাজীগঞ্জ, কচুয়া, মতলব উত্তর, মতলব দক্ষিন ও শাহরস্তু উপজেলা
০৮. সিলেট বিভাগ			
৫২	সিলেট	০৮	বিশ্বনাথ, কোম্পানীগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, জয়েনতিয়ারপুর, খানিঘাটা ও সিলেট সদর উপজেলা
৫৩	সুনামগঞ্জ	১২	বিশ্বম্ভরপুর, ছাতক, দিয়ারী, ধর্মপাশা, দোয়ারাবাজার, জগন্নাথপুর, জামালগঞ্জ, মধ্যনগর, শান্তিগঞ্জ, সুন্দাহ, সুনামগঞ্জ সদর ও তাহিরপুর উপজেলা
মোট	৫৩	৪০৮	

৮.২ এক নজরে ইএসডিও'র কর্মএলাকা, জনবল ও বাজেট

- রিজিওনাল/শাখা অফিস: ৫০৬
- মোট উপকারভোগী খানা: ৩৪,৯৭,১৯৩
- বিভাগ: ৮, জেলা: ৫৩, উপজেলা: ৪০৮
- ইউনিয়ন: ৪০৩২, পৌরসভা: ১৬২, সিটি কর্পোরেশন: ০৭
- সর্বমোট জনবল: ৫৭১৭, পুরুষ: ২৯৮৩ (৫২%) নারী: ২৭৩৪ (৪৮%)
- সর্বমোট স্বেচ্ছাসেবী জনবল: ৭৭১ পুরুষ: ২৬৪ নারী: ৫০৭
- বার্ষিক বাজেট (২০২৪-২০২৫): ৪৫৭৬,৮৩৪,১০৫.০০ টাকা
- মোট প্রকল্পের সংখ্যা: ১১১ (বাই-লেটারেল প্রজেক্ট-৮৩ এবং মাইক্রোফিন্যান্স-২৮)
- সর্বমোট দাতা সংস্থা: ৪৬

৯. স্বীকৃতিসমূহ

১. এমএসএমই অনার্ড অ্যাস এ উইনার আন্ডার চ্যাম্পিয়ান অব কেস ক্যাটেগরি ফ্রম টালী সল্যুশন্স।
২. অ্যাওয়ার্ডেড এন্ড রিকগনিশন সার্টিফিকেট ফর দ্য বেস্ট লয়াল টালী কাস্টমার অব টালী প্রাইম ফ্রম টালী সফটওয়্যার এন্ড অ্যাকিউট ইআরপি সল্যুশন্স।
৩. দ্য এভারেস্ট ক্লাইমেট অ্যাকশন অ্যাওয়ার্ড ২০২৩ ফরম দ্য অনারবল ভাইস-প্রেসিডেন্ট অব নেপাল।
৪. ঠাকুরগাঁও মোজেরেলা চীজ প্রোডাকশন, ব্র্যান্ডিং, প্যাকেজিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন প্রজেক্ট: অ্যাওয়ার্ডেড বাই ৭ম ইএনজি চ্যালেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড ২০২০-২১, ইন্ডিয়া।
৫. ইএসডিও-মোজেরেলা চীজ প্রোডাক্ট ওয়াছ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য “বেস্ট প্রোমিজিং এন্ড প্রোসপেক্টিভ প্রোডাক্ট” অ্যাওয়ার্ডেড বাই পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ডেভলপমেন্ট ফেয়ার-২০১৯।
৬. গুড পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯: অ্যাওয়ার্ডেড বাই স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি) ফিন্যান্স ভিভিশন, মিনিস্ট্রি অফ ফিন্যান্স, এন্ড গোভার্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ।
৭. মাহাত্মা অ্যাওয়ার্ডস ফর সোশ্যাল গুড-২০১৯: অ্যাওয়ার্ডেড বাই মাহাত্মা অ্যাওয়ার্ড কমিটি, ইন্ডিয়া এন্ড লাইভউইক এলএলসি-ইউএসএ।
৮. বেস্ট মাইক্রো-এন্টারপ্রিনায়ার অফ দ্য ইয়ার ২০১৪, ২০১৬ ও ২০১৮: অ্যাওয়ার্ডেড বাই সিটি ব্যাংক এন.এ দ্য ইউএসএ।
৯. বেস্ট আন্ট্রা পুওর পার্টিসিপেন্টস অ্যাওয়ার্ড-২০১৩: অ্যাওয়ার্ডেড বাই পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।
১০. বেস্ট অ্যাডোলেসসেন্ট ক্লাব পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৩: অ্যাওয়ার্ডেড বাই দ্য মিনিস্ট্রি অব উইমেন চিলড্রেনস অ্যাফেয়ার্স।
১১. বেস্ট মাইক্রোফিন্যান্স ইনস্টিটিউশন অফ দ্য ইয়ার ২০০৬: অ্যাওয়ার্ডেড বাই সিটি ব্যাংক এন.এ-ইউএসএ।
১২. বেস্ট নন-গোভার্নমেন্ট অর্গানাইজেশন ইন নন-ফরমাল এডুকেশন সেক্টর-১৯৯৭: অ্যাওয়ার্ডেড বাই ডাইরেক্টরেট অব নন-ফরমাল এডুকেশন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ।

১০. ব্যবস্থাপনা

২১ সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ কমিটি প্রতি ৫ বৎসর অন্তর অন্তর ৭ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি নির্বাচন করে। নির্বাহী কমিটির সদস্য সচিব পদাধিকার বলে নির্বাহী পরিচালক হিসাবে সংস্থার আর্থিক, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত প্রধান হিসাবে কাজ করেন। নির্বাহী পরিচালকের অধীনে কেন্দ্রীয় সমন্বয় ইউনিট ইএসডিও'র বিভিন্ন কর্মসূচীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়ন ও বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত আছেন। মনিটরিং ও নীরক্ষা বিভাগ সংস্থার কর্মসূচীর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে সর্বদাই নিয়োজিত। ৫০৬ টি শাখা / প্রকল্প অফিসের মাধ্যমে প্রায় ৫৭১৭ জন পূর্ণকালীন এবং ৭৭১ জন স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন কর্মী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

১১. সংস্থার পরিচালিত চলমান কার্যক্রম ও প্রকল্পের বিবরণীঃ

ক্রম	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল (বিডিটি)	মেয়াদকাল
১.	স্ট্রেনদেনিং হাউজহোল্ড অ্যাবিলিটি টু রেসপন্ড টু ডেভলপমেন্ট অপরচুনিটিস (সৌহার্দ্য-৩) ডিআরআর অ্যাকটিভিটি	কেয়ার বাংলাদেশ/ ইউএসএইড	জামালপুর জেলার ইসলামপুর ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা এবং লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলা	৮৬৭৫	১২৮৪৮১৯৪.০০	ডিসেম্বর ২০২৪ হতে মে ২০২৫
২.	টু ডেভলপ সলিডারিডাড ওমেন'স কোঅপারেটিভস ফর প্রডিউসিং অ্যান্ড ব্র্যান্ডিং কোয়ালিটি খীন টি	সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক এশিয়া (এসএনএ)	ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গি উপজেলা	৮০০০	-----	নভেম্বর ২০২৪ হতে -----
৩.	পাইলট অন কন্ট্রাক্টিং সার্ভিসেস ফর দ্য কালেকশন অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন অব স্টুল স্যাম্পলস অব আভার-ফাইভ চিলড্রেন টু ডিটেক্ট চাইল্ড টিবি কেসেস	হেলথ ইকোনোমিকস ইউনিট(এইচই ইউ), হেলথ সার্ভিসেস ডিভিশন (এইচএসডি), মিনিস্ট্রি অব হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার - জিওবি	নেত্রকোনা জেলার সদর, বারহাট্টা এবং মোহনগঞ্জ উপজেলা	উন্মুক্ত	৩৯৯২২৫০.০০	৬ নভেম্বর ২০২৪ হতে -----
৪.	পোস্ট মনিটরিং অব দ্য এক্সটেনডেড কমিউনিটি ক্লাইমেট চেক্স প্রজেক্ট-ফ্লাড (ইসিসিসিপি-ফ্লাড)	পল্লী কর্ম- সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ী উপজেলা, জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ ও সরিষাবাড়ি উপজেলা	২২৭৯ ০	১০৪৪০০০.০০	৩ নভেম্বর ২০২৪ হতে ২ নভেম্বর ২০২৬
৫.	উইন্টারাইজেশন সাপোর্ট ফর কোল্ড-	মুসলিম এইড ইউকে	নীলফামারী জেলার	৩৬০০	২৭২৪২২৫.০০	১ নভেম্বর ২০২৪ হতে

ক্রম	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল (বিডিটি)	মেয়াদকাল
	এ্যাফেক্টেড ভালনারেবল পিপল টু ইনক্রিজ থারমাল কফোর্ট ডিউরিং দ্য উইনটার মানথস।	বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস (এমএবিসিও)	জলঢাকা উপজেলা ও লালমনিরহাট জেলার লালমনিরহাট সদর উপজেলা			৩১ জানুয়ারী ২০২৫
৬.	গেমচেঞ্জার: এম্পাওয়ারিং চিলড্রেন এন্ড ইওথ ফর সাসটেইনেবল ফিউচারস	এডুকো বাংলাদেশ	ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলা	১০০	২৭৬২০০০.০০	১ নভেম্বর ২০২৪ হতে ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
৭.	সাপোর্টিং পিপল ইন নর্থওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক অ্যাফেক্টেড বাই ফ্লাড (এসপিএনএফ)	কেয়ার বাংলাদেশ	কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলা	উন্মুক্ত	১৭০১৮৯০০.০০	৮ আগস্ট ২০২৪ হতে ৩০ নভেম্বর ২০২৪
৮.	এ্যাসিস্ট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনস এন্ড কমিউনিটিস টু ইমপ্লিমেন্ট ইনকুসিভ এন্ড রেসপন্সিভ সেফটিনেট প্রোগ্রামস এন্ড ডিজাস্টার রিস্ক প্রিপারেডনেস এন্ড রেসপন্স টু প্রটেক্ট দ্য ফুড সিকিউরিটি অব ভালনারেবল পপুলেশনস (এসআরএসপি)	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)	বগুড়া জেলার ধুনট ও সারিয়াকান্দি উপজেলা	৩০০০	১৩৬৫৮৫৫.০০	আগস্ট ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৪
৯.	ইনকুসিভ কমিউনিটি রেসিলেন্স টু ডিজাস্টার এন্ড ক্লাইমেট ভালনারেবিলিটিস (আইসিআরডিসিভি)	মুসলিম এইড ইউকে বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস (এমএবিসিও)	সাতক্ষিরা জেলা	প্রত্যক্ষ - ১৮৯০ ০, পরোক্ষ - ১২৬০ ০		০১ আগস্ট ২০২৪ হতে ৩১ জুলাই ২০২৫

ক্রম	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল (বিডিটি)	মেয়াদকাল
১০.	প্রোমেট সেফ বীফ এন্ড গোট মিট ব্র্যান্ড ইন বাংলাদেশ	হেইফার ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর, পীরগঞ্জ, বালিয়াডাঙ্গী, রাণীশংকৈল ও হরিপুর উপজেলা	উন্মুক্ত	১৯৭১৫৪০৫.০০	১ জুলাই ২০২৪ হতে ৩০ জুন ২০২৬
১১.	সাসটেইনেবল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ এন্ড রেসিলিয়েন্ট ট্রান্সফরমেশন (এসএমএআরটি) সাব প্রজেক্ট: প্রোমোটিং ইকো-ফ্রেন্ডলি কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস থ্রু রিসোর্স এ্যাফিসিয়েন্ট এন্ড ক্লিনার প্রডাকশন(রিইসিপি) প্রাক্তিসেস	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, নিলফামারী, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলার ২৫টি উপজেলার ৪০টি ইউনিয়ন	১২০০	৭৬০২০০.০০	১৮ আগস্ট ২০২৪ হতে ৩০ জুন ২০২৮
১২.	প্রিভিং থ্রো একুইটি, ইকোনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট রেসিলিয়েন্স(টিএইচ আরআইভিই) প্রজেক্ট	হেকস-ইপার	ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ, সদর, রাণীশংকৈল, বালিয়াডাঙ্গী ও হরিপুর উপজেলা এবং দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ, বীরগঞ্জ ও কাহারোল উপজেলা	৯৪৬১ টি পরিবার	২৯০১৩৬৩০০.০০	জানুয়ারি ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৮
১৩.	ফ্রম এআই এনটিসিপেটরী অ্যাকশন: ইউজিং এআই টু এনটিসিপেট হিউমেনিটারিয়ান	ইএলএইচআর এ	সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলা	উন্মুক্ত	৩০০০৬৪৫.০০	জুন ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৪

ক্রম	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্ম এলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল (বিডিটি)	মেয়াদকাল
	ডিজাস্টারস ইন সুনামগঞ্জ-সিলেট এরিয়াস					
১৪.	ডিজাস্টার রিস্ক-ফিন্যান্সিং	জিএফএফও	কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, টাঙ্গাইল, বরগুনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, খুলনা, সাতক্ষিরা, ভোলা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলা	উন্মুক্ত	১৩৯৩৯০৪২৫.৪৫	মে ২০২৪ হতে এপ্রিল ২০২৫
১৫.	হাব হোস্টিং ইন বাংলাদেশ	সুইস রি.ম্যাকপি২, জিএফএফও এন্ড আইকেইএ	কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, টাঙ্গাইল, বরগুনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, খুলনা, সাতক্ষিরা, ভোলা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলা	উন্মুক্ত	৮৭৫৫০২০.০০	এপ্রিল, ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৪
১৬.	ইম্প্রোভড ক্লাইমেট রিসিলিয়েন্ট পাবলিক সার্ভিস	ওয়াটারএইড/এ সডিসি	নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর ও ধামোইরহাট	১৯৬৭ ২ টি পরিবার	২৫০৩২৯৫৬.০০	মার্চ ২০২৪ হতে

ক্রম	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল (বিডিটি)	মেয়াদকাল
	ডেলিভারি থ্রো লোকাল গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশনস ইন ওয়াটার এন্ড সলিড এন্ড সলিড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট জিও৪ ইম্প্যাক্ট প্রোগ্রাম		উপজেলা এন্ড ধামোইরহাট পৌরসভা			ডিসেম্বর ২০২৪
১৭.	বিজিডি-হেমপেল এম্পাওয়ারিং চিলড্রেন থ্রো এডুকেশন ২০২৩-২০২৭ ইসিই	সেভ দ্য চিলড্রেন ডেনমার্ক/হেমপেল ফাউন্ডেশন	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলা ও কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলা	২০৮৫ ২	২৬৩৪৩১২৫.০০	ফেব্রুয়ারি ২০২৪ হতে অক্টোবর ২০২৪
১৮.	কনফ্লিক্ট অ্যাফেক্টেড এন্ড ডিসপ্লেসড পার্সনস ইন বাংলাদেশ এন্ড মায়ানমার(ডিআরসি ড্যানিডা মাল্টি ইয়ার স্ট্রাটেজিক পার্টনারশিপ (২০২২-২০২৫)	ড্যানিস রিফুজি কাউন্সিল (ডিআরসি)	কক্সবাজার জেলা	উন্মুক্ত	১১৮৮৯৫০৮.৩৬	জানুয়ারি ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৪
১৯.	রিডিউস পোভার্টি এন্ড এনসিওর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট থ্রো প্রিডিউসিং হাইব্রিড ল্যাম্প ইন আল্ট্রা পুওর হাউজহোল্ড লেভেল	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ, সদর ও রাণীশংকৈল উপজেলা	২৬৫৮	৫২২৫৬০০.০০	জানুয়ারি ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৪
২০.	স্টার্ট নেটওয়ার্ক হোস্টিং ইন বাংলাদেশ	এফসিডিও ডিআরএফ২	কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, টাঙ্গাইল, বরগুনা, বাগেরহাট,	উন্মুক্ত	১৭৭৩১১৭০.০০	জানুয়ারি ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৪

ক্রম	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল (বিডিটি)	মেয়াদকাল
			পটুয়াখালী, খুলনা, সাতক্ষিরা, ভোলা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলা			
২১.	হোস্টিং ফোরকাস্ট বেইজড ওয়ার্শিং, অ্যানালাইসিস এন্ড রেসপন্স নেটওয়ার্ক ফোরওয়ার্ড ইন বাংলাদেশ	এফসিডিও ডিআরএফ২ এন্ড সুইস রি২ এন্ড আইকিয়ারব্রিজ	কুড়িগ্রাম, জামালাপুর, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, টাঙ্গাইল, বরগুনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, খুলনা, সাতক্ষিরা, ভোলা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সুনামগঞ্জ জেলা	উন্মুক্ত	৩৭৪০১২১০.০০	জানুয়ারি ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৪
২২.	হোস্টিং হেখাথোন ইন বাংলাদেশ	এফসিডিও ডিআরএফ২ এন্ড সুইস রি২	কুড়িগ্রাম, জামালাপুর, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, টাঙ্গাইল, বরগুনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, খুলনা, সাতক্ষিরা, ভোলা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সুনামগঞ্জ জেলা	উন্মুক্ত	৪৭২৫০০০.০০	জানুয়ারি ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৪
২৩.	লিভারিজিং ইওথ এম্প্লয়মেন্ট ইন	এডুকেশন এন্ড ভেলপমেন্ট	আদাবর, মোহাম্মদপুর,	প্রত্যক্ষ -৯৫৮,	৩৪১৩৩৭২১.১০	নভেম্বর ২০২৩ হতে

ক্রম	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল (বিডিটি)	মেয়াদকাল
	বাংলাদেশ প্রো ইন্সিটিভ দেয়ার এম্প্লয়াবিলিটি এন্ড কম্পিটিটিভনেস টু ফিট উইথ দ্য ২১ সেনচুরি জব মার্কেট(লিফট)	ফাউন্ডেশন এডুকো	দারুসসালাম, লালবাগ, হাজারীবাগ, কামরাঙ্গিরচর, মিরপুর, পল্লবী, কাফরুল এন্ড শের ই বাংলা নগর, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	পরোক্ষ - ২৬০০ ০		অক্টোবর ২০২৬
২৪.	কমিউনিটি নিউট্রিশন এন্ড হেলথ অ্যাকটিভিটিস (সিএনএইচএ) প্রজেক্ট	কেয়ার বাংলাদেশ/ইউ এসএইড	রংপুর জেলার কাউনিয়া, গঙ্গাচড়া ও তারাগঞ্জ উপজেলা, কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী, নাগেশ্বরী ও কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা, গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা, ফুলছড়ী সুন্দরগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ ও গাইবান্ধা সদর উপজেলা, জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কানাই, ক্ষেতলাল ও পাচবিবি উপজেলা।	প্রত্যক্ষ - ৩৯৯৩ ৫২৫ পরোক্ষ - ৯৮৮২ ২৫৭	১২৭৯৮৬১৮৬	১ অক্টোবর ২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৭
২৫.	রিয়ালাইজিং জেন্ডার ইকুইটি, অ্যাটিটুডিনাল চেঞ্জ এন্ড ট্রান্সফরমেটিভ সিস্টেমস ইন	ইফরি হার্ভেস্টপ্লাস	ঠাকুরগাঁও জেলার ঠাকুরগাঁও সদর ও পীরগঞ্জ উপজেলা	২০০০	৩৫৯০৩০০.০০	অক্টোবর ২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৪

ক্রম	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল (বিডিটি)	মেয়াদকাল
	নিউট্রিশন (আরইএসিটিএস- ইন) প্রজেক্ট					
২৬.	ইকুইপিং ইয়ং পিপল (ইইপি)	ম্যাজিক বাস গ্লোবাল, ইউকে	লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম ও হাতিবান্দা উপজেলা	প্রত্যক্ষ -৫০ সেকেন্ড ারী স্কুল ১০০ শিক্ষক, ১০০০ ০ ছাত্র- ছাত্রী, পরোক্ষ - ৩২০০ ০	৪৭৭৩৭৩৩৬.০ ০	ডিসেম্বর ২০২৩ হতে নভেম্বর ২০২৬
২৭.	কন্সিজেন্সি পার্টনারশিপ ফর হিউমেনিটারিয়ান ক্যাশ ট্রান্সফার (এইচসিটি) ইন ফ্লাড অ্যাফেক্টেড এরিয়াস ইন দ্য রংপুর এন্ড রাজশাহী রিজিয়ন	ইউনিসেফ	বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলা	উন্মুক্ত	৩০৫৬৯৮৯.৭৩	নভেম্বর ২০২৩ হতে নভেম্বর ২০২৫
২৮.	প্রভাতীও ভোকেশনাল স্কিলস ট্রেনিং এন্ড জব প্রসেসমেন্ট (১ম ও ২য় পর্যায়)	এলজিইডি/ইফা দ	নীলফামারী, লাল মনিরহাট, কুড়িগ্রাম, জামালপুর ও গাইবান্ধা জেলা	৮০০০	৪৯১১৪৫৬২৯.০ ০	ফেব্রুয়ারি ২০২১ হতে জানুয়ারি ২০২৬
২৯.	স্ট্রেনদেনিং ওমেন'স অ্যাবিলিটি ফর প্রডাক্টিভ নিউ অপারচুনিটিস(স্বপ্ন) (১ম ও ২য় পর্যায়)	ইউএনডিপি	গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ী, সাঘাটা, গোবিন্দগঞ্জ ও গাইবান্ধা সদর উপজেলা, রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া, পীরগঞ্জ,		৭২২১২১৬০.০০	সেপ্টেম্বর ২০১৪ হতে এপ্রিল ২০২৬

ক্রম	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল (বিডিটি)	মেয়াদকাল
			পীরগাছা উপজেলা, লালমনিরহাট জেলার লালমনিরহাট সদর ও হাতীবান্ধা উপজেলা, নীলফামারী জেলার ডোমার ও জলাঢাকা উপজেলা, জামালাপুর জেলার বকশীগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর উপজেলা, শেরপুর জেলার নলিতাবাড়ী ও নকলা উপজেলা			
৩০.	হেল্‌দী ভিলেজ ইন আর্বান প্রোগ্রাম (এইচভিইউপি)	ম্যাক্স ফাউন্ডেশন	লালমনিরহাট জেলার সদর ও আদিতমারী উপজেলা	১৫৭০ ০০	১৫৮৫২৪৮৭৬. ০০	নভেম্বর ২০২২ হতে মার্চ ২০২৬
৩১.	ওমেন ইন রিপ্রোডাক্টিভ অ্যাজড এন্ড দিয়ার চিলড্রেন'স হেলথ ইন দ্য কনটেক্সট অব ক্লাইমেট চেঞ্জ	এনফেনস ডু মনডি(ইডিএম)	সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলা	উন্মুক্ত	৮৮২০০০০.০০	আগস্ট ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৪
৩২.	অ্যাকটিভিটিং ভিলেজ কোর্স ইন বাংলাদেশ(এভিসিবি) প্রজেক্ট পর্যায় ১,২ ও ৩	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউএনডিপি এন্ড দ্য গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ	রংপুর ডিভিশনের পঞ্চগড় জেলার ৫টি, দিনাজপুর জেলার ১৩টি, নীলফামারী জেলার ৬টি, লালমনিরহাট জেলার ৫টি,	২৩৮৬ ৫০	৩৮২৪৮৪০০৮. ০০	সেপ্টেম্বর ২০১০ হতে জুন ২০২৭

ক্রম	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল (বিডিটি)	মেয়াদকাল
			কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি, রংপুর জেলার ৭টি, গাইবান্ধা জেলার ৭টি, রাজশাহী ডিভিশনের বগুড়া জেলার ১২টি, জয়পুরহাট জেলার ৫টি, নওগাঁ জেলার ১১টি, রাজশাহী জেলার ৯টি, চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৫টি, নাটোর জেলার ৭টি, সিরাজগঞ্জ জেলার ৯টি, পাবনা জেলার ৯টি, ময়মনসিংহ ডিভিশনের ময়মনসিংহ জেলার ১৩টি, জামালপুর জেলার ৭টি, শেরপুর জেলার ৫টি ও নেত্রকোণা জেলার ১০টি উপজেলা এবং ঢাকা ডিভিশনের টাঙ্গাইল জেলার ১২টি উপজেলা			
৩৩.	ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) প্রোগ্রাম	মহিলা বিষয় অধিদফতর	ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল ও সদর উপজেলা	৩৩২৭	৩৪৫৯৫০০.০০	জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৪

ক্রম	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল (বিডিটি)	মেয়াদকাল
৩৪.	লোকাল কোয়ালিশন এক্সেলিরেটর	দ্য শেয়ার ট্রাস্ট	খুলনা, সাতক্ষিরা, পটুয়াখলী ও বরগুনা জেলা	উন্মুক্ত	৯০৪৫৮০১.০০	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৫
৩৫.	প্রোমোটিং প্রোস্পারিটি এন্ড ইনক্লুসিভনেস ইন স্মলহোল্ডারস টি এন্ড ওয়েল সীডস সাপ্লাই চেইন	সলিডারিডাডড নেটওয়ার্ক এশিয়া	পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলা	প্রত্যক্ষ ৪৭০০ ০ ও পরোক্ষ ১৮৮০ ০০	২৭৯৩৮৮০৫	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৫
৩৬.	কমিউনিটি সাপোর্ট ফর ইনক্লুসিভ এন্ড একুইটেবল এডুকেশন এক্সেস ১৫ স্কুলস ইন কুড়িগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট (সিবিএম-৪) প্রজেক্ট	মুসলিম এইড ইউকে	কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলা	২২৭৩ ৪	১৬৫০২১৮৮	১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৫
৩৭.	বিল্ডিং ইয়ুথ এম্প্লয়াবিলিটি থ্রো স্কিলস (বিওয়াইইটিএস) প্রজেক্ট	সুইসকনটাক্টস	খুলনা জেলা	৩২০	১৭৯৯৬৭৩৫.০০	জুন ২০২৩ হতে নভেম্বর ২০২৪
৩৮.	বিজিডি-এক্সেনচার ইয়ুথ এম্প্লয়াবিলিটি স্কিলস জিজিচ	সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল ইন বাংলাদেশ	গাইবান্ধা জেলার গাইবান্ধা সদর, সাঘাটা উপজেলা	প্রত্যক্ষ ১১৫৩ পরোক্ষ ৬২৩	৯২৫০১৭৬.০০	জুন ২০২৩ হতে নভেম্বর ২০২৪
৩৯.	কন্টিজেন্সি পার্টনারশিপ ফর মাল্টি-সেক্টোরাল এমারজেন্সি রেসপন্স প্রোগ্রাম টু ভালনারেবল ফ্লাড অ্যাফেক্টেড পিপল ইন বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ ডিস্ট্রিকস	ইউনিসেফ	বগুড়া জেলার সদর ও সারিয়াকান্দি উপজেলা, সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালি ও কাজিপুর উপজেলা	১৩৫০ ০	১১৪৪২৯৯২.০০	মে ২০২৩ হতে মে ২০২৫

ক্রম	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল (বিডিটি)	মেয়াদকাল
৪০.	এনহেলিং লাইভলিহুডস থ্রো সাসটেইনেবল ক্রেডিট এক্সেস: ইম্প্রোভিং স্যানিটেশন এন্ড ওয়াটার সেভটি টু কমব্যাট পোভার্টি	ওয়াটার ডট ওআরজি বাংলাদেশ	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, নিলফামারী, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, নওগাঁ, জয়পুরহাট, রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর	প্রত্যক্ষ ৩৫০০ ০ পরোক্ষ ১৫০৫ ০০	২৪৩৬৪৫০০.০ ০	১ এপ্রিল ২০২৩ হতে ৩১ মার্চ ২০২৬
৪১.	টুওয়ার্ডস এ পিপল-সেন্ট্রিক পাবলিক ফিনান্স ম্যানেজমেন্ট ইন বাংলাদেশ	সিপিডি	গাইবান্ধা, নিলফামারী, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, সুনামগঞ্জ, সাতক্ষিরা	১৬০০	৬৬০০০০০.০০	১ মার্চ ২০২৩ হতে নভেম্বর ২০২৪
৪২.	কমিউনিটি-বেইজড রেসিলিয়েন্স, ওমেন'স এম্পাওয়ারমেন্ট এন্ড অ্যাকশন (সিআরইএ) প্রজেক্ট	মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)	জামালপুর জেলা	১৪০০ পরিবার	২০৬৮৫৯৭১.০ ০	মার্চ ২০২৩ হতে জুন ২০২৬
৪৩.	এম্পাওয়ারিং দ্য মোস্ট ডিজএ্যাডভান্টেজড এডোলেসসেন্ট গার্ল'স এন্ড ইয়ং ওমেন থ্রো ইকো সিস্টেম বেইজড অলটারনেটিভ লাগিং প্রোগ্রাম (এএলপি)	ইউনিসেফ	শেরপুর, জামালপুর, সাতক্ষিরা, বরিশাল, গাজীপুর ও ভোলা	৫০০০	১৫৬২১৫৮৫৬.০ ০	মার্চ ২০২৩ হতে জুন ২০২৬

ক্রম	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল (বিডিটি)	মেয়াদকাল
৪৪.	প্রোমেট কমিউনিটি বেইজড চিলড্রেন প্রটেকশন সিস্টেম	এডুকেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন-এডুকো	ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল উপজেলা	৮৪৮৮	৫৫১১৩৫৭	জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৫
৪৫.	স্ট্রেনদেনিং রাইট টু এডুকেশন ফর চাইল্ড লেবারার ইন ঢাকা সিটি প্রজেক্ট (ব্রিজ স্কুল প্রজেক্ট)	এডুকো বাংলাদেশ, কেওআইসিএ এন্ড চাইল্ড ফান্ড কোরিয়া (সিএফকে)	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৬থানা (দারুসালাম, আদাবর, মোহাম্মদপুর, হাজারিবাগ, লালবাগ, কামরাঙ্গিরচর)	৮০০	৬৬০৯১৭১২.০০	ডিসেম্বর ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৫
৪৬.	অপশনস ফর ডিগনিটি অব হিউম্যান বিং বাই ইনফ্লুয়েন্সিং কী অ্যাক্টরস টু রিফরম (অধিকার)	এডুকো বাংলাদেশ, এন্ড চাইল্ড ফান্ড কোরিয়া (সিএফকে)	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আদাবর ও মোহাম্মদপুর থানা	৩৯০	২৮২৮২৭৪২.০০	আগস্ট ২০২২ হতে জুলাই ২০২৫
৪৭.	কেলিং আপ ফ্লাড ফোরকাস্ট-বেইজড অ্যাকশন এন্ড লার্গিং ইন বাংলাদেশ (সুফল) পর্যায়-২, বাংলাদেশ	কেয়ার বাংলাদেশ	জামালপুর জেলা	৩৪৮৯	২৭৭৩৫৪৩৫.০০	জুলাই ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৪
৪৮.	রিকোভারী এন্ড এ্যাডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এম্প্লয়মেন্ট (রেইজ) প্রজেক্ট	পিকেএসএফ/ওয়ার্ল্ড ব্যাংক	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, নিলফামারী, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী ও জামালপুর জেলার ৩৩ উপজেলা	৯৫০৫	৩৯৮৬২৬৫৭.০০	জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৬
৪৯.	অর্গানাইজেশন রেডিনেস এন্ড ডিজাস্টার রিস্ক	এসডিসি/কনসারটিয়াম পার্টনার:	বরগুনা জেলার আমতলি, বরগুনা সদর,	উন্মুক্ত	২১৫৯৩৩৮৩৬.০০	জুলাই ২০২২ হতে চলমান

ক্রম	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল (বিডিটি)	মেয়াদকাল
	ফিন্যান্সিং ফর আর্লি অ্যাকশন এন্ড রেসপন্স টু হিউমেনিটারিয়ান ক্রাইসিস (হোস্ট ফর স্টার্ট নেটওয়ার্ক প্রোগ্রামস ইন বাংলাদেশ)	সেনজেন্টা ফাউন্ডেশন সুইস ট্রপিক্যাল এন্ড পাবলিক, এনএমএফ, ডাচ গভ. এফসিডিও, এলসিএ	বেতাগি, পাথরঘাটা, তালতলী, ভোলা জেলার ভোলা সদর, তজিমুদ্দিন, চরফ্যাশন, দৌলতখান, বুরহানুদ্দিন, পটুয়াখালী জেলার পটুয়াখালী সদর, দশমিনা, বাউফল, গলাচিপা, মির্জাগঞ্জ, দুমকি, কলাপাড়া ও রাঙ্গাবালী, কক্সবাজার জেলার উখিয়া, টেকনাফ, কক্সবাজার সদর, মহেশখালী, কুতুবদিয়া, পেকুয়া, রামু, চকরিয়া উপজেলা, চট্টগ্রাম জেলার সদর, মিরশরাই, সিতাকুন্ড, ফটিকছড়ি, রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, হাটহাজারী, সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, সন্দ্বিপ,			

ক্রম	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল (বিডিটি)	মেয়াদকাল
			বোয়ালখালী, আনোয়ারা, বনসখাইল, কর্ণফুলি উপজেলা, নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, কোম্পানীগঞ্জ, চাটখিল, হাতিয়া, সুবর্ণারচর, সেনাগ, কবিরহাট, সোনাইমুরি, বাগেরহাট জেলার সদর, ফকিরহাট, মোল্লাহাট, স্বরণখোলা, রামপাল, মোরেলগঞ্জ, কচুয়া, মঙ্গলা, চিতলমারী, খুলনা জেলার সদর, কয়ড়া, ডুমুরিয়া, রূপসা, পাইকগাছা, ফুলতলা, দিঘলিয়া, তেরখাদা, বটিয়াঘাট, দাকোপ উপজেলা, সাতক্ষিরা জেলার সদর, আশাশুনি, শ্যামনগর, দেবহাটা,			

ক্রম	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল (বিডিটি)	মেয়াদকাল
			কলারোয়া, তালা, কালিগঞ্জ, জামালপুর জেলার সদর, দেওয়ানগঞ্জ, সরিষাবাড়ী, মেলান্দহ, বকশীগঞ্জ, ইসলামপুর ও মাদারগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, উল্লাপাড়া, কাজীপুর, তাড়াশ, বেলকুচি, চৌহালী, রায়গঞ্জ, শাহজাদপুর ও কামারখন্দ, গাইবান্ধা জেলার সদর, সাদুল্লাহপুর, ফুলছড়ি, সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা, গোবিন্দগঞ্জ এন্ড পলাশবাড়ী, কুড়িগ্রাম জেলার সদর, ভুরুঙ্গামারী, রাজীবপুর, চিলমারী, ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী, রৌমারী, রাজারহাট ও			

ক্রম	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল (বিডিটি)	মেয়াদকাল
			উলিপুর উপজেলা।			
৫০.	বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার, স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন ফর হিউম্যান ক্যাপিট্যাল ডেভেলপমেন্ট (বিডি রুরাল ওয়াস ফর এইচসিডি) প্রজেক্ট	পিকেএসএফ	লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, নিলফামারী ও গাইবান্ধা জেলার ১৫ উপজেলা	১০০০ ০	৩৯৪০৩২০০.০ ০	এপ্রিল ২০২২ হতে অক্টোবর ২০২৫
৫১.	ইন্টিগ্রেটেড স্পনসারশিপ প্রোগ্রাম ইন রংপুর-সিএনও এন্ড স্পনসারশিপ প্রোগ্রাম নিলফামারী	প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ	নিলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলা ও লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলা	২২৩০ ৯৬	৩০৭১৩৫২৮.০ ০	জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫
৫২.	প্রোভাইডিং কম্প্রিহেনসিভ রিইন্টিগ্রেশন সাপোর্ট টু ভিকটিমস অব ট্রাফিকিং (VoTs) এন্ড কন্ডাক্ট কমিউনিটি লেভেল অ্যাওয়ান্সেস রেইজিং ক্যাম্পেইন অন সেফ মাইগ্রেশন ইন ঢাকা এন্ড কক্সবাজার ডিস্ট্রিকস	ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম) মিশন ইন বাংলাদেশ	কেরানীগঞ্জ, দোহার, নওয়াবগঞ্জ উপজেলা, ঢাকা এন্ড কক্সবাজার সদর, মহেশখালী, রামু উপজেলা, কক্সবাজার জেলা	৪০০	৪৬১৮০৭৩৫.০ ০	এপ্রিল ২০২২ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫৩.	রুরাল মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) সাব প্রজেক্ট: (হাই ভ্যালু ফুটস ট্রেন্স)	পিকেএসএফ/ই ফাদ	পঞ্চগড় জেলা	৬০০০	২৪৬৫৫০০০.০ ০	জানুয়ারি ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৪

ক্রম	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল (বিডিটি)	মেয়াদকাল
	স্পেসিস এক্সটেনশন এন্ড মার্কেটিং					
৫৪.	রুৱাল মাইক্রো- এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) প্রজেক্ট ইকোলোজী ফ্রেন্ডলী সেপ ভেজিটেবল প্রডাকশন এন্ড মার্কেটিং ভ্যালুচেইন প্রজেক্ট	পিকেএসএফ/ই ফাদ	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর ও বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা	১১৫০ ০	৫৭৬৩৫০০০.০ ০	ডিসেম্বর ২০২১ হতে জুলাই ২০২৫
৫৫.	আরবান প্রাইমারি হেলথকেয়ার সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট-২	এলজিডি, মিনিস্ট্রি অব লোকাল গভর্নমেন্ট, রুৱাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো- অপারেটিভ	গাইবান্ধা জেলার গাইবান্ধা পৌরসভা	৫৮১২	৬৭৯৯৩৯৮৭	জানুয়ারি ২০২২ হতে জুন ২০২৫
৫৬.	নিউট্রিশন অব সিটি ইকোসিস্টেম (নাইস)	এসডিসি/ কনসারটিয়াম পার্টনার: সেনজেন্টা ফাউন্ডেশন সুইস ট্রপিক্যাল এন্ড পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউশন	দিনাজপুর জেলার সদর, চিরিরবন্দর ও বিরল উপজেলা ও রংপুর জেলার রংপুর সদর উপজেলা	৪০০০ ০	৬১১২৪২৬৮	ডিসেম্বর ২০২১ হতে জুলাই ২০২৫
৫৭.	রুৱাল মাইক্রো- এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) প্রজেক্ট সেফ মিট এন্ড ডেইরী প্রোডাক্টস মার্কেট	পিকেএসএফ/ই ফাদ	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর, পীরগঞ্জ, রাণীশংকৈল উপজেলা	২৪০০ ০	৯৮৫১২৫০০.০ ০	ডিসেম্বর ২০২১ হতে নভেম্বর ২০২৪

ক্রম	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল (বিডিটি)	মেয়াদকাল
	ডেভেলপমেন্ট সাব প্রজেক্ট					
৫৮.	হাউজহোল্ডস মেথোডোজিস-ট্রেনিং এন্ড কোচিং, এন্ড গালস ফর এলসিএস মেম্বারস, সাসটেইনেবল লাইভলিহুড ইন দ্য রংপুর, কুড়িগ্রাম এন্ড জামালপুর রিজিয়ন	ইফাদ-এলজিইডি	রংপুর, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, জামালপুর	৬৩৫৫	৭১৪৩৭৮৪৬	সেপ্টেম্বর ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫৯.	ফিন্যান্সিয়াল ইনকুশন ইম্প্রোভস স্যানিটেশন এন্ড হেলথ (এফআইএনইএসএ ইচ)	ওয়ার্ল্ড দ্য নেদারল্যান্ডস	রংপুর সিটি কর্পোরেশন এন্ড গাইবান্ধা পৌরসভা	প্রত্যক্ষ ৯০৪৮ পরোক্ষ ৪৫২৪ ০	১৪০৯৯৬০৬.৮২	আগস্ট ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৪
৬০.	ইম্প্রোভিং অ্যাক্সেস টু পাবলিক স্যানিটেশন সার্ভিসেস ইন সিটি অব বাংলাদেশ	ওয়ার্ল্ডএইড বাংলাদেশ	বীরমুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম রেলওয়ে স্টেশন, পঞ্চগড়, ইশ্বরদী রেলওয়ে স্টেশন, পাবনা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন পাবলিক টয়লেটস	উন্মুক্ত	২৯২৬৭১১৮.০০	১ এপ্রিল ২০২২ হতে ৩১ মে ২০২৫
৬১.	পার্টনারশিপ মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্টেনডিং (এমওইউ) উইথ ড্যানিস রিফুজি কাউন্সিল (ডিআরসি)	ড্যানিস রিফুজি কাউন্সিল (ডিআরসি)	কক্সবাজার জেলা	উন্মুক্ত	প্রয়োজন মোতাবেক	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৬
৬২.	প্রোমোটিং রেসিলেন্স অব ভালনারেবল	এলজিইডি	কুড়িগ্রাম জেলার সদর,	৪৩২০	৪১৬৩৮৬২০.০ ০	মার্চ ২০২১ হতে

ক্রম	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্ম এলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল (বিডিটি)	মেয়াদকাল
	খো অ্যাক্সেস টু ইনফ্রাস্ট্রাকচার. ইম্প্রোভড ফিলস এন্ড ইনফরমেশন (প্রভাতীং কুড়িগ্রাম রিজিয়ন		ভুরুঙ্গামারী, রাজীবপুর, ফুলবাড়ী, চিলমারী, রৌমারী, রাজারহাট ও উলিপুর উপজেলা			ডিসেম্বর ২০২৪
৬৩.	ইএসডিএফ ফার্মারস হাব এ্যাগ্রি মার্কেটিং এন্টারপ্রাইজ (ইএসডিএফ-এফএইচএএমই)	সিনজেন্টা ফাউন্ডেশন ফর সাসটেইনেবল এ্যাগ্রিকালচার বাংলাদেশ	ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলা	প্রত্যক্ষ ৫৫, পরোক্ষ ২০২৫০	৭০০০০০০.০০	জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৫
৬৪.	একুইটেবল এন্ড কোয়ালিটি এডুকেশন ফর দ্য চিলড্রেন অব ডিজঅ্যাডভান্টেজড এন্ড ইনডিজিনাস কমিউনিটিস	এডুকো এন্ড ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন-এডুকো	ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলা	প্রত্যক্ষ ৮০২৭, পরোক্ষ ১০৩৫০	৩৮৩৫৩২৯১.০০	জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৫
৬৫.	ইয়ুথ এম্পাওয়ারমেন্ট ফর সোস্যাল ট্রান্সফর্মেশন-ওয়াইইএস	এডুকো এন্ড ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন-এডুকো	ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলা	প্রত্যক্ষ ৪১৪৭, পরোক্ষ ৪৬০০	২০৫৮৪৯১৭.০০	জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৫
৬৬.	আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম (সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ (আন্ডার দ্য কম্পোনেন্ট -২) ফোর্থ প্রাইমারী এডুকেশন ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (পিইডিপি৪)	ব্যুরো অব নন-ফরমাল এডুকেশন (বিএনএফই)	ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ ও বালিয়াডাঙ্গী, রংপুর জেলার সদর, কাউনিয়া, মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, পীরগাছা এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী জেলার চারঘাট,	৩৭৪২২	৯১১২১৩৩৭০.০০	নভেম্বর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪

ক্রম	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল (বিডিটি)	মেয়াদকাল
			পুঠিয়া, দুর্গাপুর, গোদাগাড়ী, মোহনপুর, পবা উপজেলা ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন			
৬৭.	পাথওয়েস টু প্রোসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পোওর পিপল-ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (পিপিইপিপি-ইইউ)	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) / ইউকেএইড ইইউ	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর, পীরগঞ্জ ও রাণীশংকৈল, রংপুর জেলার গঙ্গাচরা উপজেলা, কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী, ভুরুঙ্গামারী ও নাগেশ্বরী উপজেলা	৩৭২১ ২	৫৫৮৮২১৭৭৫. ০০	আগস্ট ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৪
৬৮.	সোসিও ইকোনোমিক এম্পাওয়ারমেন্ট উইথ ডিগনিটি এন্ড সাসটেইনেবিলিটি (সীডস) প্রজেক্ট ১ ও ২	স্ট্রোম্বী ফাউন্ডেশন (এসএফ)	কুড়িগ্রাম জেলার সদর, উলিপুর ও নাগেশ্বরী উপজেলা	৩০০০	১৮৭৭৮৪০৮৩. ০০	জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৮
৬৯.	অপশন ফর ডিগনিটি অব হিউম্যান বিং বাই ইনফ্লুয়েন্সিং কী অ্যাকটরস টু রিফর্ম (অধিকার), পর্যায়-১ ও ২	এডুকো-বাংলাদেশ	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৩০ ও ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড	প্রত্যক্ষ ৩৯০ পরোক্ষ ৫০০০ ০	৩৯২৭৩৩৭২.০ ০	আগস্ট ২০১৮ হতে জুলাই ২০২৫
৭০.	হাই ভ্যালু ক্রপস কাল্টিভেশন এ্যাজ অ্যান অল্টারনেটিভ ইনকাম জেনারেশন অ্যাকটিভিটি অব টোবাকো কাল্টিভেশন	পিকেএসএফ	লালমনিরহাট জেলা	১২১০	১৯৩৮২০৮০.০ ০	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৫

ক্রম	কর্মসূচীর নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্মএলাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি তহবিল (বিডিটি)	মেয়াদকাল
৭১.	এ্যাগ্রিকালচার ইউনিট (কৃষি)	পিকেএসএফ	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলা	১৩৮	৪০৪৭১৩৬.০০	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৫
৭২.	ফিসারিজ এন্ড লাইভস্টক ইউনিট (ফিসারিজ)	পিকেএসএফ	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলা	১০২	১২৪০৬০৭০.০০	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৫
৭৩.	ফিসারিজ এন্ড লাইভস্টক ইউনিট (লাইভস্টক)	পিকেএসএফ	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলা	৮০	১৮১৫৪৬৬০.০০	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৫
৭৪.	সাসটেইনেবল সলিড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (এসএসডব্লিউএমপি)	ঠাকুরগাঁও পৌরসভা/ সিসিএফ	ঠাকুরগাঁও জেলার ঠাকুরগাঁও পৌরসভা	৩১৬১	৩৮৮০৯৬০.০০	২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
৭৫.	ইএসডিও মা ও শিশু হাসপাতাল (২০ শয্যা)	অ্যাম্বেসী অব জাপান/ ইএসডিও মাইক্রোফিনান্স প্রোগ্রাম ও অন্যান্য দাতা সংস্থা	ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলা	উন্মুক্ত	২৮০০০০০০.০০	এপ্রিল ২০১৩ হতে চলমান
৭৬.	এক্সটেনডেড কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট-ড্রট (ইসিসিপি-ড্রট)	গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) এন্ড পিকেএসএফ	নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলা	প্রত্যক্ষ ১৩৪০ পরোক্ষ ৫৩৬০	৫২১৬৩৭০০.০০	১ মার্চ ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৮
৭৭.	ভিলেজ প্রোভার্সিটি প্রজেক্ট	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার রহমানপুর ইউনিয়ন	৩৪	১৫০০০০০.০০	জানুয়ারি ২০২২ হতে আগস্ট ২০২৫
৭৮.	এনহেন্সিং রিসোর্সেস এন্ড ইনক্রিজিং ক্যাপাসিটিস অব দ্য পুওর হাউজহোল্ডস টুওয়ার্ডস (ইএনআরআইসিএস)	পিকেএসএফ	ঠাকুরগাঁও জেলার ঠাকুরগাঁও সদর, পীরগঞ্জ ও রাণীশংকৈল উপজেলা এবং লালমনিরহাট জেলার কালিগঞ্জ উপজেলা	১৫০০ ৫৫	৪৩৮১১২৯০.০০	মে ২০১২ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৫

ইএসডিও মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম

এক নজরে ইএসডিও মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত

মাইক্রোফিন্যান্স কর্ম এলাকা:

জেলা: ১৯ (ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, নিলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁও, জয়পুরহাট, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, জামালাপুর, ময়মনসিংহ, শেরপুর ও টাঙ্গাইল)

মোট উপজেলা: ৯৮, মিউনিসিপালিটি: ৩৭, ইউনিয়ন: ৬১৮, গ্রামঃ ৩৭৮০, সমিতিঃ ৯৭৮২

মোট সদস্য: ২২০৮৫৮, পুরুষ: ১১৪৮৪, মহিলা: ২০৯৩৭৪, মোট ঋণী সদস্য: ১৬১৪৬৪,

পুরুষ: ৮৫৮৭, মহিলা: ১৫২৮৭৭

ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ: ৮৯১২১০৬০০০০, ঋণস্থিতি: ১১৫৮০৯৮৩১০৭, সঞ্চয় স্থিতি: ৪৭২১৫২১৪০৭

Details information on Component wise

Sl. No	Name of Loan Component	Working area	Member	Loanee member	Loan outstanding BDT-TK	Savings Outstanding BDT-TK	Funding Donor	Duration
১	জাগরণ (রুরাল মাইক্রো ক্রেডিট)	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, নিলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁও, জয়পুরহাট, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, জামালাপুর, ময়মনসিংহ, শেরপুর ও টাঙ্গাইল	৯৫৭১৫	৭০০৬২	৩৮০৩৫১৩০১৯	১৮০৯২৪৮৬৭৪	পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএস এফ)	নভেম্বর ১৯৯১ হতে চলমান
২	অগ্রসর (মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ঋণ)	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, নিলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁও, জয়পুরহাট,	২৬১৫৭	২১১৭০	৪০০৯৭৩৪৬৫৮	১৫৪৬১৬৭০৭২	পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএস এফ)	নভেম্বর ১৯৯১ হতে চলমান

Sl. No	Name of Loan Component	Working area	Member	Loanee member	Loan outstanding BDT-TK	Savings Outstanding BDT-TK	Funding Donor	Duration
		রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, জামালাপুর, ময়মনসিংহ, শেরপুর ও টাঙ্গাইল						
৩	বুনিয়াদ (মাইক্রো ক্রেডিট ফর আল্ট্রা পুওর)	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, নিলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁও, জয়পুরহাট, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, জামালাপুর, ময়মনসিংহ, শেরপুর ও টাঙ্গাইল	৯২৮৬ ০	৫৪৮৯৯	১৫০৩৯১৭৬৭৬	৭১৪৮১৫৭০০	পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএস এফ)	নভেম্বর ১৯৯১ হতে চলমান
৪	সুফলন (মৌসুমী ঋণ)	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, , নিলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁও, জয়পুরহাট, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জামালাপুর ও টাঙ্গাইল	১১৩১ ৬	১০১৯৭	৪৯৭৩০৩৪২৪	৯৫৫৯১৮৭	পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএস এফ)	জানুয়ারি ২০০১ হতে চলমান
৫	এনরিচ	ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট	২০৪১	১৫৯৪	৮৭৫৩৮৭২৬	৪১৭৬৯১১১	পল্লী কর্ম সহায়ক	জানুয়ারি ২০১৪

Sl. No	Name of Loan Component	Working area	Member	Loanee member	Loan outstanding BDT-TK	Savings Outstanding BDT-TK	Funding Donor	Duration
	(আইজিএ) (সাসটেইনেবল আইজিএ ঋণ কর্মসূচি)						ফাউন্ডেশন (পিকেএস এফ)	হতে চলমান
৬	এনার্চি(এল আইএল) (লাইভলিহুড ইম্প্রোভমেন্ট ঋণ কর্মসূচি)	ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট	১	০	০	১১৩৬৫	পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএস এফ)	জানুয়ারি ২০২০ হতে চলমান
৭	এনার্চি(এসএল) (অ্যাসেট ক্রিশ্লেসন ঋণ কর্মসূচি)	ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট	১০৮	৯৬	২৪৯৪২৩০	১৩৯৪৮৯	পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএস এফ)	জানুয়ারি ২০২০ হতে চলমান
৮	লিফট(লার্গি এন্ড ইনোভেশন ফান্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়া)	ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট	১৬৭	১৭	৬৫০৩৯৩	১২৬৫০২৮	পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএস এফ)	জানুয়ারি ২০২০ হতে চলমান
৯	এসডিএল(স্যানিটেশন ডেভেলপমেন্ট লোন)	ঠাকুরগাঁও	৩৪	৩৪	১১৪২৯৫	০	পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএস এফ)	অক্টোবর ২০১৯ হতে চলমান
১০	লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট	রংপুর সিটি অ্যান্ড ঠাকুরগাঁও মিউনিসিপালিটি	৬৪৭	৩৯৩	৭৭৩৪৬৯৩৭	৪২৬৭৮৯৪৬	পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএস এফ)/ বিশ্ব ব্যাংক	জুন ২০১৯ হতে চলমান
১১	আবাসন (হাউজিং প্রজেক্ট)	ঠাকুরগাঁও	২০৮৪	১৯০৫	৪৬১২৬২০৮৬	১২৭৪০৯৮৪০	ইএসডিও নিজস্ব তহবিল	জানুয়ারি ২০১৯ হতে চলমান
১২	অগ্রসর এমডিপি (ক্লাস্টার বেজ মাইক্রো	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, নিলফামারী,	২১৫৪	১৫৮৭	২১২৬৪২৯৬৪	১০৭১৭৩৯৩৫	পিকেএস এফ	অক্টোবর ২০১৯ হতে চলমান

Sl. No	Name of Loan Component	Working area	Member	Loanee member	Loan outstanding BDT-TK	Savings Outstanding BDT-TK	Funding Donor	Duration
	এন্টারপ্রাইজ)	রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, জামালপুর ও টাঙ্গাইল						
১৩	অগ্রসর এসইপি (সাসটেইনেবল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ)	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, নিলফামারী, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, জামালপুর ও টাঙ্গাইল	৩৪৩	২৫১	২৯৬১০৭০০	৬৩২৭২২৭	পিকেএস এফ	এপ্রিল ২০২০ হতে চলমান
১৪	এলইপিআইজি (লোন ফর এন্টার প্রিপলস)	ঠাকুরগাঁও	৫৫৬	৪৩৫	১০৯০২৯৯৩	৪৩৩০৫৯৩	পিকেএস এফ	জানুয়ারি ২০১৪ হতে চলমান
১৫	এলআরএল-১ পর্যায় (লাইভলিহুড রেস্টোরেশন লোন প্রোগ্রাম)	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, নিলফামারী, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, রাজশাহী,	৬৭	৩৫	৫১৫৮০৩	৯১৬১৬২	পিকেএস এফ	সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে চলমান

Sl. No	Name of Loan Component	Working area	Member	Loanee member	Loan outstanding BDT-TK	Savings Outstanding BDT-TK	Funding Donor	Duration
		চাঁপাই নবাবগঞ্জ, জামালপুর ও টাঙ্গাইল						
১৬	অগ্রসর এসইপি- কমন সার্ভিস লোন (সিএসএল)	ঠাকুরগাঁও	৪০	২৮	৬০৯৮৭৯৪	৫৩১৬০৪৩	পিকেএস এফ	অক্টোবর ২০১৯ হতে চলমান
১৭	ইসিসিসিপি -ফ্লাড	ঠাকুরগাঁও	১০৮৬	৭৪৫	১৯২৫৬৯৫৩	৭০৬২৪১১	পিকেএস এফ	অক্টোবর ২০২০ হতে চলমান
১৮	কটেজ, মাইক্রো স্মল অ্যান্ড এন্টারপ্রাই জ (সিএমএস এমই)	ঠাকুরগাঁও	৯০	৫৯	১৯৩৭৮১৩৮	১৬৬৩০৯৬৯	বিএনএফ	আগস্ট ২০২১ হতে চলমান
১৯	হাউজহোল্ড স্যানিটেশন লোন	গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম	৪০০৬	৪০০৫	৭১১০৭০৫৮	০	পিকেএস এফ	জানুয়ারি ২০২২ হতে চলমান
২০	হাউজহোল্ড ওয়াটার লোন	গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম	৬০৮	৬০৯	১০০৭৭৭৭৭	০	পিকেএস এফ	জানুয়ারি ২০২২ হতে চলমান
২১	রিফ ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ফান্ড (আরএমএ সএফ)	ঠাকুরগাঁও	৪	৪	১২৮৬২৫	০	পিকেএস এফ	জানুয়ারি ২০২২ হতে চলমান
২২	লাইভলিহুড রেস্টোরেশ ন লোন-২য় পর্যায়	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, লালমনিরহাট , নিলফামারী, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া,	২৭৬	১৫৮	২৩৯৮৬৪৪	৩৮৭০৪২৭	পিকেএস এফ	নভেম্বর ২০২১ হতে চলমান

Sl. No	Name of Loan Component	Working area	Member	Loanee member	Loan outstanding BDT-TK	Savings Outstanding BDT-TK	Funding Donor	Duration
		সিরাজগঞ্জ, নাটোর, রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, জামালপুর ও টাঙ্গাইল						
২৩	রিকোভারি অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এম্প্লয়মেন্ট (রেইজ)	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, নিলফামারী, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা	১৬৯১	১৪৯২	১৯০৭০৪৮১৬	৭৭৫৩৪৯৯৯	পিকেএস এফ	জুন ২০২২ হতে চলমান
২৪	পেইস স্টার্ট-আপ ক্যাপিটেল	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, নিলফামারী	৫	৪	২৭৪১২৫	৩০২১৪	পিকেএস এফ	আগস্ট ২০১৭ হতে চলমান
২৫	এসএল-এমই	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নিলফামারী	৪	১	১৩৭৭	৭২১৬২	পিকেএস এফ	ফেব্রুয়ারি ২০১৮ হতে চলমান
২৬	অগ্রসর-এমএফসিই	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, নিলফামারী, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নওগাঁ	১৬৯০	১৪৮৬	৫৩৭১৩৫২৭১	১৯১৪৪৪৮৪৬	পিকেএস এফ	জুলাই ২০২৩ হতে চলমান
২৭	এসপিএল-আরএমটিপি	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, নিলফামারী, রংপুর, নাটোর	২২	২০	২১৩০৩৬২৫	৭০২১৩৩৯	পিকেএস এফ	জুলাই ২০২৩ হতে চলমান
২৮	অগ্রসর-স্মার্ট	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, নিলফামারী, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট	৯	৯	৫৫৭০০০০	৭২৫৬৬৮	পিকেএস এফ	জুন ২০২৪ হতে চলমান
		কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট						
	মোট		২২০৮৫৮	১৬১০৩৯	১১৫৮৬৮৯৭৭	৪৭২১৫২১৪০৭		



ইসমডিও'র বিগত ৩৬
বছরের ধারাবাহিক কিছু
আলোকচিত্র



১৯৮৮ সাল। এই ভবন থেকে ইএসডিও'র কার্যক্রম শুরু।



১৯৮৯ সাল। 'ইএসডিও কৃষি ঋণ' কর্মসূচির ধান মাড়াই-এ ব্যস্ত কিশানিরা।



১৯৯০ সাল। ইএসডিও প্রতিষ্ঠিত প্রথম ‘ফ্রি কোচিং সেন্টার’।



১৯৯১ সাল। ইএসডিও কার্যালয় পরিদর্শনে
পিকেএসএফ’র প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব বদিউর রহমান।



১৯৯২ সাল। পিকেএসএফ-এর সহায়তায় ইএসডিও'র ঋণ বিতরণ।



১৯৯৩ সাল। সাউথ এশিয়া পার্টনারশিপ-বাংলাদেশের মাঠ পরিদর্শন।



১৯৯৪ সাল। পিকেএসএফ'র তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক
জনাব এম, এ, এম, জিয়াউদ্দীন কর্তৃক ইএসডিও পরিদর্শন সাথে বর্তমান ব্যবস্থাপনা
পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের



১৯৯৫ সাল। অরুণি হ্যান্ডিক্রাফটস-এর যাত্রা শুরু।



১৯৯৬ সাল। ইএসডিও ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা।



১৯৯৭ সাল। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বেসরকারি সংস্থার ট্রেন্সটসহ আনন্দ উৎসবে ইএসডিও'র তৎকালীন চেয়ারম্যান, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বর্তমান চেয়ারম্যান মোঃ সফিকুল ইসলাম ও নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ্জামান।



১৯৯৮ সাল। বিশ্ব ব্যাংকের তৎকালীন কান্ট্রি ডিরেক্টর পিয়েরে ল্যাভেল মিলস কর্তৃক ইএসডিও পরিদর্শন মঞ্চে উপবিষ্ট ইএসডিও'র তৎকালীন চেয়ারম্যান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।



১৯৯৯ সাল। কর্মী প্রশিক্ষণদানরত ইএসডিওর প্রয়াত সিপিসি কে.এন সরকার।



২০০০ সাল। ইএসডিও শিবগঞ্জের অফিস ভবন উদ্বোধন করেন
তৎকালীন ইএসডিও চেয়ারম্যান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।



২০০১ সাল। ইকো পাঠশালার যাত্রা শুরু।
উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন জেলা প্রশাসক জালাল আহমেদ।



২০০২ সাল। মাঠ পরিদর্শনে পিকেএসএফ'র তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ।



২০০৩ সাল। শ্রীলঙ্কার তৎকালীন হাই কমিশনার কর্তৃক অরুণি হ্যান্ডিক্রাফট উদ্বোধন।



২০০৪ সাল। ইএসডিও'র কমিউনিটি হেল্থ সেন্টারের উদ্বোধন।



২০০৫ সাল। পিকেএসএফ-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন।



২০০৬ সাল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সিটি ব্যাংক এনএ কর্তৃক
বর্ষসেরা ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে শ্রেষ্ঠ সনদ প্রাপ্তি।



২০০৭ সাল। লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘরের যাত্রা।
উদ্বোধন করেন এম হাফিজ উদ্দিন খান প্রাক্তন উপদেষ্টা তত্ত্বাবধায়ক সরকার।



২০০৮ সাল। ইএসডিও'র শ্রেষ্ঠ কর্মী-কর্মসূচি সহযোগীদের বার্ষিক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ।



২০০৯ সাল। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ (বর্তমানে অন্তর্ভুক্তিকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা) ড. মুহাম্মদ ইউনুস এর সাথে গ্লোবাল মাইক্রোক্রেডিট সামিটে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান।



২০১০ সাল। ‘মুক্তির মন্দির সোপান তলে’ ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ভাস্কর্য নির্মাণ।



২০১১। ইকো কলেজের আনুষ্ঠানিক যাত্রা।



২০১২ সাল। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ 'অপরাজেয়' ৭১ নির্মাণ।



২০১৩ সাল। শ্রেষ্ঠ কর্মসূচি হিসেবে কেয়ার বাংলাদেশ থেকে
সৌহার্দ্য প্রকল্পের স্বীকৃতি লাভ।



২০১৪ সাল। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ
(বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের উপস্থিতিতে)।
গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পারভিন মাহমুদের সাথে ইএসডিও
নির্বাহী পরিচালকের অরণী সামাজিক ব্যবসা কার্যক্রমের চুক্তি স্বাক্ষর।



২০১৫ সাল। অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনার গ্রেগ উইলকের ইএসডিও কার্যক্রম পরিদর্শন।



২০১৬ সাল। যৌতুক, বাল্যবিবাহ ও সামাজিক ব্যাধি প্রতিরোধে ইএসডিও'র
১২৬ কিলোমিটার কিশোরি সাইক্লিং।



২০১৭ সাল। সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত খ্রিস্টিয়ান ফটস এর ইএসডিও'র কার্যক্রম পরিদর্শন।



২০১৮ সাল। ব্রিটিশ কাউন্সিল ইউকে থেকে ইকো পাঠশালার ইন্টারন্যাশনাল
স্কুল অ্যাওয়ার্ড (২০১৬-২০১৯) অর্জন



২০১৯ সাল। ইএসডিও স্কিল ডেভলপমেন্ট ট্রেনিং পরিদর্শন করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের
সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ।



২০২০ সাল। ইএসডিও'র সহায়তায় বছরব্যাপী কোভিড
মোকাবেলায় রাজধানীসহ ৩২টি জেলায় নানামুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন।

২০২১ সাল। ইএসডিও'র ঢাকা
অফিসের উদ্বোধন।





২০২২ সাল। বাংলাদেশে খামার পর্যায়ে প্রথম তেঁতুলিয়া সাফল্যের টিউলিপ ফুল চাষ।



২০২৩ সাল। ইএসডিও ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার
জামালপুরের নিজস্ব ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।



২০২৪ সাল। COP-29 বাকু, আজারবাইজানে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে ইএসডিও'র সাইড ইভেন্ট শেষে: মঞ্চে পরিবেশ ও বন উপদেষ্টা সৈয়দ রেজওয়ানা হাসান, সচিব, পরিবেশ ও বনমন্ত্রণালয়, Luckretia Puentes পরিচালক, স্টার্ট নেটওয়ার্ক এবং মাহবুব উল আলম, কান্ট্রি ডিরেক্টর, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল।



আলোকচিত্রে ইএমডিও'র
নিজস্ব স্থাপনা সমূহ



ইএসডিও প্রধান কার্যালয়
কলেজপাড়া (গোবিন্দনগর), ঠাকুরগাঁও।

ইএসডিও ঢাকা অফিস
ইএসডিও হাউস, প্লট# ৭৪৮
রোড#-৮, বায়তুল আমান হাউজিং
সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা।





ইএসডিও সিলভার জুবিলি ভবন
কেল্লাবন্দ, সিও বাজার, রংপুর।

ইএসডিও মেমোরেল ৩৬ ভবন
কামালকাছনা, রংপুর।





ইকো স্কিল ডেভলপমেন্ট সেন্টার
ছোট খোচাবাড়ী, ঠাকুরগাঁও।



ইকো সেন্টার ফর স্কিলস ডেভলপমেন্ট (ইসিএসডি)
নারায়নপুর, তিতপল্লা, জামালপুর সদর, জামালপুর।



ইএসডিও গাজীপুর অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার
গাজীপুর, ঢাকা।



ইএসডিও লালমনিরহাট জেলা অফিস
তালুক খুটামারা, বানভাসী মোড়, সদর, লালমনিরহাট।



ইএসডিও কুড়িগ্রাম অফিস
কুড়িগ্রাম।



ইকো মহানন্দা কটেজ
তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়।



ইএসডিও শিশু ও কমিউনিটি হাসপাতাল
কলেজপাড়া, ঠাকুরগাঁও।



ইএসডিও পীরগঞ্জ অফিস
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।



ইএসডিও রাণীশংকৈল অফিস
রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।



ইএসডিও বালিয়াডাঙ্গী অফিস
বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।



ইএসডিও মুন্সিরহাট অফিস ভবন
মুন্সিরহাট, ঠাকুরগাঁও।



ইএসডিও রুহিয়া অফিস ভবন
রুহিয়া, ঠাকুরগাঁও।



ইএসডিও শিবগঞ্জ অফিস ভবন
শিবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।



ইএসডিও গাইবান্ধা অফিস ভবন
মোমিনপাড়া, গাইবান্ধা।



ইএসডিও ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার
কলেজপাড়া, ঠাকুরগাঁও।



ইকো ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (ইআইটি)
কলেজপাড়া, ঠাকুরগাঁও



ইকো ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (ইআইটি)
পল্টন, আকচা, ঠাকুরগাঁও।



আমাদের বাজার
শহীদ মোহাম্মদ আলী সড়ক
ঠাকুরগাঁও।



আলোকচিত্রে ইএমডিও'র
কার্যক্রম



ইএসডিও প্রধান কার্যালয়ের সামনে নারী কর্মীবৃন্দ ।



৫০,০০০ তরুণের কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ উপলক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে ইভেন্ট ।
 মঞ্চে উপবিষ্ট বিইআরসি'র চেয়ারম্যান জনাব জালাল আহমেদ, স্বাস্থ্য সচিব মো: সাইদুর রহমান,
 পিকেএসএফ'র অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো: জসীম উদ্দীন এবং ফাপাডের
 মহাপরিচালক আব্দুল হান্নান ।



ঠাকুরগাঁও জেলা শিশুশ্রম মুক্ত করণের তথ্য উপাত্ত জাতীয় পর্যায়ে
উপস্থাপন করছেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক।



Dr.Donal Francis Brown, Associate Vice-President Programme Management Department, IFAD. Mr. Arnoud Hameleers IFAD's Country Director of Bangladesh , পিকেএসএফ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, পিকেএসএফ ডিএমডি ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলামের মাঠ পরিদর্শন।



সফল টিউলিপ ফুল চাষীদের সাথে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক (প্রশাসন)।



কৃষি কার্যক্রম।



Start Hub Bangladesh আনুষ্ঠানিক শুভযাত্রা। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে Start Network এর CEO Christina Bennett, কেয়ার বাংলাদেশের ডিরেক্টর, হিউম্যানিটেরিয়ান এন্ড ক্লাইমেট অ্যাকশন প্রোগ্রাম কাইহার রেজভী (কোচেয়ার- Start Hub Bangladesh) ও ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক (চেয়ার- Start Hub Bangladesh)।



তরুণ-যুবদের ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং কার্যক্রম।



নারী-পুরুষ সমতার লক্ষ্যে ক্যাম্পেইন।



ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম।



শিশু বিকাশ কার্যক্রম।



কৈশোর ক্ষমতায়ন কার্যক্রম।



আদিবাসী সাংস্কৃতিক উৎসব।



লোকায়ন জাদুঘর: শিকড়ের টানে অস্তিত্বের সন্ধানে।



সমতলের আদিবাসী গ্যালারি।



আইসিটি প্রশিক্ষণ।



নিরাপদ সবজি গ্রাম ।



নারী সুরক্ষা কার্যক্রম ।



নিরাপদ সবজি কার্যক্রম ।



জেডার সেতু: নারী-পুরুষ সমতার ভালো উদাহরণ ।



ইএসডিও সোলার কার্যক্রম।



পরিবর্তিত জীবনের হাস্যোজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।



কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।



ওয়াশ কার্যক্রম।



নারীর ক্ষমতায়ন।



আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম।



আইজিএ ।



কোভিড মোকাবেলায় ইএসডিও'র কার্যক্রম ।



প্রবীণ উল্লয়ন কার্যক্রম ।



অরুণি হ্যাণ্ডিক্রাফটস ।



অধিকার ও সুশাসন কার্যক্রম।



সংলাপ কার্যক্রম।



জলবায়ু পরিবর্তন-জনিত অভিযোজন ।



কারিগরি প্রশিক্ষণ ।



স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সুরক্ষা।



শিশুশিক্ষা কার্যক্রম।



কৃষিতে আইসিটি ।



গ্রামীণ নার্সারি ।



সমাজ সচেতনতা কার্যক্রম।



গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তা।



কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।



কৈশোরে কার্যক্রম।



ইএসডিও'র বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২৩।



JANO প্রকল্পের জাতীয় অধিপরামর্শ সভায় বক্তব্যরত ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক।



গণমাধ্যমে খামারপর্যায়ে বাংলাদেশে প্রথম টিউলিপ ফুল চাষের সাফল্য উপস্থাপন করছেন
ইএসডিও'র পরিচালক প্রশাসন ড.সেলিমা আখতার।



স্বপ্নের জাল বুনে চলছে সাহসী উদ্যোক্তা নারী।



ইএসডিও'র পপুলার থিয়েটারের শো।



ইএসডিও'র প্রারম্ভিক দিনগুলোর মাঠ পরিদর্শন:
নির্বাহী পরিচালক ও অবৈতনিক পরিচালক (প্রশাসন)।



ইএসডিও'র মাঠ পরিদর্শনে জাপানের রাষ্ট্রদূত ও বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির কান্ট্রি ডিরেক্টর।



ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের একটি গ্রামীণ গ্রুপ পরিদর্শনকালীন সময়ে দলীয় সদস্যা রাখি বন্ধনে আবদ্ধ করছেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালককে।



ইএসডিও'র মাঠ পরিদর্শনে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত।



ইএসডিও'র মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম।



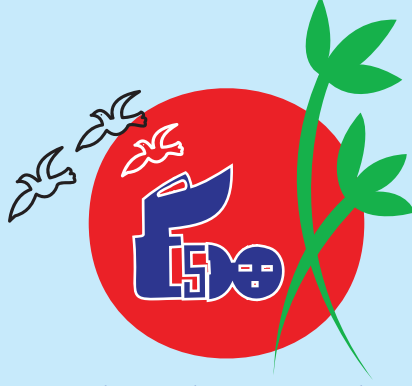
ইএসডিও'র জীবিকায়ন কার্যক্রম।



Our Supporters:

আমাদের অমীম কৃতজ্ঞতা।





হৃণমূল মানুষের সাথে হৃণমূল মানুষের পাশে



ঠাকুরগাঁও অফিস:

কলেজপাড়া, (গোবিন্দনগর), ঠাকুরগাঁও-৫১০০, বাংলাদেশ



+৮৮ ০২ ৫৮৯৯৩২১৪৯, + ৮৮ ০১৭১৪-০৬৩৩৬০



esdobangladesh@hotmail.com



ঢাকা অফিস:

ইএসডিও হাউজ, প্লট নং-৭৪৮, রোড নং-০৮,

বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা-১২০৭



+৮৮ ০১৭১৩-১৪৯২৫৯



www.esdo.net.bd



FOLLOW US



Eco-Social Development Organization (ESDO)